পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 212 Friday, 3 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২১২ সংখ্যা ✱ ১৮ আষাঢ় ১৪৩৩, শুক্রবার, ৩ জুলাই ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

# ফোন করলে ৫ মিনিটেই হাজির হবে পুলিশ!

## 'দুর্গা স্কোয়াড' ও সাইবার উইংয়ের সূচনায় ডেডলাইন বাঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাইঃ** রাজ্যে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং সাইবার অপরাধের বাড়বাড়ন্ত রুখতে 'দুর্গা স্কোয়াড'-এর সূচনা করার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে 'সাইবার হেল্পডেস্ক' এবং 'মহিলা হেল্পডেস্ক'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল সিদ্ধিনাথ গুপ্তার পরিচালনায় অল্প সময়ে এই পরিকাঠামো গড়ে তোলায় পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই রাজ্য পুলিশের কার্যকারিতা বাড়াতে, অপরাধের তথ্য গোপন না করতে এবং আপকালীন পরিষেবার সময়সীমা ৩ ঘণ্টা থেকে ৫ মিনিটে নামিয়ে আনার ব্লু-প্রিন্ট পেশ করেন তিনি। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যুক্ত থাকা পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাইবার অপরাধ বর্তমানে একটি সামাজিক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। বিশেষত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ফর্ম পূরণের সময় প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য হাতিয়ে নিয়ে কয়েক সেকেন্ডে সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে প্রতারকেরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি প্রতি সপ্তাহে যখন 'জনতার দরবার' করি, তখন দেখি বহু অশীতিপর বৃদ্ধ লাঠি হাতে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাছে আসেন। জীবনভর চাকরি করে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটির যে টাকা তাঁরা নাতনির ডাক্তারি পড়া কিংবা ছেলের মাথার ছাদের জন্য জমিয়েছিলেন, তা মুহূর্তে গায়েব হয়ে গিয়েছে। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে এই জটিল অপরাধের মোকাবিলা অসম্ভব, এর জন্য চাই আধুনিক প্রশিক্ষণ।'' প্রশাসনের নতুন পদক্ষেপ- (১)

বিশেষজ্ঞ আধিকারিক নিয়োগঃ রাজ্য স্তরে সাইবার অপরাধের ওপর একচেটিয়া নজরদারি চালাতে একজন ডেডিকেটেড সিনিয়র আধিকারিক (এডিজি বা আইজি পদমর্যাদার) নিয়োগ করা হবে। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পুরো রাজ্যের সাইবার পুলিশ স্টেশন ও হেল্পডেস্ক তদারকি করবেন। (২) পরিকাঠামো উন্নয়নঃ সাইবার উইংকে শক্তিশালী করতে সব ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও লজিস্টিক সাপোর্ট দেবে রাজ্য সরকার। ডিজিপি ও স্বরাষ্ট্র সচিবের তৎপরতায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসের অনেক আগেই 'মহিলা হেল্পডেস্ক' চালু হয়ে যাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, নতুন সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে নারী ও কন্যাদের নিরাপত্তা। পক্সো আইন, নির্ভয়া কাণ্ড থেকে শুরু করে রাজ্যের সাম্প্রতিক 'আরজি কর' কাণ্ড পর্যন্ত যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নারীদের প্রকৃত বিচার ও সুরক্ষা দিতে সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে চলবে। একই সঙ্গে পূর্বতন সরকারের ক।। সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মহিলা ও শিশু সংক্রান্ত অপরাধের যে সমস্ত তথ্য বা ডেটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর চেয়ে থাকে, বিগত দিনে তা পাঠানো হয়নি। এবার থেকে কোনও তথ্য গোপন করা চলবে না। তাঁর স্পষ্ট কথা, ''রাজ্যে কী ব্যাধি হচ্ছে তা আড়াল করলে রোগ আরও বাড়বে। একদিন তা সামলানোর সুযোগ থাকবে না। তাই কোনও অভিযোগ এলে লুকানোর চেষ্টা করবেন না, সরাসরি এফআইআর নথিভুক্ত করে আইনি পদক্ষেপ করুন।'' থানাগুলিতে বর্তমানে

● এরপর ৬ পাতায়...

### ৩ দিনের সফরে দিল্লিতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী

## ভারতের বিকাশে জাপানের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা মোদির

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ** বৃহস্পতিবার তিনদিনের ভারত সফরে দিল্লিতে এসেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। 'আমার ছোটবোন' বলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি জাপানি প্রতিনিধিদল, উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে মোদি বলেন, বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে তথা প্রথম ভারত সফরে তাকাইচিকে আতিথ্য প্রদান করা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ভারতের বিকাশে জাপানের ভূমিকারও ভূয়সী প্রশংসা করেন মোদি। জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পর এটাই তাকাইচির প্রথমবার ভারত সফর। সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর নিজের বক্তব্যে মোদির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। মোদি তাঁকে 'সুন্দরী ছোট বোন' হিসেবে পরিচয় দেন, সেকথাও জানান তিনি। তাকাইচি বলেন, ''আমরা দুই রাষ্ট্রনেতা ভারত-জাপান সম্পর্ককে ভাই-বোনের সম্পর্কের আদলে গড়ে তুলতে সম্মত হয়েছি।'' ১৬তম ভারত-জাপান বার্ষিক সম্মেলনে নিজের বক্তব্যে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির এই সময়ে যৌথভাবে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দুই দেশের উচিত নিজেদের শক্তির যথাযথ ব্যবহার করা।'' তিনি জানান, বিভিন্ন কৌশলগত বিষয়ে উভয় নেতাই অভিন্ন অবস্থানে রয়েছেন। কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করা-সহ সহযোগিতার তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিতে সম্মত হয়েছেন তাঁরা। তাকাইচি বলেন, ''জাপানের 'মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক' ভিশন প্রধানমন্ত্রী মোদির 'মহাসাগর' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।'' আর বলেন, ''উভয় দেশ সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করবে। সমগ্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রতিষ্ঠায় যৌথভাবে কাজ করবে।'' অন্যদিকে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মোদি বলেন, ''ভারত ও জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত করছে। গত এক বছরে প্রায় ১২০টি নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ভারতে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি জাপানি বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।'' ভারতের বিকাশে জাপানের ভূমিকারও ভূয়সী প্রশংসা করেন মোদি।

## সব হকারের জন্য স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাইঃ** রেল ও অন্যান্য সরকারি জমি ব্যবহার করে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ তুলে শহর তথা রাজ্যের একাধিক জায়গায় হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। বেআইনিভাবে ব্যবসা করার অভিযোগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে হকারদের। বালিগঞ্জ, বামনগাছি, বারুইপুর, ডানকুনির মতো একাধিক জায়গার হকার উচ্ছেদ নিয়ে আগেই মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। আর এবার মধ্যমগ্রাম রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। যাঁরা মামলা করেছেন, শুধুমাত্র তাঁদের উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। আজ, বৃহস্পতিবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলা উঠলে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আপাতত ওই স্টেশনের সবার জন্যই স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য হবে। পরবর্তী শুনানির আগে পর্যন্ত লাগু থাকবে এই নির্দেশ। রেলের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী দাবি করেছেন, হকার উচ্ছেদ করতে কোনও নোটিস লাগে না। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, ''কিন্তু আপনারা নোটিস দিয়েছেন। কোন কাঠামো উচ্ছেদ করা হবে, সেটা বলুন। নাহলে নোটিস খারিজ করব।'' কারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত, কারা নয়, কাদের কাঁচা কাঠামো, কাদের পাকা কাঠামো রয়েছে, সেগুলি ভাগ করা হয়েছে কি না, রেলের কাছে জানতে চান বিচারপতি। রেলের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, যে ১৩ জন আদালতে এসেছে, তাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে, তাহলে এখন সবার জন্য অর্ডার দেওয়ার কথা কেন বলা হচ্ছে? যত হকার আছে সবাইয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া অসম্ভব বলে দাবি করেন তিনি। বিচারপতি বলেন, ''আপনারা কাদের নোটিসের মধ্যে আনছেন? যদি বলেন আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে নোটিস দেবেন না, তাহলে একইসঙ্গে হকাররাও একইভাবে ওই স্থগিতাদেশ পাবেন।'' এর আগে হকার সংক্রান্ত অপর একটি মামলায় হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, রেলকে উচ্ছেদের আগে বিকল্প জায়গা বেছে দিতে হবে।

## দুর্গাপুজোয় নিরাপত্তার প্রস্তুতি শুরুর নির্দেশ কমিশনারের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাইঃ** পুজোর ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্লুপিন্ট তৈরির নির্দেশ কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ। দুর্গাপুজো ও রথযাত্রাকে সামনে রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে কলকাতা পুলিশের সব থানাকে নির্দেশ দিলেন পুলিশ কমিশনার। বিজেপি রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর প্রথম পুজো এ বছর। ফলে প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু করে দিতে চাইছে লালবাজারও। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল বৈঠকে সব ওসি ও ডিভিশনের ডিসিদের তিনি পুজো কমিটিগুলির সব থানার ওসি ও ডিভিশনের ডিসিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। এলাকাভিত্তিক সব পুজো কমিটির তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতীতে কোনও পুজো কমিটি ঘিরে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা বা বিতর্ক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। পুজো কমিটিতে নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ বদল হয়েছে কি না, সেই তথ্যও সংগ্রহ করতে হবে। নতুন করে কোনও বিবাদ বা গোষ্ঠী সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে কি না, নজর রাখতে হবে। প্রতিটি পুজোয় সম্ভাব্য ভিড়ের হিসাব করে আগাম ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্লুপ্রিন্ট তৈরির নির্দেশ। উৎসব চলাকালীন নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আগাম পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, রথযাত্রার রুট ম্যাপিং, প্রতিটি রথযাত্রায় প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ মোতায়েন, গত বছরের সমস্যা পর্যালোচনা এবং রুটের রাস্তার অবস্থা খতিয়ে দেখে প্রয়োজন হলে পুরসভার সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। উৎসবের মরশুমে শহরে নির্বিঘ্ন আইন-শৃঙ্খলা ও যান চলাচল বজায় রাখতে তৎপর লালবাজার।

## অদিতিকে ৬ ঘণ্টা জেরা, দেবরাজকে ডিম হামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাইঃ** দেবরাজ চক্রবর্তী গ্রেপ্তারের পরই এবার তদন্তকারীদের নজরে তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতশিল্পী অদিতি মুন্সি। বৃহস্পতিবার তাঁকে প্রায় ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের একাধিক বাড়িতে তল্লাশিও চালান তদন্তকারীরা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দেবরাজের বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের করেছে।

তদন্তকারী সূত্রে খবর, দেবরাজের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন এবং অন্যান্য অপরাধের বিষয়ে অদিতি কতটা জানতেন, তা স্পষ্ট করতে তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা দেবরাজ চক্রবর্তী। যুব তৃণমূল কর্মী হিসেই তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের সূচনা। ২০১৩ সালে পুরসভার উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে

● এরপর ৬ পাতায়...

## দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর, সব দফতরকে খরচে লাগাম টানার বার্তা

**বাংলার বাড়ি**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাইঃ** বাংলার বাড়ি প্রকল্পে নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রকল্পের আওতায় যাঁরা ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন, তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দ্রুত ছাড়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত দফতরকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। তবে একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তাও দিয়েছেন - কোনওভাবেই অযোগ্য ব্যক্তি যেন এই প্রকল্পের সুবিধা না পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। বৃহস্পতিবার নবান্নে সব দফতরের সচিব এবং মুখ্যসচিবকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকেই বাংলার বাড়ি প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার প্রায় ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছিল। এবার সেই প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থও দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দেন, প্রকল্পের অর্থ যেন শুধুমাত্র প্রকৃত প্রাপকদের হাতেই পৌঁছয়। অতীতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এবার আরও সতর্কভাবে তালিকা যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা। শুধু পুরনো উপভোক্তাদের টাকা ছাড়াই নয়, নতুন করে যাঁরা বাড়ির জন্য আবেদন করবেন তাঁদের ক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় নতুন সমীক্ষা শুরু করতে হবে। অর্থাৎ, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে সমীক্ষা চালিয়ে প্রকৃত গৃহহীন এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হবে। প্রশাসনিক সূত্রের মতে, নতুন সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্পের স্বচ্ছতা বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের সত্যিই স্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজন, তাঁদের দ্রুত সরকারি সাহায্যের আওতায় আনার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। এদিনের বৈঠকে শুধু আবাস প্রকল্প নয়, রাজ্য বাজেটে ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট করে জানান, বাজেটে যে সমস্ত প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত করতে হবে। কোনও দফতর যাতে কাজ ফেলে না রাখে, সে বিষয়েও সতর্ক করেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারি খরচ নিয়েও

● এরপর ৬ পাতায়...

### 'যে কেউ দেখা করতে চাইলে কি করতে পারে?'

## ঋতব্রত-শিবিরকে পাত্তা দেওয়ায় কমিশনকে নিশানা সাগরিকা-সৌগতর

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ** তৃণমূলের অন্দরের সংঘাত এবার আরও স্পষ্ট। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধিরা। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত স্পষ্ট দাবি করেন, তাঁরাই প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলের চেয়ারম্যান অরূপ রায়। এই মন্তব্য সামনে আসতেই পাল্টা আক্রমণে নামলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ও সাগরিকা ঘোষ। তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রশ্ন তোলেন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনও রাজনৈতিক দলের অনুমোদিত প্রতিনিধিরাই কেবল ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এমন কোনও আবেদন করা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

সৌগত রায়ের প্রশ্ন, ''যে কেউ দেখা করতে চাইলে কি নির্বাচন কমিশন দেখা করবে? এরকম নজির আগে কোথাও আছে?'' একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, দল থেকে বহিষ্কৃত একজন নেতার নেতৃত্বে কীভাবে একটি প্রতিনিধিদল কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করার সুযোগ পেল, তা নিয়েও বড় প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে গিয়ে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেন ঋতব্রত শিবিরের দশজন প্রতিনিধি। বৈঠক শেষে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

● এরপর ৬ পাতায়...

## টানা ৭ দিন তুমুল বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাইঃ** দক্ষিণবঙ্গে এবার চেনা ফর্মে বর্ষা! তীব্র গরমের পর অবশেষে স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার ২ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই টানা সাত দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ৪ জুলাই থেকে ৬ জুলাইয়ের মধ্যে বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি থাকবে। এই সময়ে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৫৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলেও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি থেকে শুরু করে দুই মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বর্ধমান-দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাই আগামী ৭ দিন ভিজবে। শুক্রবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বর্ষা আরও কিছুটা সক্রিয় হবে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলক বাড়তে পারে। শনিবার থেকে সোমবার আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই তিন দিন দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার সবচেয়ে 'অ্যাক্টিভ' বা সক্রিয় রূপ দেখা যাবে। জেলাভেদে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার, এমনকি কিছু জায়গায় ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে, যা সর্বোচ্চ ৫৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। একটানা বৃষ্টির জেরে কলকাতার নিচু এলাকা এবং গ্রামীণ অঞ্চলের

● এরপর ৬ পাতায়...

## অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী, বাংলায় আসছে জনবিন্যাস কমিটি

**নিজস্ব প্রতিনিধি**

পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাস পরিবর্তনের বিতর্ক দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ইস্যু। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনেও বর্তমান শাসকদল বিজেপির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল এই অনুপ্রবেশের অভিযোগ। এই নিয়েই আগামী ৭ জুলাই দেশের রাজধানী দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং

প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। বুধবার জোকায় ভারত সেবাশ্রম হাসপাতালের অনুষ্ঠান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, এ রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন

● এরপর ৬ পাতায়...

## এক মাস জেলে থাকলেই হারাবে মন্ত্রীর পদ!

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ** গুরুতর অপরাধে এক মাস জেলে থাকলেই হারাতে হবে মন্ত্রীর পদ। রেহাই পাবেন না দেশের প্রধানমন্ত্রী বা কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেউই। গত বছরই এই সংক্রান্ত সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবার সেই বিল বাদল অধিবেশনে পাস হতে পারে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ১৭ জুলাই এই বিলের রিপোর্ট গ্রহণ করতে চলেছে যৌথ সংসদীয় কমিটি। সূত্রের খবর, রিপোর্টে বিতর্কিত সেই ধারাটি বহাল থাকতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে, পাঁত বছরের কারাদণ্ড হতে পারে এমন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে কোনও প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী টানা ৩০ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকলে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে আইন যাতে

● এরপর ৬ পাতায়...

# 'আসল তৃণমূল আমরাই, তাই কোনও কিছু দাবি করতে আসিনি', জ্ঞানেশের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট করলেন ঋতব্রত

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ** আমাদের দলের চেয়ারম্যান শ্রী অরূপ রায়, একদম পরিষ্কার করে জানিয়ে দিচ্ছি (লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার)। বৃহস্পতিবার ভারতের নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক শেষে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে জানালেন, ''একজন 'চাটার্ড ব্যুরোক্র্যাট'-এর দ্বারা হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছিল দল, যে পার্টি একটা পারিবারিক সম্পত্তিতে, একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছিল- আমরা সবাই মিলে সেই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছি।'' বৃহস্পতিবার দুপুরে ঋতব্রত শিবিরের নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির দশজন সদস্য নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বৈঠক। বৈঠক শেষে ঋতব্রত দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনে কোনও কিছু 'দাবি' করতে তাঁরা আসেননি, কারণ তাঁরাই আসল দল। দল ভাঙা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, '' আমাদের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের চেয়েও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক, পুরসভার কাউন্সিলর, জেলা পরিষদের সদস্য এবং জেলা পরিষদের সভাপতিরা আমাদের সঙ্গেই আছেন।'' তিনি জানান, গত ২২ তারিখে তাঁদের বিশেষ প্রতিনিধি অধিবেশন নিয়ম মেনে সম্পন্ন হওয়ার পরেই, ২৩ তারিখ নির্বাচন কমিশনের কাছে সশরীরে দেখা করার আবেদন জানানো হয়েছিল। কমিশন সেই আর্জি মঞ্জুর করায় তাঁরা কৃতজ্ঞ। কমিশনও সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে। তৃণমূলের এই গোষ্ঠীর লড়াই যে আদতে একনায়কতন্ত্র

ও দল হাইজ্যাক করার বিরুদ্ধে, তা অত্যন্ত কড়া ভাষায় জানিয়েছেন করেছেন ঋতব্রত। নাম না করে দলের যুব নেতৃত্ব এবং পর্দার পিছনের চালিকাশক্তিকে (পড়ুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) একহাত নিয়ে তিনি বলেন, ''এখানে আমরা যারা আছি কেউ ব্যক্তি নই। আমাদের লড়াইটাই ব্যক্তিপুজোর বিরুদ্ধে। তৃণমূল স্তরের একটা পার্টি যেভাবে একজন 'চাটার্ড ব্যুরোক্র্যাট'-এর দ্বারা হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছিল, যে পার্টি একটা পারিবারিক সম্পত্তিতে, একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছিল- আমরা সবাই মিলে সেই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছি। এটা সমষ্টির লড়াই।'' তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দ অধিকারী সরকারে আসার পর থেকেই 'আমি'র চেয়ে 'আমরা'য় গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এদিন ঋতব্রতও সেই ঝোল টেনেই জানালেন, ''তৃণমূলে কোনও 'আমি নেই, সবাই 'আমরা'।'' ঋতব্রত মনে করিয়ে দেন, দলের আদি ও প্রকৃত নেতারা আজ তাঁদের সঙ্গেই আছেন। অরূপ রায় এবং জাভেদ আহমেদ খানের মতো দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা ছাড়াও প্রাক্তন মন্ত্রী আখরুজ্জামান, গোলাম আহমেদ রব্বানী এবং স্নেহাশিস চক্রবর্তীরা এই সমষ্টিগত চিন্তাভাবনার অংশ। বাংলার মানুষ পরিবারবাদকে কখনওই সমর্থন করে না, এই দাবি করে ঋতব্রত বলেন, ''তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যে যে বিপুল জনমত তৈরি হয়েছে, তা আসলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত। যারা বালি চুরি করেছে, বালির সিন্ডিকেট চালিয়েছে, কয়লা, ডলোমাইট কিংবা গোরু পাচারের সিন্ডিকেট চালিয়েছে-তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।'' কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার পর এই লড়াই আদালতে গড়াবে কি না, তা নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চাননি ঋতব্রত। শুধু এটুকুই বলেছেন যে, ''আজ আমরা নির্বাচন কমিশনে এসেছি, তাই আদালতের প্রশ্ন আজ উঠছে না। সময় এলে তা দেখা যাবে।''

## ১৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি, জুন মাসে জিএসটি সংগ্রহ বেড়ে ১.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুলাই ঃ গত মাসে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে ১,৯৪,৮১২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে এটি ২০২৫ সালের জুন মাসের ১,৭১,১০৫ কোটি টাকার তুলনায় ১৩.৯ শতাংশ বেশি। অর্থ মন্ত্রকের প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মোট অভ্যন্তরীণ জিএসটি রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৩৪,৭৭৪ কোটি টাকায়, যা এক বছর আগের তুলনায় ৬.৫ শতাংশ বেশি। এছাড়া, আমদানি থেকে প্রাপ্ত জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ ৩৪.৬ শতাংশ বেড়ে ৬০.৩৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা সামগ্রিক মাসিক কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

## অমরনাথের উদ্দেশে রওনা তীর্থযাত্রীদের প্রথম দল, বিশেষ পূজার্চনা উপ-রাজ্যপালের

জম্মু, ২ জুলাই ঃ শুক্রবার, ৩ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। তার আগে বৃহস্পতিবার অমরনাথের পবিত্র গুহার উদ্দেশে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের প্রথম দল। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা এদিন ভোরে পুণ্যার্থীদের প্রথম দলকে রওনা করেন। তার আগে বিশেষ পূজার্চনাও করেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। অমরনাথ যাত্রার জন্য এদিন ভোরে জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্পের যাত্রী নিবাস'-এ বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী এসে পৌঁছন। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা অমরনাথ যাত্রার প্রথম দলের সূচনা করার পর কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রীদের গাড়ি বালতাল ও পহেলগাম বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়।

## টানা বৃষ্টিতে রুদ্রপ্রয়াগে বাড়ছে নদীর জলস্তর, সতর্ক প্রশাসন

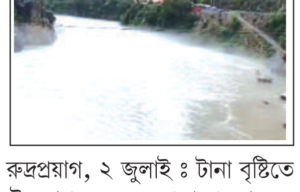

রুদ্রপ্রয়াগ, ২ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগে বাড়ছে নদীর জলস্তর। রুদ্রপ্রয়াগে আপাতত জারি রয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, ফলে দু ঃশ্চিন্তা বাড়ছে। রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর জলস্তরে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অলকানন্দা ও মন্দাকিনি- উভয় নদীরই জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসন নজরদারি জোরদার করেছে।বুধবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি শুরু হয় রুদ্রপ্রয়াগে, যা বৃহস্পতিবার সকালেও চলছে। টানা বৃষ্টিতে অলকানন্দা নদীর জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, আগামী কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে অলকানন্দা ও মন্দাকিনি - উভয় নদীর জলস্তর আরও বেড়ে বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।রুদ্রপ্রয়াগের ডিডিএমও নন্দন সিং রাজওয়ার বলেন, অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে অলকানন্দা নদীর জলস্তর বেড়ে ৬২২.৫ মিটারে পৌঁছেছে। আগামী কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে উভয় নদীর জলস্তর আরও বাড়তে পারে এবং তা বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে জেলা বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নদীর জলস্তরের ওপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে। প্রশাসন নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দা ও তীর্থযাত্রীদের সতর্ক থাকার এবং অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছা।া নদীর পাড় বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

### ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# সম্প্রসারিত ডিজিটাল সংযোগে বদলে যাচ্ছে ভারত, ডিজিটাল রাষ্ট্র গঠনের দাবি অমিত শাহের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুলাইঃ ডিজিটাল সংযোগের বিস্তার, প্রযুক্তিনির্ভর শাসনব্যবস্থা এবং সরকারি পরিষেবার সহজলভ্যতার মাধ্যমে ভারত আজ একটি শক্তিশালী ডিজিটাল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ' ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচির ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় তিনি বলেন, গত এক দশকে দেশের ডিজিটাল পরিকাঠামো, ইন্টারনেট সংযোগ এবং নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে।অমিত শাহ জানান, বর্তমানে দেশে ১০৩ কোটিরও বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ডিজিটাল ব্যবহারকারী গোষ্ঠী হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাশাপাশি 'ভারতনেট প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ২ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি গ্রামকে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই সম্প্রসারিত ডিজিটাল সংযোগ গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার মধ্যে প্রযুক্তিগত ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও প্রশাসনিক পরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সহায়ক হচ্ছে।তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা সরকারি পরিষেবা প্রদানের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। ' ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার' বা ডিবিটির মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁর দাবি, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ৫১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে, ফলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মধ্যস্থতা কারীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রেও ভারতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্বের মোট ডিজিটাল লেনদেনের প্রায় অর্ধেকই ভারতে সম্পন্ন হয়। ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার দ্রুত বিস্তার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন লেনদেনকে সহজ করেছে এবং দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করে তুলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।অমিত শাহের মতে, ডিজিটালাইজেশন এখন শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি উদ্ভাবনকে উসাহিত করছে, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স উপাদনের মতো উদীয়মান শিল্পক্ষেত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন এবং শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় ভারতের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, আগামী দিনেও ডিজিটাল রূপান্তরের গতি বজায় রেখে নাগরিকদের জন্য আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং সহজলভ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার কাজ চালিয়ে যাবে।।

## 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র আনুষ্ঠানিক সূচনা, মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি,(হুগলী)ঃ** মহিলাদের আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ' অন্নপূর্ণা যোজনা'র আনুষ্ঠানিক সূচনা উপলক্ষে সারা রাজ্য ব্যাপী সেজে উঠলো। সমস্ত জেলার মতন হুগলী জেলায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ওই দিনই। জেলা প্রশাসন ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক, সরকারি কর্মচারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সমাজের মহিলাদের স্বসম্মানের সহিত আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রকল্পের আওতায় যোগ্য উপভোক্তাদের মাসিক ৩০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের জীবিকার মানোন্নয়ন এবং পারিবারিক অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হযেছে এই উদ্যোগ। উক্ত অনুষ্ঠানে ,প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া সঠিক যাচাই এর মাধ্যমে, যোগ্যতার মানদণ্ড, প্রশাসনিক বাস্তবায়ন এবং সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ও স্বচ্ছভাবে আগামীদিনে পৌঁছে দেওয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।হুগলী জেলার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার জেলাশাসক শ্রী খুরশিদ আলি কাদরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার শ্রী সুনীল কুমার যাদব, মহকুমা শাসক (এসডিও), জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং প্রশাসনের অন্যান্য কর্মীবন্দরা।জেলাশাসক শ্রী খুরশিদ আলি কাদরী ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার শ্রী সুনীল কুমার যাদব সংবাদ মাধ্যম জানান, সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের সমন্বিত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে মহিলা উপভোক্তাদের ডিবিটি লিঙ্কের মাধ্যমে যাতে দ্রুত, স্বচ্ছ ও ঝামেলামুক্তভাবে সরকারি পরিষেবার সুবিধা আগামীদিনে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে।এদিন অনুষ্ঠানে অন্নপূর্ণা যোজনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একটি বিস্তারিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনাও করা হয় এই দিনে। প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া, আবেদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত পরিষেবা প্রদানের বিষয়েও আলোচনা হয় এইদিন। উপস্থিত আধিকারিকরা বক্তব্যের মাধ্যমে জানান, প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করবে।উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মী, আধিকারিক এবং আমন্ত্রিত মহিলা অতিথিদের উপস্থিতি কর্মসূচিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলিকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক ও প্রশাসনিক কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

## ভিবি-জি রাম জি-র লক্ষ্য দরিদ্র শ্রমিক যেন কর্মহীন না থাকেন তা নিশ্চিত করাঃশিবরাজ চৌহান

তিরুপতি, ২ জুলাই ঃ ভিবি-জি রাম জি-র লক্ষ্য দরিদ্র শ্রমিক যেন কর্মহীন না থাকেন তা নিশ্চিত করা, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেন, বিকশিত ভারত - রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) সারা দেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে শক্তিশালী করা এবং গ্রামের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।কেন্দ্রীয়. মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলার মুক্তাভারিপল্লে গ্রামে ভিবি-জি রাম জি আইন, ২০২৫ চালু করেছেন।এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিবরাজ চৌহান বলেন, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো কোনও দরিদ্র শ্রমিক যেন কর্মহীন না থাকেন এবং প্রতিটি হাত যেন কর্মসংস্থান পায় তা নিশ্চিত করা। তিনি এই প্রকল্পটি চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, এই কর্মসূচির অধীনে কর্মসংস্থানের সময় ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এই বছর এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৯৫,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং রাজ্যগুলিও তাদের অংশ দেবে, ফলে মোট বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়াবে ১,৫১,২৮২ কোটি টাকা। তিনি বলেন, এই তহবিল গ্রামীণ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, গ্রাম উন্নয়নে সহায়তা করবে এবং বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্ন পূরণে অবদান রাখবে।

## নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু, শিক্ষকের পদত্যাগদাবীতে তীব্র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি,দক্ষিণ ২৪ পরগনা,২জুলাইঃদক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐতিহ্যবাহী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র দীপ্তাংশু মাহাতোর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে ছাত্র, অভিভাবক এবং স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বহু ছাত্র ও অভিভাবক।মৃত ছাত্র দীপ্তাংশু মাহাতোর বাবা মনোরঞ্জন মাহাতো, যিনি পেশায় একজন আইনজীবী, অভিযোগ করেন যে, তাঁর ছেলেকে সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হলে তাকে বাঁচানো সম্ভব ছিল। তাঁর দাবি, গরম চা পান করার পর অসুস্থ হয়ে পড়লেও চিকিৎসায় বিলম্ব হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত দীপ্তাংশুর মৃত্যু হয়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও অভিভাবকদের একাংশ গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ছাত্রদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তারা।ঘটনার জেরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্র ও অভিভাবকরা দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং ভবিষ্যতে ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।এদিকে, ক্রমবর্ধমান বিতর্ক ও চাপের মুখে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইস্টিশানন্দ মহারাজ পদত্যাগ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সূত্র মতে। যদিও তাঁর পদত্যাগের বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।ঘটনাটি ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ছাত্রের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ, চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জোরালো হয়েছে।সূত্র অনুযায়ী,বর্তমানে গোটা ঘটনার দিকে নজর রয়েছে অভিভাবক, শিক্ষামহল এবং প্রশাসনের। তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

## হিমালয়ের ১৭,৩৬৯ ফুট উচ্চতার মাউন্ট শীতি ধার জয়, উত্তর হাওড়ার তরুণ পর্বতারোহী আকাশ দাসকে সংবর্ধনা জানালেন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়

**সৈকত দাস,( উত্তর হাওড়া)ঃ**উত্তর হাওড়ার তরুণ পর্বতারোহী আকাশ দাসের উল্লেখযোগ্য সাফল্যে গর্বিত গোটা এলাকা। হিমালযের পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার ১৭,৩৬৯ ফুট উচ্চতার মাউন্ট শীতি ধার শৃঙ্গে সফলভাবে ট্রেক সম্পন্ন করে এক অনন্য কৃতিত্বের নজির গড়েছেন তিনি। এই অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসদীয় বিষয়ক এবং নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রায় তাঁর কার্যালয়ে আকাশ দাসকে সংবর্ধনা জানান।উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা'আকাশ দাস' 'মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব কৃষ্ণনগর'-এর একজন সক্রিয় সদস্য। গত ১২ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত মাত্র তিন দিনের কঠিন অভিযানে তিনি দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে মাউন্ট শীতি ধার শৃঙ্গে পৌঁছান। প্রতিকূল আবহাওয়া, দুর্গম পথ এবং উচ্চতাজনিত নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তাঁর এই সাফল্য উত্তর হাওড়া তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য গৌরবের বিষয় হয়ে উঠেছে।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায় আকাশ দাসের হাতে অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রভু শ্রীরামের মূর্তির একটি প্রতিরূপ তুলে দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্য কামনা করেন।এই উপলক্ষে প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায় বলেন, আকাশ দাসের এই সাফল্য শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন নয়, এটি সমগ্র উত্তর হাওড়ার গর্ব। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে মাত্র তিন দিনের মধ্যে এমন একটি দুর্গম শৃঙ্গে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই সাফল্য তাঁর অদম্য সাহস, কঠোর অনুশীলন, শারীরিক সক্ষমতা এবং মানসিক দৃঢ়তারই প্রমাণ।তিনি আরও বলেন, আকাশের এই সাফল্য উত্তর হাওড়ার যুবসমাজের কাছে অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আগামী দিনে আরও অনেক তরুণ-তরুণী পর্বতারোহণ ও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি আগ্রহী হবে বলে আমি আশা করি। ভবিষ্যতে আকাশ আরও বহু শৃঙ্গ জয় করে উত্তর হাওড়া, হাওড়া জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের নাম জাতীয়. ও আন্তর্জাতিক স্তরে আরও উজ্জ্বল করবে।সংবর্ধনা গ্রহণের পর আকাশ দাস প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই সম্মান তাঁকে ভবিষ্যতের আরও বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অনুপ্রেরণা জোগাবে। আগামী দিনে আরও কঠিন পর্বতারোহণ অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করে রাজ্য ও দেশের নাম আন্তর্জাতিক স্তরে উজ্জ্বল করাই তাঁর লক্ষ্য।স্থানীয়দের মতে, আকাশ দাসের এই সাফল্য উত্তর হাওড়ার যুবসমাজের কাছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর এই কৃতিত্ব নতুন প্রজন্মকে সাহস, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করবে।

## ভারত সফরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা

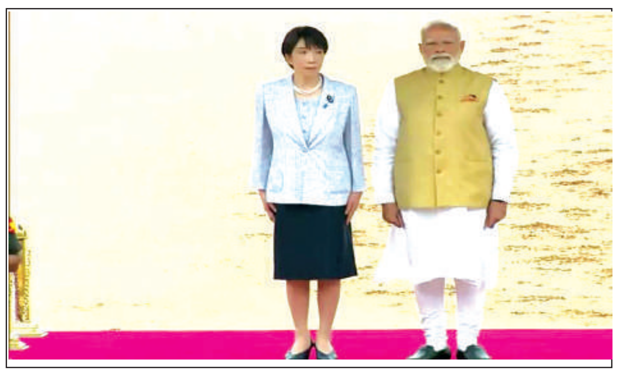

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুলাইঃ তিনদিনের ভারত সফরে এসেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজ নিজ দেশের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দেন।উল্লেখ্য, ষোড়শ ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে বুধবারই নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। এই সম্মেলনে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সামগ্রিক ক্ষেত্র পর্যালোচনা ও জোরদার করার বিষয়ের পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতবিনিময় করা হবে।

## ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২ জুলাই ঃ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে রাজ্যজুড়ে পালিত হলো পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী ও মৃত্যুবার্ষিকী। বুধবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লবিতে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস। এরপর অধ্যক্ষ এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ভারতরত্ন, প্রখ্যাত চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম। তাঁর আদর্শ, কর্মনিষ্ঠা ও জনসেবার অমলিন দৃষ্টান্ত আমাদের সকলের কাছে চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

## চিনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদারের বার্তা কিম জং-উনের

সিউল, ২ জুলাই ঃ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) প্রতিষ্ঠার ১০৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং-উন। একই সঙ্গে বেইজিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।জানা গেছে শুভেচ্ছাবার্তায় কিম বলেন, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া নতুন চিনের উত্থান সম্ভব হতো না। দীর্ঘদিন ধরে দলের নেতৃত্বে এগিয়ে চলতে গিয়েই চীনের মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করেছে।বার্তায় গত জুন মাসে পিয়ংইয়ংয়ে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন কিম। ৮ ও ৯ জুন দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে উত্তর কোরিয়া গিয়েছিলেন শি, যা প্রায় সাত বছরের মধ্যে তাঁর প্রথম সফর। সেই বৈঠকে দুই দেশ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো, উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ আরও জোরদার করা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একমত হয়।আরও জানা গেছে , শি জিনপিংকে পাঠানো বার্তায় কিম বলেন, দুই দেশের শাসক দলের নেতৃত্বই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দৃঢ় ভিত্তি।তিনি আরও জানান, সমাজতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে উত্তর কোরিয়া প্রস্তুত।

## সেবক রোডে অবৈধ হোর্ডিং ভাঙলো পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ২ জুলাই ঃবৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকায় বিভিন্ন দোকানের সামনে লাগানো অবৈধ হোর্ডিং ভাঙার কাজ শুরু করলেন পুরকর্মীরা। কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এদিন সাতসকালে দোকান খোলার আগেই এই অভিযান শুরু হয়। বৃহস্পতিবার পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল থেকেই পুরসভার একটি বিশেষ দল সেবক রোড এলাকায় পৌঁছায়। হোর্ডিংগুলি এতটাই মজবুতভাবে আটকানো ছিল যে, সেগুলি সরাতে শেষ পর্যন্ত গ্যাস-কাটার ব্যবহার করতে হয়। গ্যাস-কাটার দিয়ে লোহার কাঠামো কেটে হোর্ডিংগুলি ভেঙে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য, এর আগে যখন পুরসভার কর্মীরা এই অবৈধ হোর্ডিংগুলি খুলতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। সেসময় কাজ না করেই ফিরে যেতে হয়েছিল পুরকর্মীদের।

## ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড ভেনেজুয়েলা, মৃত্যু বেড়ে ২,২৯৫

কারাকাস, ২ জুলাই ঃসাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্পে কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে ভেনেজুয়েলা। ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,২৯৫। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ, ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভেনেজুয়েলার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট হোর্হে রদ্রিগেজ জানিয়েছেন, গত ২৪ জুন দেশে অনুভূত হওয়া দু'টি শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২,২৯৫-এ পৌঁছেছে, আহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১,২৬৭ ।রদ্রিগেজ বলেন, বর্তমানে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ১২,৮৪১ হিসেবে গণনা করছি। তিনি বলেন যে, ৪,০০০ জনেরও বেশি আন্তর্জাতিক ও দেশীয়.উদ্ধারকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ৬,৪৬১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ২৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প চালু রয়েছে-যার মধ্যে লা গুয়াইরায় ১৩টি, কারাকাসে আটটি, মিরান্দায় দু'টি, কারাবোবোতে একটি এবং ইয়ারাকুয়ে একটি ক্যাম্প চালু।

## প্রতিকূল আবহাওয়া, ওড়িশা সফর বাতিল অমিত শাহের

ভুবনেশ্বর, ২ জুলাই ঃওড়িশায় একটানা মুষলধারে বৃষ্টি এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দু'দিনের ওড়িশা সফর বাতিল হয়েছে। শুক্রবার থেকে এই সফর হওয়ার কথা ছিল। বিজেপি সাংসদ প্রদীপ পুরোহিত সফর স্থগিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।প্রদীপ পুরোহিত জানান, রাজ্যে খারাপ আবহাওয়া এবং একটানা বৃষ্টির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অমিত শাহের এই সফরকালে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক কর্মসূচি হওয়ারও কথা ছিল। তবে, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তাঁর এই সফর স্থগিত করা হয়েছে।

## রাশিফল

**মেষঃ**কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি মিলবে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভাল হবে। নিজের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন, তাহলে নেতিবাচকতা থেকে দূরে থাকতে পারবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও দৃঢ় হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

**বৃষঃ**সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে. কাজ করতে প্রস্তুত থাকুন, কারণ এই সম্পর্কগুলিই আপনাকে এগিয়ে. যেতে সাহায্য করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য এটি শুভ সময়। শুভদিন হবে

**মিথুনঃ**আপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ব্যাগগুলি সন্ধান করুন, কারণ এগুলি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত, আপনার পার্সটি একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন।

**কর্কট রাশি ঃ** আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। ব্যাঙ্কিং কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। বাচ্চারা আপনার মনোযোগ বেশী করে চাইবে- আপনার প্রতি তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাবে। আপনার প্রণয়ীকে বোঝার চেষ্টা করুন।

**সিংহঃ** সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে এবং বাড়ির পরিবেশ আনন্দময় থাকবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন।

**কন্যাঃ**পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় ধৈর্য ধরুন। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলন আপনাকে অপরিসীম আনন্দ দিতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

**তুলাঃ** আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন।

**বৃশ্চিকঃ** মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। আপনি যদি বিবাহিত হন তবে আজ আপনার বাচ্চাদের বিশেষ যত্ন নিন, কারণ তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংসারে শান্তি হবে

**ধনুঃ** গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রকল্পে সহযোগিতামূলক ভাবনার আদান-প্রদান আপনার জন্য লাভজনক হবে। প্রেম আসতে পারে আজ।

**মকরঃ** ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয়জনদের সঙ্গে সময়.কাটানো আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। পারিবারিক নৈশভোজ বা ছোট কোনও ভ্রমণ আপনার আনন্দ বাড়িযে.তুলতে পারে। শুভ দিন।

**কুম্ভঃ** আপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। আপনার পরিবারের সদস্যরা তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় করে দেখাতে পারে। ভালবাসার উচ্ছ্বাসে আপনার স্বপ্ন এবং বাস্তবতা আজ মিশে যাবে।

**মীনঃ**রীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করে।

## আবহাওয়া

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় রয়েছে। এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্থলভাগে প্রবেশ করছে, যা বৃষ্টির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কারণ। আবার শুক্রবার, ৩ জুলাই বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত টানা কয়েক দিন বৃষ্টি চলবে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আগের তুলনায় দুর্যোগ কিছুটা কমতে পারে।আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার অবশ্য কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের জন্য ঝড়-বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। শনিবার থেকে আবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৬ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৫ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

### জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ১০টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে হতে পারে।

## হাজিরা না দিয়ে ইমেলে উকিলের চিঠি পাঠালেন অপরূপা পোদ্দার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২ জুলাই ২০২৬ ঃ আবারও হাজিরা এড়ালেন অপরূপা পোদ্দার। কেন বুধবার থানায় হাজিরা দেননি তিনি, তার কারণ ইমেল করে জানালেন আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ। শুধু নিজের মেল আইডি থেকে ইমেইল নয়, তাঁর আইনজীবীর চিঠিও পৌঁছেছে শ্রীরামপুর থানায়। সেখানেও না আসার কারণ দর্শানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বেলা ১২ টায় শ্রীরামপুর থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ ছিল অপরূপা পোদ্দারকে। কিন্তু তিনি আসেননি। পরে নিজের মেইল থেকে ইমেইল করে হাজিরা না দেওয়ার কারণ জানান প্রাক্তন সাংসদ। পাশাপাশি তাঁর আইনজীবীর পাঠানো চিঠিতেও না আসার একাধিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ইমেল ও আইনজীবীর চিঠি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরপর আবারও অপরূপা পোদ্দারকে নোটিস পাঠানো হবে। আইন অনুযায়ী যা যা পদক্ষেপ করার, সব করা হবে। মঙ্গলবার এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার হন অপরূপার স্বামী, রিষড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর শাকির আলি। এনআইএ যখন তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন পুলিশের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান অপরূপা। কাজে বাধা দেন। এরপরই শ্রীরামপুর থানায় প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। বুধবার বেলা ১২টায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার যাদব বলেন, 'উনি একটি মেল পাঠিয়েছেন। সেখানে তিনি সময় চেয়েছেন। কতদিন সময় চাওয়া হয়েছে সেরকম কিছু লেখা নেই। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে গিয়েছিলেন, সেই কারণেই তিনি আসেননি।'

## মুম্বইয়ে চিকিৎসার পর অসীমা'কে হাওড়ায় তাঁর ভাইয়ের পরিবারে ফেরাতে উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ জুলাই ২০২৬ ঃ মুম্বইয়ের হোমে মানসিক চিকিৎসার পর অসীমা'কে হাওড়ায় তাঁর ভাইয়ের পরিবারে ফেরাতে উদ্যোগী 'হ্যাম রেডিও'। ছ'টা বছর কেটে গেছে। ঘরের মেয়ে ঘরে ছিলনা। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এ রাজ্য থেকে ও রাজ্য ঘুরে অবশেষে তাঁর ঠাঁই হয়েছিল মুম্বইয়ের এক হোমে। ভাষা বলতে শুধু ভাঙা ভাঙা বাংলা। সেই সূত্র ধরেই মুম্বইয়ের হোম কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেন বাংলার হ্যাম রেডিওর 'ওয়েস্টবেঙ্গল রেডিও ক্লাব'-এর সঙ্গে। হ্যাম রেডিও-র তৎপ্ন পরতায় অবশেষে হদিশ মেলে মহিলার পরিবারের। উদ্ধার হওয়া মহিলার নাম অসীমা, বাড়ি হাওড়া জেলায়। কিন্তু চার বছর পর মাকে ফিরে পেয়ে এক স্কুলপড়ুয়া মেয়ে যখন আনন্দে আত্মহারা ঠিক তখনই অসীমার সামনে খাড়া হলো সমাজের এক নির্মম ও নিষ্ঠুর দেওয়াল। স্বামী, কাকা ও জ্যাঠারা সাফ জানিয়ে দিলেন তারা ওই যুবতীকে ঘরে ফেরাতে নারাজ। তাঁর অপরাধ ? তিনি নাকি এতদিন 'বাইরে' ছিলেন। সেখানে কোনও 'অপকর্ম' করেছে কিনা, কে জানে ! আধুনিক একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও বাবা কিংবা জ্যাঠাদের এই আদিম মানসিকতা একবিংশ শতকের বিবেককে আরও একবার লজ্জায় ফেলে দিল। বাস্তবে অসীমার এই পরিণতির পিছনে দায়ী কে? তাঁর বাপের বাড়ির অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্বামীর চরম অত্যাচারের শিকার হতেন অসীমা। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। এরপরই শুরু হয় যাযাবর জীবন। বছর ছয়েক আগে একবার গুজরাট থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছিল। আর এবার উদ্ধার হলেন মুম্বইয়ের শিবাজী নগর টার্মিনাস রেল স্টেশন থেকে। রেল পুলিশ যখন তাঁকে উদ্ধার করে তখন তাঁর আচরণ ছিল অস্বাভাবিক। পুলিশের অনুমান, কোনও পাচারকারী চক্র তাঁকে নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। যদিও পুলিশ সেই চক্রের কাউকে ধরতে পারেনি। এরপর আদালত ও হাসপাতাল ঘুরে গত দুই বছর ধরে মুম্বইয়ের এক হোমেই দিন কাটছিল অসীমার। হোম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে হ্যাম রেডিও'র সদস্যরা যখন হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় অসীমার শ্বশুরবাড়িতে যোগাযোগ করেন তখন তাঁর ১৬ বছরের মেয়ে মাকে ফিরে পাওয়ার আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষতান্ত্রিক 'অস্মিতা' আর তথাকথিত 'কলঙ্ক' এর ভয়। মানসিক ভারসাম্যহীন এক নির্যাতিতা নারীর অসহায়তার চেয়েও পরিবারের কাছে বড় হয়ে উঠল তাঁর চরিত্রের শংসাপত্র! এই অমানবিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন নিখোঁজ মানুষদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার অন্যতম কারিগর, ওয়েস্টবেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, তএকটি মেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বাইরে ঘুরে বেরিয়েছে, এটা কি তাঁর অপরাধ? তাঁর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে কোনও অপরাধচক্র যদি তাঁকে ব্যবহার করে থাকে তবে সেই মেয়েটি তো এখানে অপরাধী নয়। সে চূড়ান্ত ভুক্তভোগী ও শিকার। অথচ পরিবার তাঁকে বুকে টেনে নেওয়ার বদলে 'চরিত্রের' দোহাই দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে! এটা চরম অমানবিকতা। আমরা মুম্বইয়ের ওই হোম কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছি, অসীমার মানসিক চিকিৎসার যেন সবরকম ব্যবস্থা করা হয়।

# 'ভিসেরা নমুনা নষ্টের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী', দাবি ফরেন্সিক আধিকারিকের চিঠিতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুলাই ২০২৬ ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নতুন করে সামনে এসেছে এক বিস্ফোরক অভিযোগ। এতদিন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা তদন্তে একাধিক অসঙ্গতি, তথ্যপ্রমাণ বিকৃতি এবং প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। এবার সেই অভিযোগের সঙ্গেই মিল রেখে এক ফরেন্সিক আধিকারিকের দাবি ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। ওই আধিকারিক নিহত চিকিৎসকের বাবার উদ্দেশে লেখা একটি চিঠিতে দাবি করেছেন, রাজ্য ফরেন্সিক পরীক্ষাগারেই নাকি তরুণী চিকিৎসকের দেহ থেকে সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ ভিসেরা নমুনা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর অভিযোগ, এই কাজ নাকি করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা জানার জন্য দেহ থেকে লিভার, কিডনি ও পাকস্থলীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সাধারণত এই ধরনের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়, শরীরে কোনও বিষক্রিয়া হয়েছিল কি না, অথবা তাঁকে ঘুমের ওষুধ কিংবা অন্য কোনও রাসায়নিক প্রয়োগ করে অচেতন করা হয়েছিল কি না। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবে পৌঁছানোর পর সেই ভিসেরা নমুনা আর অক্ষত ছিল না। বরং তা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং পরে সেই নষ্ট হওয়া নমুনাই কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছিল বলে চিঠিতে দাবি করা হয়েছে। ওই ফরেন্সিক আধিকারিক আরও দাবি করেছেন, রাজ্য ফরেন্সিক বিভাগের তিনজন আধিকারিক এই নমুনা বদল ও নষ্ট করার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, উচ্চপর্যায়ের নির্দেশেই এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের পক্ষে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বা বিচারিক স্বীকৃতি মেলেনি, তবুও চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তদন্তের স্বচ্ছতা এবং তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের প্রক্রিয়া নিয়ে। চিঠিটি হাতে পাওয়ার পর নিহত চিকিৎসকের বাবা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এতদিন ধরে তাঁরা যে আশঙ্কার কথা বলে আসছিলেন, এই চিঠি যেন সেই অভিযোগকেই আরও জোরালো করেছে। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি শিয়ালদহ আদালতের বিচারকের নজরে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, চিঠির সত্যতা অবিলম্বে খতিয়ে দেখতে সিবিআইকে নির্দেশ দেওয়া হোক এবং প্রয়োজন হলে নতুন করে তদন্ত শুরু করা হোক। তাঁর কথায়, যদি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ফরেন্সিক নমুনা নষ্ট করা হয়ে থাকে, তবে তা শুধু একটি মামলার নয়, গোটা বিচারব্যবস্থার ওপরই গুরুতর প্রশ্ন তুলে দেয়। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ওই তরুণী চিকিৎসক নাইট শিফটের দায়িত্ব পালনের জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই রাতেই হাসপাতালের সেমিনার হলের ভিতরে তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যজুড়ে। প্রথমে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশ এবং পরে সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।তদন্ত শেষে সিবিআই এই ঘটনায় নতুন করে আর কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। পরে শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনায়। তবে এই তদন্তে সন্তুষ্ট নন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা। তাঁদের অভিযোগ, এই ঘটনায় আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ভূমিকা এখনও তদন্তের আওতায় আসেনি। সেই কারণেই শুরু থেকেই তাঁরা নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছেন। এদিকে ফরেন্সিক আধিকারিকের এই চিঠি সামনে আসার পর নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যদি চিঠিতে উল্লিখিত অভিযোগের কোনও ভিত্তি থাকে, তাহলে তদন্তের বিভিন্ন ধাপ এবং তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের প্রক্রিয়া নিয়ে আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। অন্যদিকে, অভিযোগের সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে যাচাই হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট মহলের তরফেও এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। ফলে এই চিঠিকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যেই এখন সকলের নজর সিবিআই এবং আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। নিহত চিকিৎসকের পরিবারের একটাই দাবি; ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আসুক এবং যাঁরা দোষী, তাঁদের প্রত্যেকের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত হোক।

# মিউটেশনের নামে 'বাড়তি টাকা' আদায়ের অভিযোগে চাপে বিধাননগর পুরনিগম, নথি তলব করল কলকাতা হাই কোর্ট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুলাই ২০২৬ ঃ বাড়ির মিউটেশনের নামে নাগরিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিধাননগর পুরনিগমের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাই কোর্ট। মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী পুর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন এবং আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে মিউটেশনের নামে আদায় করা অর্থ সংক্রান্ত সমস্ত নথি আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেন। আদালতের এই নির্দেশের পর বিষয়টি নতুন করে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও আর্থিক জবাবদিহি নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। শুনানির সময় বিচারপতি জানতে চান, আগের রাজ্য সরকার লিখিতভাবে আদালতকে জানিয়েছিল যে মিউটেশনের সঙ্গে অতিরিক্ত লেভি বা বাড়তি অর্থ আদায়ের কোনও সরকারি অনুমোদন নেই। পরবর্তীকালে বর্তমান সরকারও আদালতে জমা দেওয়া রিপোর্টে একই অবস্থান জানিয়েছে। তাহলে এত বছর ধরে নাগরিকদের কাছ থেকে যে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়েছে, সেই অর্থের হিসাব কোথায় এবং কোন আইনি ভিত্তিতে তা আদায় করা হয়েছে;এই প্রশ্নই আদালতে তুলেছেন বিচারপতি। মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে একাধিক নথি পেশ করে দাবি করেন, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়মের উদাহরণ। তাঁদের বক্তব্য, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে তৎকালীন মেয়র সব্যসাচী দত্তের আমলে অনুষ্ঠিত বোর্ড বৈঠকে পুরসভার আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করে মিউটেশনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আদালতও জানতে চেয়েছে, যদি এমন সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়ে থাকে, তবে এত বছর ধরে মোট কত টাকা আদায় হয়েছে এবং সেই অর্থ কোথায় ব্যয় করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব আদালতের সামনে তুলে ধরতে হবে। মামলাকারীদের আইনজীবী অরিন্দম দাস আদালতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করে দাবি করেন, সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ এলাকার একটি বহুতলে ফ্ল্যাটের মিউটেশনের ক্ষেত্রে সরকারি নির্ধারিত মূল্যায়ন অনুযায়ী যেখানে প্রায় ৩০০ টাকা ফি দেওয়ার কথা, সেখানে প্রায় ২ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বৈধতা নিয়েই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের অভিযোগ শুধু একটি পুরনিগমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কলকাতা পুরসভা ছাড়া রাজ্যের বহু পুরসভায় একই ধরনের প্রথা চালু রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা এখনও আদালতে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি। আগামী শুনানিতে বিধাননগর পুরনিগমকে সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি ও আর্থিক তথ্য আদালতে জমা দিতে হবে। সেই নথি খতিয়ে দেখেই আদালত পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে। ফলে মিউটেশনের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ কতটা সত্য এবং সেই অর্থ সংগ্রহের আইনি ভিত্তি আদৌ ছিল কি না, তা নিয়ে এখন নজর আদালতের পরবর্তী শুনানির দিকেই।

# এসআইআরে নাম বাদ পড়তেই বন্ধ রেশন-অন্নপূর্ণার সুবিধা! জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের জবাব তলব কলকাতা হাই কোর্টের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুলাই ২০২৬ ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়ার জেরে বহু মানুষের রেশন এবং অন্নপূর্ণা যোজনাসহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগে এবার কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ খেতমজদুর সমিতির পক্ষ থেকে দায়ের হওয়া এই মামলার শুনানিতে হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে আগামী ২১ জুলাইয়ের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবস্থান জানাতে নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের এই নির্দেশের পর বিষয়টি নতুন করে আইনি ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। শুনানির সময় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতকে জানান, বিষয়টি বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, এস আই আর প্রক্রিয়ায় ঠিক কার কার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের মধ্যে কারা রেশন বা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তা যাচাই করে আদালতকে জানানো হবে। আদালতও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছে। মামলাকারী সংগঠনের দাবি, সম্প্রতি রাজ্য সরকারের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে এসআইআরের তথ্যের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হবে কারা রেশন এবং অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাবেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক মানুষ, খেটে খাওয়া শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, কৃষিশ্রমিক এবং আর্থিকভাবে দুর্বল মহিলারা সরকারি খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতা থেকে বাইরে চলে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি। তাঁদের বক্তব্য, শুধুমাত্র ভোটার তালিকায় নাম না থাকাকে ভিত্তি করে খাদ্য নিরাপত্তার অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা আইনসম্মত নয়। মামলাকারীদের দাবি, ভারতের ২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী যোগ্য প্রত্যেক নাগরিক স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য পাওয়ার অধিকারী। সেই আইনের উদ্দেশ্য হল দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ফলে ভোটার তালিকার তথ্যকে একমাত্র ভিত্তি করে সরকারি খাদ্য সহায়তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ওই আইনের পরিপন্থী হতে পারে বলেই তাঁদের অভিযোগ। এই কারণেই আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে মোট প্রায় ৯১ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই তালিকায় মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট অথবা অমীমাংসিত ভোটারদের নাম রয়েছে। পাশাপাশি লজিক্যাল ডিক্রেপেন্সির কারণে আরও প্রায় ২৭ লক্ষ নামের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই শ্রেণির অনেকেই ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবেদনকারীরা আপাতত বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন। তবে যাঁদের নাম সম্পূর্ণভাবে তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেই মামলায় দাবি করা হয়েছে। এখন রাজ্যের জবাব এবং পরবর্তী শুনানির দিকে নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলের।

# কিউবিই ইন্স্যুরেন্স গ্রুপ এখন রাহেজা কিউবিই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের মালিক ও শেয়ারহোল্ডার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই, ২ জুলাই ২০২৬ ঃ আন্তর্জাতিক সাধারণ বীমা ও পুনর্বীমা সংস্থাকিউবিই ইন্স্যুরেন্স গ্রুপ লিমিটেড ভারতের ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদন পাওয়ার পর রাহেজা কিউবিই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর ১০০ শতাংশ মালিকানা অধিগ্রহণ করেছে। প্রিজম জনসন লিমিটেডের সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছরের যৌথ মালিকানার পর এই অধিগ্রহণ সম্পন্ন হল, যা এশিয়া অঞ্চলে কিউবিই-র কৌশলগত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই অধিগ্রহণের অংশ হিসেবে রাহেজা কিউবিই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর নাম পরিবর্তন করে শুধুমাত্র কিউবিই রাখা হবে। এই পদক্ষেপ ভারতের বাজারকে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে কিউবিই-র দৃষ্টিভঙ্গিকেই আরও স্পষ্ট করে। এই প্রসঙ্গে রব কোসোভা, সিইও, কিউবি এশিয়া বলেন, 'ভারত বিশ্বের অন্যতম গতিশীল বাজার। এখানে কিউবিই-র বৈশ্বিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপের সূচনা করার জন্য আমরা অত্যন্ত ভালো অবস্থানে রয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।' সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জনের ফলে কিউবিই এখন নতুন পণ্য উদ্ভাবন, প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা এবং পরিচালনগত উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাহক-কেন্দ্রিক বীমা সমাধান আরও শক্তিশালী করার সুযোগ পাবে। একইসঙ্গে কিউবি এশিয়া এবং ভারতের কিউবি টিম যৌথভাবে স্থানীয় ব্যবসার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কাজ চালিয়ে যাবে। রব কোসোভা আরও বলেন, 'মালিকানায় পরিবর্তন এলেও আমাদের মূল লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে; গ্রাহক, ব্যবসায়িক অংশীদার এবং কর্মীদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। আমাদের অগ্রাধিকার হল বিদ্যমান শক্ত ভিতকে আরও মজবুত করা, গ্রাহকদের জন্য পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও কর্মজীবনের নতুন সুযোগ তৈরি করা। ভারতের টিমকে সম্পূর্ণভাবে কিউবিই পরিবারের অংশ হিসেবে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং একসঙ্গে এই ব্যবসার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত।'

## ৩-৬ জুলাই বন্ধ থাকছে না চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুলাই ২০২৬ঃ চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজের জন্য আগামী ৩ থেকে ৬ জুলাই ফ্লাইওভার বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছিল কলকাতা পুলিশ। তবে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। প্রশাসনিক কিছু কারণের জন্য এই চার দিন চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার বন্ধ থাকছে না। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় দেড় বছর অনুমতি না মেলায় চিংড়িঘাটা মেট্রোর প্রকল্পের কাজ আটকে ছিল। কিন্তু সরকার বদলাতেই জট কাটিয়ে কাজ শুরু হয়। দু'দফায় মেট্রো লাইন জোড়ার অধিকাংশ কাজই সম্পন্ন হয়েছে। যার জন্য সময় লেগেছে ১২০ ঘণ্টারও কম। চিংড়িঘাটা মোড়ে দু'দফায় কাজ শেষ করার পরিকল্পনা সফলভাবেই পূরণ হয়েছে। কয়েক দফায় ফ্লাইওভার বন্ধ করে মেট্রোর কাজ করা হচ্ছে। সেইমতোই গতমাসেই কলকাতা পুলিশের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছিল, প্রথম দফায় ২৬ জুন, ২০২৬ রাত ৮টা থেকে শুরু করে ২৯ জুন, ২০২৬ সকাল ৮টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। দ্বিতীয় দফায় ৩ জুলাই, ২০২৬ (শুক্রবার) রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই, ২০২৬ (সোমবার) সকাল ৮টা পর্যন্ত ফ্লাইওভার বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যেই জুনের সময়ের কাজ শেষ হয়েছে। তবে জুলাইতে যে ৪ দিন বন্ধ থাকার কথা ছিল, তা আপাতত থাকছে না। ফলে এই খবরের ব্যস্ত সময় স্বস্তি ফিরেছে নিত্যযাত্রীদের। তবে চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ের পূর্বদিকে কয়েকটি পিলারের মধ্যে কংক্রিট ডেক বসানোর সময় যানবাহন ঘোরানোর জন্য তৈরি করা হবে নতুন একটি ৬০ মিটার রাস্তা। সল্টলেক বাইপাসের ধারের খালের পাশ দিয়ে এটি তৈরি করার সম্ভাবনা বেশি। কলকাতা পুলিশ ও আরভিএনএল ইতিমধ্যেই জায়গা চিহ্নিত করতে পরিদর্শন করে ফেলেছে।

## তারাতলা কাণ্ডে নবান্নকে কড়া নোটিস! শ্রমিক মৃত্যুর রিপোর্ট তলব মানবাধিকার কমিশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুলাই ২০২৬ঃ কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ চায়ের গুদাম ভেঙে ৫ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ওই মর্মান্তিক বিপর্যয় নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছে কমিশন। ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি, নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের খতিয়ান চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ঠিক কী ঘটেছিল তারাতলায়? গত ২৪ জুন কলকাতার তারাতলা এলাকায় একটি বেসরকারি নির্মীয়মাণ গুদামের বিশাল লোহা ও কংক্রিটের কাঠামোয় ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। সেই সময় প্রায় ৪০ জন শ্রমিক সেখানে কর্মরত ছিলেন। আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে পুরো ছাদ ও লোহার শেড। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন বহু শ্রমিক। দুর্ঘটনার পর সেনা, এনডিআরএফ, দমকল এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করে। ঘটনায় অন্তত ৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ২০ জন গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নকশায় মারাত্মক ত্রুটি! নজরে মানবাধিকার কমিশন এই বড়সড় বিপর্যয় নিয়ে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনকে ভিত্তি করেই ময়দানে নেমেছে এনএইচআরসি। কমিশনের পর্যবেক্ষণ মানবাধিকার লঙ্ঘন যদি প্রকাশিত খবর সত্য হয়, তবে এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা। কর্মস্থলে শ্রমিকদের জীবন ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের, যেখানে স্পষ্ট গাফিলতি দেখা গেছে। ভুল নকশার অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ উঠেছে, যে গুদামটির ছাদ ভেঙে পড়েছে, তার অনুমোদিত নির্মাণ পরিকল্পনা বা সাইট প্ল্যানেই মারাত্মক কারিগরি ত্রুটি ছিল। এই অভিযোগ কতটা সত্যি, তা রাজ্য সরকারের রিপোর্টে স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে। নোটিশে কী কী জানতে চাইল NHRC? জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাদের নোটিশে রাজ্য প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, আগামী ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উত্তর দিতে হবে; ১) দুর্ঘটনার পর পুলিশের এফআইআর এবং তদন্তের বর্তমান পরিস্থিতি কী? ২) নিহতদের পরিবার এবং আহত শ্রমিকদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা? ৩) দোষীদের বিরুদ্ধে কী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? এই দুর্ঘটনার পরই নবান্ন থেকে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগকে নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

## ৫ জুলাই ১২ ঘণ্টা বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু! সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত বন্ধ যান চলাচল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুলাই ২০২৬ ঃ রবিবাসরীয় সকালে যারা দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু হয়ে কলকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে যাতায়াত করার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য অত্যন্ত জরুরি খবর। আগামী ৫ জুলাই রবিবার টানা ১২ ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স কর্তৃপক্ষের তরফে সেতুর অত্যন্ত জরুরি মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই ওই দিন সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই সেতু দিয়ে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। কলকাতা পুলিশের তরফে ট্রাফিক নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। এই ১২ ঘণ্টা সেতু এবং তার সমস্ত র‍্যাম্প পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এবং যানজট এড়াতে কলকাতা পুলিশের তরফে একগুচ্ছ বিকল্প রুট বা ট্রাফিক ডাইভারশন ঘোষণা করা হয়েছে। কেন বন্ধ রাখা হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু? কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের নোটিফিকেশন অনুযায়ী, বিদ্যাসাগর সেতুর সামগ্রিক সুরক্ষাকে আরও মজবুত করতে এই সংস্কারের কাজ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল। এই ১২ ঘণ্টার ব্লকে সেতুর 'স্টে কেবল' এবং 'হোল্ডিং ডাউন কেবল' পরিবর্তন করা হবে। এর পাশাপাশি সেতুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'বেয়ারিং' বদলানোর কাজও করবেন বিশেষজ্ঞরা। এই কাজের সময় সেতুর ওপর কোনও কম্পন বা গাড়ির চাপ থাকা বিপজ্জনক, তাই সম্পূর্ণ ক্লোজারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেখে নিন কলকাতা পুলিশের বিকল্প ট্রাফিক রুট (৫ জুলাই, সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা) সেতু বন্ধ থাকার কারণে কলকাতার বিভিন্ন দিক থেকে হাওড়ামুখী এবং খিদিরপুরমুখী গাড়িগুলিকে নিম্নলিখিত রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে এজেসি বোস রোড থেকে আসা গাড়ির ক্ষেত্রে জিরুট আইল্যান্ড সাইড থেকে যে সমস্ত পশ্চিমমুখী গাড়ি এজেসি বোস রোড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতু ধরার জন্য আসবে, সেগুলিকে 'টার্ফ ভিউ' থেকে অ্যাট-গ্রেড রোড হয়ে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকে চালকেরা সেন্ট জর্জেস গেট রোড - স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ধরতে পারবেন। অথবা হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ডানদিকের কে পি রোড ধরেও এগোতে পারবেন। কে পি রোড থেকে আসা গাড়ির ক্ষেত্রে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড সাইড থেকে যে সমস্ত পশ্চিমমুখী গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে '১১ ফার্লং গেট' থেকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ডাইভার্ট করা হবে। সেখান থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড - স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ধরা যাবে। সিজিআর রোড ও খিদিরপুর থেকে আসা গাড়ির ক্ষেত্রে খিদিরপুর দিক থেকে যে সমস্ত পূর্বমুখী গাড়ি সিজিআর রোড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতু ধরতে আসবে, সেগুলিকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড - স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ঘোড়া পাস ও ওয়াই-পয়েন্টের ট্রাফিক কে পি রোডের যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া পাস-এর কাছে ওয়াই-পয়েন্ট র‍্যাম্পের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর সেতুতে উঠত, সেগুলিকে কে পি রোডের ওয়াই-পয়েন্ট থেকেই ১১ ফার্লং গেটের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

## পুলিশি হেফাজতে শওকত মোল্লা, বাজল 'মাছচোর' গান; ভাঙা হল পুত্রের বিতর্কিত ক্যাফে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ জুলাই ২০২৬ ঃ ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত এবং ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লাকে বৃহস্পতিবার পুলিশি হেফাজতে জীবনতলা বাজারে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থল পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁকে বাজার এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলেও, সেখানে উপস্থিত বহু মানুষ তাঁকে দেখে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের একাংশ ভোটের সময় ভাইরাল হওয়া 'শওকত তো মাছচোর' গান বাজাতে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যেই সেই দৃশ্য ঘিরে এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। পুলিশ সূত্রের দাবি, এটি কোনও প্রদর্শনমূলক পদক্ষেপ ছিল না। তদন্তের স্বার্থে ঘটনার পুনর্নির্মাণ বা রিকনস্ট্রাকশনের জন্যই শওকত মোল্লাকে জীবনতলা বাজার এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পুলিশের এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও অভিযুক্তকে জনসমক্ষে আনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। উপস্থিত মানুষের একাংশ গান বাজানোর পাশাপাশি শওকত মোল্লাকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন মন্তব্যও করতে থাকেন। ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশকে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে হয়। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লাকে ভাঙড় কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ওই কেন্দ্রে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। নির্বাচনের প্রচারের সময় শওকত মোল্লাকে নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক গান সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। গানটির কথায় তাঁকে কটাক্ষ করে বিভিন্ন অভিযোগের উল্লেখ করা হয়। যদিও সেই সময় নওশাদ সিদ্দিকি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ওই গানের সঙ্গে আইএসএফের কোনও সম্পর্ক নেই এবং তাঁর দলের কেউ এই গান তৈরি করেননি। গানটির রচয়িতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তা দ্রুত জনমনে ছড়িয়ে পড়ে এবং নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ভাঙড় কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে পরাজিত হন শওকত মোল্লা। পরবর্তীকালে ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি ধর্ষণ মামলার তদন্তেও তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে আসে জীবনতলা থানার পুলিশ। সেই ঘটনার পর থেকে তাঁকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার তদন্তের স্বার্থে তাঁকে বাজার এলাকায় নিয়ে যাওয়ার সময় আবারও সেই ভাইরাল গান বাজতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বহু মানুষ মোবাইল ফোনে পুরো দৃশ্য রেকর্ড করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, গান বাজানোর পাশাপাশি কিছু মানুষ অভিযুক্তকে লক্ষ্য করে কটূক্তিও করেন। যদিও গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সতর্ক ভূমিকা পালন করে। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে আসে। স্থানীয় বিজেপি নেতা অলিরুল পিয়াদা শওকত মোল্লাকে পুলিশি হেফাজতে বাজারে আনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেন। পথচলতি মানুষ, গাড়িচালক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে মিষ্টি তুলে দিয়ে তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁর এই পদক্ষেপ ঘিরেও এলাকায় রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, একই দিনে শওকত মোল্লার পরিবারের বিরুদ্ধেও প্রশাসনের বড় পদক্ষেপ নজর কেড়েছে। তাঁর ছেলে ইমরান মোল্লার নামে পরিচালিত 'অরণ্যের কূলে' নামের একটি ক্যাফে ভেঙে দেয় জেলা প্রশাসন। অভিযোগ, মাতলা নদীর চর দখল করে ওই ক্যাফে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছিল না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নথি যাচাই করে নির্মাণটিকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করা হয়। ইমরান মোল্লাকে ২৯ জুনের মধ্যে নিজ দায়িত্বে কাঠামোটি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় বৃহস্পতিবার প্রশাসন বুলডোজার চালিয়ে পুরো নির্মাণ ভেঙে দেয়। একই দিনে শওকত মোল্লাকে পুলিশি হেফাজতে জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর পুত্রের বিতর্কিত ক্যাফে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। তবে শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের বিচারাধীন প্রক্রিয়া এখনও চলমান এবং সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আদালতের রায়ের ওপরই নির্ভর করবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২১২ সংখ্যা, শুক্রবার , ১৮ আষাঢ়, ১৪৩৩

## স্বাধীনতা সংগ্রামী দুর্গা দেবী

সানন্দে স্ত্রী'র কাঁধে হাত রেখে ভগবতী নীচুস্বরে তারিফ করে বললেন 'দুর্গা, আজ সত্যিই তুমি ইতিহাস তৈরি করলে'। যেকোনও অবস্থা মোকাবিলার জন্য গুলি ভর্তি পিস্তল রয়েছে রাজগুরু ও ভগৎ সিং-এর কাছেঙ্ক কিন্তু সবচেয়ে বেশি জরুরি ভগৎ সিংকে নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে দিতে হবে। সেই জন্য গোটা ট্রেনে ভগৎ সিংহের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। একজন নারীর ক্ষেত্রে এই মিথ্যা ভূমিকায় অভিনয় ঠিক কতটা অস্বস্তিকর সেকথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেশের প্রয়োজনে সেই নারী তাৎক্ষণিকভাবে সমাজ, লোক- লজ্জা ভুলে বিপ্লবী ভগৎ সিংকে নিরাপদে কলকাতা পৌঁছে দিতে ধারণ করেছিলেন তাঁর সহধর্মিণীর বেশ,সফল হয়েছিল ভাবীর উদ্দেশ্য। পরাধীন দেশের স্বাধীনতার জন্য এক বিপ্লবী নারীর অনন্য ভূমিকাকে কুর্নিশ জানাবার ভাষা আমাদের অজানা। ভগৎ সিং-এর সাথী সুখদেব বলেছিলেন একজনকে বাঁচাতে লাহোরের বাইরে যেতে হবে, সেই লোকটির বউ হয়েই তাঁকে যেতে হবে। এহেন প্রস্তাব শুনে একজন নারীর পক্ষে চমকে ওঠা স্বাভাবিক,দুর্গাদেবীও সেদিন ওই প্রস্তাব শুনে চমকে উঠেছিলেন, বলেছিলেন 'কেন? কোথায়?...কী জন্য'? সুখদেব আরও বলেছিলেন বিপদ হতে পারে,গুলি-টুলিও চলতে পারে। ওভারকোটের কলার তুলে মুখের একপাশ ঢাকলেন ভগৎ, কোলে ঘুমন্ত শিশু শচী, পাশে অত্যাধুনিকা বিবি,পিছনে মালবাহক চাকর। লাহোর রেল স্টেশন চত্বরে পুলিশ, গোয়েন্দায় ছেয়ে আছে,সতর্ক তাদের দৃষ্টি। তবে সাহেবি পোশাকের দম্পত্তি আর পরিচারককে পুলিশ চিনতেই পারল না। প্রথম শ্রেণির টিকিট কেটে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে ট্রেনে উঠে গেলেন তারা। মাঝ রাস্তায় আবার পোশাক বদল করতে হল, ভগৎ সিং ও দুর্গাদেবী এবার বিহারী গোয়ালাদের চেহারা নিলেন,রওনা হলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। ভগবতীচরণের বাড়ির ওপর পুলিশ প্রতিদিন পাহারা দেয় ভোর ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। বড়লোকের ছেলে,তাঁর বাবা ইংরেজদের দেওয়া রায়সাহেব উপাধি পেয়েছেন,কিন্তু লাহোরে বিরাট স্থাবর,অস্থাবর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও অর্থের লোভে বিপ্লবের পথ ভোলেন নি ভগবতীচরণ ভোরা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নামে ওয়ারেন্ট বের হতে পারে আশঙ্কায় ফেরার, তবে একদিন স্ত্রী'র সাথে দেখা করে বলেছিলেন ব্যাঙ্ক থেকে সে যেন পাঁচশ টাকা তুলে রাখে কবে কি দরকার হয়। সুখদেব একদিন এসে সেই টাকা ভগবতীচরণ জায়ার থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। লাহোরের গোপন আস্তানা থেকে বিপ্লবীদের একে-একে সরিয়ে দেওয়া গেল বটে তবে সমস্যা হল রাজগুরু আর ভগৎ সিংকে নিয়ে,পুলিশ তাদের শিখ যুবকের বেশ ভূষায় যেভাবে চিনত,এখন চুল কেটে সাজসজ্জা বদল করায় সহজে চেনা শক্ত,তবুও মুখের আদলে তাদের সন্দেহ করতে পারে! তবুও জবরদস্ত দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ছকে ফেললেন বিপ্লবীরা। সেইসময় সুখদেব গিয়ে দুর্গাদেবীকে জানিয়েছিলেন 'লাহোরের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একজনকে বাঁচাতে লাহোরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে'। দুর্গাদেবী অবশ্য জানতে চেয়েছিলেন কে লোকটি? সুখদেব বলেছিলেন 'সে যেই হোক'। আর বিলম্ব করেন নি তিনি,দলের সহকর্মীদের প্রতি দরদ, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর আগ্রহ,তাকে দ্রুত এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন 'ঠিক আছে।

## বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ

বাংলার বাইরেও বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড ব্যাপী ছিল তাঁর বিপ্লবী কর্মকান্ড। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় ১ জুলাই ১৮৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরপাড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং ভাগলপুরের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষালাভের পর, অমরেন্দ্রনাথ কলকাতার ডাফ কলেজে (স্কটিশ চার্চ কলেজ) যোগদান করেন, যেখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তী জীবনের বিপ্লবী সহকর্মী উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং ঋষিকেশ কঞ্জিলাল। রাজা পিয়ারিমোহন ও তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর (মিসরি বাবু) সহায়তায় তিনি উত্তরপাড়া শিল্প-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কাঠের জিনিস তৈরির কারখানা এবং ছয়টি হস্তচালিত তাঁত কিনে স্বদেশী কাপড় বিক্রি শুরু করেছিলেন। নদিয়ার পোড়াগাছা ইউনিটটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বেও ছিলেন। বাঘা যতীনকে সাহায্য করেন। ছাত্র ভান্ডার (স্টুডেন্টস এম্পোরিয়াম) গঠনে সহযোগিতা করেছিলেন, যা পরবর্তীতে শ্রমজীবী সমবায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯০৭ সালে শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন। যুগান্তর আন্দোলনের তহবিল আদায়ের জন্য বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে কর্মকান্ড চালিয়ে যান। বাংলার ফিরে আসার পর, চেরি প্রেসের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আত্মশক্তি মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। স্বরাজ্য পার্টির কাঠামোর মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে তাঁর যুগান্তরের সাথীদের পূর্ণ সহানুভূতি প্রদান করেন। স্বল্প মেয়াদী কারাবাসের পর তিনি ১৯২৩ সালে মুক্তি পান এবং সুরেশ মজুমদার (বাঘা যতীনের অনুসারী) দ্বারা কর্মী সংঘ এর সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে পরিষদে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে ডান্ডি মার্চে যোগদান করেন এবং এক বছর কারাগারে অতিবাহিত করেন। মদনমোহন মালভিয়ার কংগ্রেস জাতীয় দলের (১৯৩৭-১৯৪৫) প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি তাঁর বিপ্লবী সহযোগী মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন ভট্টাচার্য) এর কর্মসূচি পছন্দ করেন এবং ১৯৪৫ সালে র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দেন। বিপ্লবী ননীবালা দেবী তাঁর পিসীমা ছিলেন। ১৯৫৭ সালে উত্তরপাড়ায় শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাসবিহারী বোসের সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

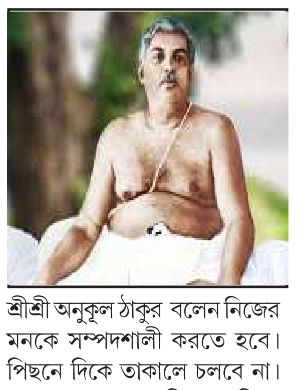

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকেজয়ের পথে নিয়ে আসতে হবে।

## মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

# উন্নত ভারত গড়তে বিজ্ঞান চর্চা চাই

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

(জাতীয় বিজ্ঞান দিবস এসে উপস্থিত হলেই ভারতের বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ভারতে সাহিত্য এবং কাব্য চর্চা বহু হয়েছে। সেই তুলনায় ভারতে বিজ্ঞান চর্চা কম হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে এবং ইংরেজরা ভারত শাসন করার কালে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞান যে জীবনের একটি অত্যাবশকীয় অংশ সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে মহাশয়। তিনিও বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেছেন। তিনি তাঁর 'জীবন চরিত' গ্রন্থে ইউরোপের বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে আলো চনা করেছেন। রাজা রামমোহন রায় অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে তার মূলে রয়েছে বিলাতের শিল্প বিপ্লব। বিজ্ঞানে উন্নতি করতে না পারলে ইংরেজদের পক্ষে সারা বিশ্ব জয় করা একেবারে অসম্ভব ছিল। বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি করার

ফলে ইংরেজরা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সেরা জাত হিসাবে পরিগণিত হয়। তাদের শিক্ষা প্রাঙ্গনে বিজ্ঞান চর্চা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিভাগের চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা বৃদ্ধি পায় ইংল্যাণ্ডে। ইংরেজরা এসে এসে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলে সেই বিজ্ঞানের প্রভাব বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কার করতে এসে বুঝতে পারলেন বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। বিজ্ঞান এবং শিক্ষায় যদি উন্নতি না করা যায় তাহলে ধর্মের কুসংস্কার দূর করা একেবারে অসম্ভব হবে। সেই কারণে রামমোহন রায়ের পথ ধরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা বিজ্ঞান চর্চার ব্রতী হলেন। ঠাকুর বাড়িতে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞান চর্চা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের বহু জায়গায় তিনি যে এক সময়ে বিজ্ঞান চর্চার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। ভারতের বিজ্ঞান সাধক আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের সঙ্গে তাঁর পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে বহু কথা হয়েছে। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি রসায়ন বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি যাতে হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন। ভৌত বিজ্ঞান চর্চা

বাংলার নবজাগরণের প্রবক্তাগণ। তার ফলে ভারতের বিজ্ঞান চর্চা এই সময়ে আন্তর্জাতিক মানে হতে দেখা যায়। অক্ষয় কুমার দত্ত থেকে শুরু করে আচার্য প্রফুল্ল রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস এর মতো প্রতিভাধর বিজ্ঞানীরা বাংলায় জন্ম গ্রহণ করে তাঁরা বিজ্ঞান চর্চার মানকে উন্নত করে গিয়েছিলেন। ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার নাম সবার আগে করতে হয়। সেই সময়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করার ব্যাপারে জোড়াসাঁকো ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখেরা ছিলেন বিজ্ঞান সাধক । বিশ্বকবি 'বিশ্ব পরিচয়' নামে একটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই রচনা করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নিকট বন্ধু ছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু মাত্র সাহিত্য চর্চা করেছেন তা নয়, তিনি বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা চর্চায় মগ্ন থেকেছেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। বিজ্ঞান চর্চা বাংলায় বৃদ্ধি লাভ না করতে পারলে সমাজ সংস্কার করা একেবারে অসম্ভব সেটা অনুভব করতে পারেন রাজা রামমোহন রায়। তারপরে রয়েছেন বিদ্যাসাগর

থেকে শুরু করে পরিবেশ বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞান নিয়েও কবিগুরু চর্চা করেন। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে কথা বলতেন রবীন্দ্রনাথ। চারবার তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তিনি বেশি করে জোর দিয়েছিলেন যাতে সবার কাছে বিজ্ঞানকে সহজে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি 'বিশ্ব পরিচয়' নামে একটি উন্নত মানের বিজ্ঞান বিষয়ক বই রচনা করেছেন। এই 'বিশ্বপরিচয়' বইটি রচনাকাল হচ্ছে ১৯৩৭ সাল। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, ' বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশের জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে।' পরমাণু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে বিশ্বসৃষ্টির আদি আন্তে মধ্যে প্রকাশ্যে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় এই তেজের কাঁপন। পাথর লোহাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শ স্থল। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে তারা ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী নন। কিন্তু মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি ছিলেন বিজ্ঞান সাধনার পুজারি। এই সংস্কৃতি হাত ধরেই মাত্র বারো বছর বয়সেই লিখে ফেললেন বিজ্ঞান বিষয় এক প্রবন্ধ-'গ্রহগণ' জীবের আবাসভূমি। এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৪ সালে অক্ষর কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকাতে। এখানে মনে রাখা দরকার যে তখন 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকা যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্তের মতো বিজ্ঞান সাধক ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। যদি সেই সময়ে বিদ্যাসাগরও তাঁর হাত মিলিয়ে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করাটা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল না। উপযুক্ত মানের প্রবন্ধ না হলে সেখানে কোনও লেখা প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পান বলেই তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। সঠিক বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনা না হলে সেই সময়ে 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকায় কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যান। ঠাকুর বাড়ির পাঠ্যতালিকায় পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রসায়নও অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতি রবিরার ঠাকুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন সীতানাথ দত্ত। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় সুপণ্ডিত। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাণী বিজ্ঞান চর্চায় পারদর্শী। এদের সহচর্য লাভ করে রবীন্দ্রনাথ পড়ে ফেললেন হাক্সলির জীবতত্ত্ব ( ম্যানস প্লেস ইন নেচার) এবং স্যার রবার্ট বলের জ্যোতির্বিদ্যা (দ্য স্টোরি অপ দ্য হেভেন)। তারপরে তিনি লিখে ফেললেন 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' এবং 'জড় কি সজীব' নামে দুটি অসাধারণ প্রবন্ধ। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস তখন প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন জড় পদার্থের মধ্যে পরিবর্তনের রূপরেখা দেখতে পাওযা যায়। তারা স্থিরবস্তু বলে গ্রহণ করা হলেও তাদের মধ্যে কাঁপন অনুভব করতে পারা যায়। এই কাঁপন থাকার ফলে জড়বস্তু নিজেদের পরিবর্তন করতে সক্ষম।

রবীন্দ্রনাথের সময়টা ছিল বিজ্ঞানে স্বর্ণযুগ। তিনি ১১ বার ইউরোপ গিয়েছিলেন এবং পাঁচ বার আমেরিকাতে। জাপানে গিয়ে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন জাপান নিজেদের নতুন করে তৈরি করতে শুরু করে দিয়ে বিজ্ঞানের ওপরে নির্ভর করে। আগামি দিনে জাপান বিজ্ঞানে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে সেটা তিনি অনুভব করেন। আজকে প্রযুক্তির যুগে জাপানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বিশ্বে কোনও দ্বিতীয় শক্তি নেই। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানকার প্রতিটি বাসিন্দারা বিজ্ঞান মনস্ক। বাঙালিদের বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। নাহলে কিন্তু বাংলার উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বাংলা চিরকালই অন্ধকারে থেকে যাবে। সেখান থেকে মুক্তি পেতে গেলে অতি অবশ্যই বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন। নাহলে বাংলাকে বাঁচানো যাবে না। আজকে মাদ্রাজ, ওড়িশা, কেরলবাসীরা বিজ্ঞান চর্চাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। তার ফলে তারা উন্নত রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় অতীতে যেভাবে বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল আজকে সেই স্থান থেকে বাংলার সরে যাওয়ার ফলে বাঙালিরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। সেই কারণে বাংলার প্রতিটি কোনে কোনে বিজ্ঞান চেতনার পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চাকেও বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিজ্ঞানকে সঙ্গে করে নিয়ে সাহিত্য থেকে শুরু করে আর্থিক দিক দিয়ে বাংলাকে শক্তি শালী রাজ্যে পরিণত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বপরিচয়' বইটি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য।

# বাংলা ভাষার প৯ক্ষে সওয়াল করতে বিপদে পড়েন আলী

**ইন্দ্রাণী কর**

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সৈয়দ মুর্তজা আলী। অনেকে চিনে সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাই বলে। অথচ এই ক্ষণজন্মা মানুষটি যে কতোখানি প্রতিভাবান ছিলেন তা কল্পনার বাইরে। তৎকালীন আইসিএস পরীক্ষায় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন তিনি অথচ তাঁকেই চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। পরে ১৯২৬ সালে আসাম প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ বছরই তিনি মৌলভীবাজার মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন। তারপর পরবর্তীতে সৈয়দ মুর্তজা আলী ছিলেন রাজশাহী বিভাগের কমিশনার। পরবর্তীতে তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতিও ছিলেন। চল্লিশের দশকে মুর্তজা আলী ছিলেন সুনামগঞ্জ মহকুমার এসডিও। সুনামগঞ্জের ছাতক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

নিজের জীবনের স্মৃতিকথা 'আমাদের কালের কথা' গ্রন্থে সৈয়দ মুর্তজা আলীর লেখার মুন্সিয়ানার অনবদ্য। এই গ্রন্থে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন উনার জন্মস্থান বাহুবলের উত্তরসুরকে নিয়ে। যেখানে সবিস্তারে এসেছে ভারতবর্ষের নানান আলোচনা, শিক্ষা সংস্কৃতি সহ নানা বিষয়। লিখেছেন চট্টগ্রামের ইতিহাস, শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, মুজতবা কথা ও অরণ্য প্রসঙ্গ,প্রবন্ধ বিচিত্রা সহ বেশ কয়েকটি বই। .

মুজতবা আলী তখনো সংসার শুরু করেননি। কোথাও থিতু হওয়ার মানুষই তিনি ছিলেন না। পায়ের তলায় সরষে ছিল তাঁর। পৃথিবীর পাঠশালায় ঘুরে ঘুরে জীবনের ধারাপাত পড়তে চেয়েছিলেন ভীষণ। কিন্তু শেষে মত বদলান। কলকাতা থেকে চলে আসেন আধাশহুরে বগুড়ায়। তখন তাঁর বড় ভাই সৈয়দ মুর্তাজা আলী ছিলেন বগুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট (সে সময় ম্যাজিস্ট্রেটই ছিলেন প্রশাসনিক প্রধান)। বড় ভাই মুর্তাজার প্রতি অন্য রকম টান ছিল। জার্মানিতে পড়ার সময় এই বড় ভাই প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে পাঠাতেন। সেই সময়ের হিসাবে টাকাটা অনেক বড়। ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা তো ছিলই, বগুড়ার মানুষের ভালোবাসাও ভুলতে পারেননি।

কিন্তু শুরু থেকেই বিপত্তি। কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর প্রথম যে নিয়মটা তিনি করেন, শিক্ষকদের নিয়ম অনুযায়ী কলেজে আসতে ও যেতে হবে। যে অধ্যাপকেরা খেয়াল,খুশিমতো যাওয়া আসা করতেন, শুরুতেই তাঁরা পড়লেন বিপদে। আরেকটা ঝামেলা বাধল। ছাত্রসংসদ নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল মুসলিম লিগের অনুসারী ছাত্র সংগঠন। তারা অধ্যক্ষের ওপরে চাপ তৈরি করল নির্বাচন বাতিলের। না হলে মুজতবা আলী বিপদে পড়বেন বলেও শাসিয়ে গেল। কিছুতেই লাভ হচ্ছে না দেখে পরাজিত ছাত্রনেতারা ঢাকায় গিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দরবার করল।

মুজতবা আলী আগে থেকেই তাঁর লেখার কারণে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্ষুশূল ছিলেন। এদের অনেকে বগুড়ায় তাঁকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগে নাখোশ হন। এর মধ্যে ১৯৪৮ সালের আগস্টে বিশদ আকারে প্রকাশিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা নিয়ে সিলেটে দেওয়া তাঁর বক্তব্য। এবার মুজতবাকে কোণঠাসা করতে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় আজিজুল হক কলেজের সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধকে। যেখানে মন্ত্রীদের কটাক্ষ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। সরকারি চাকরি করে সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় মুজতবাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

সৈয়দ মুজতবা আলী সে সময় ছিলেন ভাইয়ের সরকারি বাসভবনে। কলেজ অধ্যক্ষের জন্য কোনো বাসভবনও ছিল না। তাঁর বড় ভাই মুর্জাতাকেও জড়ানো হয়। পরিস্থিতিকে সুবিধাবাদীরা নানা ভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে দেখে মুর্তাজা ঢাকায় এসে মুখ্য সচিব আজিদ আহমেদকে বলেন, 'দেখুন, আমার ভাই ১৭ বছর আগে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেছে। বগুড়ার মতো ছোট শহরে চাকরির জন্য সে আর মুখিয়ে নেই।' তাঁর ভাইয়ের যে মেধা ও প্রজ্ঞা, সে সময় খুব কম মানুষেরই তা ছিল। নবগঠিত একটা দেশ যে মুজতবা আলীর মেধা কাজে লাগাচ্ছে না, উল্টো ষড়যন্ত্র করছে, এ নিয়ে হতাশার শেষ ছিল না মুর্তাজা আলীর।

সরকার মুর্তাজা আলীর কথাও শোনেনি। উল্টো তাঁকেও একপদ নিচে নামিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল চট্টগ্রামে। নিজের পরিবারকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে মুজতবা আলী আবার ভারতে চলে যান।

আজ কিংবদন্তি সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুর্তজা আলীর জন্ম দিবস। ১৯০২ সালের ১ জুলাই আসামের করিমগঞ্জে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই তাঁর প্রতি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম দিনেই এই বাঙালি প্রেমিক লেখক এবং শিক্ষাবিদ জন্মগ্রহণ করেন।

# ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী প্রণবানন্দ

**ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার**

যুগপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দের অবদান। ভারতবর্ষ চিরকাল সংসার-ভোগ-বিমুখ ও অধ্যাত্ম সাধন-পরায়ণ ত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দের পবিত্র লীলাভূমি। এই সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে গৃহ-পরিজন ত্যাগ করিয়া পর্বত-গুহায় বা নির্জন অরণ্যে অধ্যাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন; কেহ কেহ নানাস্থানে বিচরণ করিয়া পরিব্রাজক জীবন যাপন করেন, কেহ কেহ কোলাহল পূর্ণ নগরীর উপকণ্ঠে আশ্রম বা মঠ নির্মাণপূর্বক মণ্ডলী সহ বসবাস করেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ সর্বদা বহু শিষ্য ভক্ত, অনুরক্ত ও জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবৃত থাকেন। তাঁহাদের চরণ-প্রান্তে বসিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও জীবনাদর্শ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী উচ্চ অধ্যাত্ম-সাধনা ও জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। আবার অনেকে ত্যাগ-ধর্মী হইলেও জাগতিক ব্যাপারে একেবারে উদাসীন নহেন। আত্মমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জগদ্ধিত -সাধনও তাঁহাদের জীবনব্রত। তাঁহারা ত্রিতাপদগ্ধ মানবের পরম বন্ধু, বড় বড় দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা ও প্রচারক, রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে সহযোগিতা-প্রার্থী রাজাকে সর্বদাই তাঁহারা সুমন্ত্রণা দিতেন, জিজ্ঞাসু গৃহিগণ তাঁহাদের নিকট জীবন-পথের সন্ধান পাইত। কি নাগরিক ও নৈতিক, কি সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক-সর্বক্ষেত্রে তাঁহারাই ছিলেন কল্যাণকর রীতি-নীতির মূল প্রবর্তক।

স্মরণাতীত কাল হইতে এইসব ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের প্রভাব ভারতের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে এবং ইহা বলিলে আদৌ অতি রঞ্জিত হইবে না যে, তাঁহারাই ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্মদাতা। আরও বিশেষভাবে অনুধাবনের বস্তু এই যে, ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন (সংহিতা শাস্ত্র-সমূহ) এবং মহাকাব্যদ্বয় (রামায়ণ ও মহাভারত) এই জাতীয় সাধু সন্ন্যাসীদের দ্বারাই রচিত। প্রাচীন কালে ঐসব গ্রন্থের অনুশাসন অনুসারেই সমাজ ও রাষ্ট্র

পরিচালিত হইত এবং অদ্যাপি সেই আদর্শ ও বিধিবিধানই হিন্দুর সামাজিক ও নৈতিক জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ। ঐ গ্রন্থনিচয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সব বিধিবিধান ও অনুশাসনের মূল প্রবর্তক যাঁহারাই হউন না কেন সেগুলি যে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। উহা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে এক উন্নত দিব্যস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ব্যক্তিগত বা দলীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি সেখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সমগ্র মানব-সমাজের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনের শুভ উদ্দেশ্যই উহাদের প্রাণ। সাময়িক ভাবাবেগ অথবা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষময় শ্রেণী-স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্ন সেই রীতি-নিয়ম রচনার মধ্যে স্থান পায় নাই। সার্বভৌম সম্রাট ও পদস্থ ব্যক্তিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের পক্ষে যাহাতে গ্রহণযোগ্য হয়, তেমন সার্বজনীন নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই সেই সব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের পূত হস্ত পশ্চাতে ছিল বলিয়াই এইসব নিয়ম-প্রণালী ও অনুশাসন স্বভাবতঃই সাধারণের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

ঐগুলিকে কিন্তু জোর করিয়া কাহারও স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার প্রয়োজন হইত না, স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই সকলে উহা মানিয়া চলিত। অবশ্য সাধারণ স্তরের আইন-কানুন যে এই সরল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার শতাংশের একাংশও দাবি করিতে পারে না - তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এই প্রাচীন ঐতিহ্যের আর একটা দিকও যে নাই, তাহা নহে। ইহা সর্বজনবিদিত যে, সমাজে যতক্ষণ একটা শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণই উহা অভ্যুদয়শীল। আত্মবিকাশের শক্তি বদ্ধ হইয়া গেলে সমাজ একটা স্থিতিশীল জড়পদার্থে পর্যবসিত হয়। সুতরাং, সমাজকে সময়ের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেই হইবে এবং ক্রম পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবতার উচ্চ আদর্শকে পুরোভাগে রাখিয়া উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাগুলি তাই যুগধর্মের সহিত সামঞ্জস্যমূলক হওয়া চাই। এক যুগের বিধি-বিধান ও আচার-পদ্ধতি সে যুগে যতই সুন্দর ও উপাদেয় হউক না কেন এবং ঐসব বিধি-বিধান ও আচার-পদ্ধতির পশ্চাতে যে কোন শ্রেষ্ঠ ঋষির নামই জড়িত থাকুক না কেন, উহা চিরকাল একই ভাবে মানব-সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। সমাজের বাহ্য আচার-প্রথা নিত্যপরিবর্তনশীল - উহা সনাতন নহে। ঐরূপ ক্ষেত্রে সনাতনত্বের কল্পনা মিথ্যা আত্ম প্রতারণা মাত্র।

- ঐতিহাসিক মধ্যযুগে যে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা জাতিকে শতাব্দী ব্যাপিয়া ভোগ করিতে হইয়াছে, সমাজ-ক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিধি-বিধান প্রবর্তনার অক্ষমতা হইতেই ঐগুলির উদ্ভব। অবশেষে কয়েক জন মনীষীর মধ্য দিয়া এই ত্রুটি যখন ধরা পড়িল তখনই প্রগতিশীল জগতের আদর্শানুযায়ী সংস্কারের প্রচেষ্টা দেখা দিল। কিন্তু ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও সাধনার সহিত ঐ আন্দোলনগুলির কোন সংযোগ ছিল না। ফলে জাতীয় জীবনে উহা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যোগ্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতের সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুভ্যুদয় সম্ভব হইয়া উঠিল। এই সন্ন্যাসী-পুরুষ শতাব্দীব্যাপী দুর্বল, অধঃপতিত হিন্দু-সমাজে জীবনীশক্তির পুনঃ সঞ্চারের জন্য গুরুকৃপালব্ধ আত্মশক্তি সম্পূর্ণ রূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তারপর নির্জন তপঃসাধনার মধ্য হইতে যুগের প্রয়োজন অনুসারে এ-যুগে আবার এক মহাপুরুষ যুগোপযোগী পথ প্রদর্শনের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া আবির্ভূত হইলেন। আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এই যে, স্বামী বিবেকানন্দের বহু বৈচিত্র্যময় জীবনের পরেও এই বাংলাদেশেই আর একজন মহান্ প্রতিভাশালী সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ।

# কলকাতায় এসি ট্রাম চলবে

**বুদ্ধদেব মিশ্র**

কলকাতার মার্চেন্টস চেম্বার্স অব কমার্স (এমসিসিআই) আয়োজিত এক অলোচনায় সভায় অংশ গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী অর্জুন সিং বলেন যে কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থার যে রুগ্ন দশা দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাকে কী করে আরও উন্নত করা যায় তা নিয়ে চলছে চিন্তাভাবনা। কলকাতার রাস্তার চেয়ে বর্তমান গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাতানুকূল ট্রাম চালুর কথা ভাবছে। আগামি কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতায় বাতানুকূল ট্রাম চলাচল করবে। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়েছে। বিলাতের ট্রাম কোম্পানির সঙ্গেও কথা চলছে। দোতলা বাস কলকাতার একটি অন্যতম সেরা আকর্ষন ছিল। সেই দোতাল বাস এখন আর কলকাতায় দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা কলকাতার ঐতিহ্যকে হারাতে বসেছি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কী করে আবার দোতলা বাস চালু করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চলছে। তবে

জনগণের পরিবহণ ব্যবস্থায় কোথা ঘাটতি রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বলা হয়েছিল যে কলকাতা থেকে ট্রাম তুলে দেওয়া হবে। কলকাতায় কোনও ট্রাম গাড়ি চলবে না। কিন্তু অতীত কলকাতার একটি ঐতিহ্য এই ট্রামকে না তুলে দিয়ে সেখানে যদি আধুনিক এসি ট্রাম গাড়ি চালানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ট্রাম প্রেমিকেরা খুশি হবে। বয়স্করা বাসে উঠতে পারে না। তারা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে গেলে ট্যাক্সি ভাড়া করে যেতে হয়। তার ফলে এই সব বয়স্ক লোকেদের অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয়ভার বহণ করতে হয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রামকে একেবারে তুলে না গিয়ে সেই লাইন ধরে এখন সরকারি বাস পেট্রো পণ্য ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী বাস রাস্তায় বের করা ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। কলকাতার বেশ কয়েকজন হেরিটেজ ভক্ত ব্যক্তিদের মতা মত গ্রহণ করা হয়। কলকাতাকে ঢেলে সাজাতে গেলে বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যাবে। গত পনেরো বছর ধরে কলকাতার পরিবহণ সাজানো হয়নি। পরিবহণ ব্যবস্থা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। সরকারি বাসের সংখ্যাও কমে গেছে। অন্য রাজ্যগুলিতে যেখান সরকারি বাসের চলাচলের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় সেখানে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা তলানিতে। চাঙ্গা করা হবে পরিবহণ ব্যবস্থাকে।

( ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র)

# মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্সের দাবি বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ জুলাই ঃ নওদার বিধায়ক তথা আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর, শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে হয়রানি, সম্পত্তি দখল, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। প্রসঙ্গত, গত সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় বিধায়কের বিরুদ্ধে দু'টি সুয়ো মোটো মামলা রুজু করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তাঁর বাড়িতে দুটি মামলার হাজিরা নোটিশ পৌঁছে গেছে। এরপরই বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন কবীর অভিযোগ করেন, আজ সকালে শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, ৫০ জন সিআরপিএফ জওয়ান ও শক্তিপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে বিদুপাড়া মৌজার চন্দনপুর বিলে হানা দেন। তিনি বলেন, আমার লোকজনকে মারধর করে সেখান থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মাছ তুলে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন ওসি। ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করা হয়েছে। বিধায়কের দাবি, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে খৈতান গ্রুপের কাছ থেকে ২০৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত ওই বিলটি তিনি মাছ চাষের জন্য লিজ নিয়েছেন। লিজের বৈধ এগ্রিমেন্টও তাঁর কাছে রয়েছে। অভিযোগ করে হুমায়ুন বলেন, এগ্রিমেন্টের কাগজ আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমাকে জব্দ করতে এই জঘন্য কাজ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এর আগেই আমার তিনজন সহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কাজীপাড়ার দলীয় কর্মী কাজল শেখের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ গালিগালাজ করেছে। পাশাপাশি, সরকার আমার নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার পর যিনি আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, সেই বাপ্টু শেখের বাড়িতেও গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছেন যাতে তাঁকে আমার আশেপাশে তাকে দেখা না যায়। শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হুমায়ুন বলেন, ওই আধিকারিক লালগোলায় দু'বছর পোস্টিং থাকাকালীন বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পত্তি তৈরি করেছেন। আক্ষেপে সুরে হুমায়ুন বলেন নতুন সরকার গত দু'মাস ধরে বিভিন্ন নেতা- নেত্রীর সম্পত্তির হিসেব নিচ্ছে, কিন্তু এই ওসি-র বিরুদ্ধে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও তদন্ত বা বদলির ব্যবস্থা হয়নি। বিধায়কের বক্তব্য, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অ্যান্টি- কোরাপশন ও ভিজিল্যান্সের আবেদন করলে তা কার্যকর হবে না। তাই সাংবাদিকদের মাধ্যমে তিনি ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন।

# দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে সাধারণ মানুষ যাতে অংশগ্রহণ করে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২ জুলাই ঃ দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে এবার মহা ধুমধামে পালিত হবে রথযাত্রা। রাজ্যে পালাবদলের পর দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের প্রথম রথযাত্রা। বর্তমান জগন্নাথ মন্দির এলাকায় ধাম শব্দটি তুলে দিয়ে প্রথমবার হচ্ছে রথযাত্রা। বিগত সরকারের সময় জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এবারের রথযাত্রা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক হয়। এ বাড়ি ভিআইপি কালচার বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সকলেই যাতে রথযাত্রার অংশ নিতে পারে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে প্রশাসন। দিঘায় রথযাত্রা সময় প্রচুর পরিমাণে পর্যটক আসেন তাতে নিরাপত্তার কথা ভেবে ও রথযাত্রার সময় উৎসবকে ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে রথযাত্রা এক অন্যতম আবেগের উৎসব। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এবার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করতে চলেছে দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির। 'জনতাই জনার্দন'- এই বিশ্বাসকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি করে দিঘার রথযাত্রায় দেখা যাবে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। চিরাচরিত প্রথা ভেঙে ভিআইপি মন্ত্রী কিংবা গ্ল্যামার দুনিয়ার তারকা নন, স্বয়ং জগন্নাথ দেবের রথের রশি টানবেন সাধারণ ভক্তরা। ভক্তদের আবেগ, শ্রদ্ধা আর ভালবাসার কাছে যে অন্য কোনও পরিচয় বড় হতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত যেন তারই এক জোরাল প্রমাণ। দিঘা এবং সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত আনন্দিত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রথের রশি টানবেন। কোনও ভিআইপি নিরাপত্তা বা বাড়তি কড়াকড়ি না থাকায় সাধারণ মানুষ খুব কাছ থেকে শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীকে দর্শন করার সুযোগ পাবেন। ভক্তদের মতে, রথের রশি ছুঁয়ে দেখার যে আকুলতা সাধারণ মানুষের থাকে, এই সিদ্ধান্তের ফলে তা পূর্ণ মাত্রায় সার্থক হবে। এক নতুন দিগন্তের সূচনা

দিঘার এই রথযাত্রা কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি হয়ে উঠতে চলেছে এক সামাজিক সাম্যের প্রতীক। যেখানে ভিআইপি সংস্কৃতির আড়ম্বরকে দূরে সরিয়ে রেখে ভক্তি আর বিশ্বাসের জয়গান গাওয়া হবে। সমুদ্রনগরী দিঘার বুকে এই রথযাত্রা যেমন পর্যটকদের কাছে এক নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠবে, তেমনই ভক্তির পরিচ্ছন্ন ও নিরাভরণ রূপটি সমাজের সামনে তুলে ধরবে। 'জনতাই জনার্দন', এই মন্ত্রকে বুকে নিয়ে দিঘার রথযাত্রা এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করতে চলেছে। রথের প্রস্তুতি নিয়ে জেলাশাসক বলেন, রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ভক্তদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে। যেখানে প্রতিটি ভক্তই হবেন এই উৎসবের প্রধান অতিথি। রীতি নিয়ম মেনে এবারেও দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে হবে রথযাত্রা।

# বিশেষ ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখা

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে, নিম্নলিখিত সময়সূচি অনুযায়ী বিশেষ ট্রেনগুলোর চলাচল অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে- ০৮৫০৮ বিশাখাপত্তনম-শালিমার স্পেশাল ট্রেনটি ২৮.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চলাচল করবে। ০৮৫০৭ শালিমার-বিশাখাপত্তনম স্পেশাল ট্রেনটি ২৯.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চলাচল করবে।

**ডিজাইন, যোগান, নির্মাণ, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং কাজ**

**টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/০৭/২০২৬ তারিখঃ ২৯.০৬.২০২৬।** নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার নং. ই-সি-এন-এস-০১-২৬-২৭-সিওএম। কাজের নামঃ** (১) কাটিহার মণ্ডলের কাটিহার-কুমেদপুর এবং কাটিহার-মুকুরিয়া খণ্ড সহিত তিনটি সুইচিং স্টেশন। (২) আরারিয়া স্টেশন য়ার্ডে ২৫ কেভি ওএইচই কাজের নবীকরণ এবং আরারিয়া স্টেশনে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাবলের মাধ্যমে ২৫কে ফিডার ওয়ারের নবীকরণ (৩) আরারিয়া-গলগলিয়া খণ্ডে চারটি সুইচিং স্টেশন সহিত অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। (৪) কালিগঞ্জ ডিপোতে টুলস এবং প্ল্যান্টের যোগান এবং প্রাপ্তকরণ। (৫) কাটিহার-কুমেদপুর-মুকুরিয়া খণ্ডে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। (৬) আরারিয়া-গলগলিয়া খণ্ডে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজের হেতু অবশিষ্ট কাজের ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, সিঙ্গল ফেজ ট্র্যাকশন বৈদ্যুতিকরণের ডিজাইন, যোগান, নির্মাণ, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। **টেণ্ডার রাশিঃ ৩৩,৫৫,৪৭,৭৬৩.৫০/-** টাকা। **বায়না রাশি ৬৬,৯১,০০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭.০৭.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং **খোলা যাবে-** ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।
**ডিওয়াই সিইই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি**
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে** (নির্মাণ সংস্থা)
'গ্রাহকের সেবায় হাসিমুখে'

# ফুলবাড়িতে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই ঃ দীর্ঘ প্রায় চার বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফুলবাড়িতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কাজ আবারও শুরু হল। কেন্দ্রের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প 'বিকশিত ভারত - গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)'- এর অধীনে ১২৫ দিনের কাজের বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পটি আগে ১০০ দিনের কাজ বা মনরেগা নামে পরিচিত ছিল। সম্প্রতি এর নাম পরিবর্তন করে 'বিকশিত ভারত - গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' করা হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর নতুন সরকার দ্রুত ১২৫ দিনের কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা সরকার গঠনের প্রায় দুই মাসের মধ্যেই পূরণ করা হলো। এতে গ্রামীণ শ্রমিকদের মনে নতুন আশার আলো জেগেছে এবং এলাকায় খুশির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। দুলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে সঞ্জয় কর্মকারের বাড়ি পর্যন্ত কমিউনিটি ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৫ হাজার ৬৬৫ টাকা। এই উপলক্ষ্যে ২৭ জন গ্রামীণ শ্রমিকের উপস্থিতিতে ফিতে কেটে এবং নারকেল ফাটিয়ে কাজের শুভ সূচনা করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য স্বপ্না রায় সিংহ, সমাজসেবী রাহুল বর্মন, সূর্য মল্লিক, মামণি দাস, উত্তম সরকার, দয়াল রায় সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

# পূর্ব রেলের নতুন উদ্যোগ ইস্টার্ন রেলওয়ে ইজ ওয়াচিং ইউঃ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে এক সাহসী নতুন অধ্যায়

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে বদলে দিতে একটি বড়সড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ন ফেজ ১ এবং ফেজ ২ অভিযানের বিপুল সাফল্যের পর, যা মূলতঃ গণসচেতনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের ওপর সফলভাবে আলোকপাত করেছিল, পূর্ব রেল এখন এই মিশনের তৃতীয় এবং সবচেয়ে জোরালো পর্ব শুরু করতে চলেছে 'ইস্টার্ন রেলওয়ে ইজ ওয়াচিং ইউ' (পূর্ব রেল আপনার ওপর নজর রাখছে)। আগামী ৪ জুলাই, ২০২৬ থেকে পূর্ব রেল চত্বরে নোংরা ফেলা এবং থুতু ফেলার বিরুদ্ধে একটি 'জিরো-টলারেন্স' বা শূন্য- সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করছে। এই অভিযানটি শুধুমাত্র সচেতনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় স্টেশনগুলি যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে তা নিশ্চিত করতে এটি কঠোর নজরদারি এবং সক্রিয় যাত্রী-অংশগ্রহণকে সামনে নিয়ে আসছে। পূর্ব রেল তার স্টেশনগুলিকে হাই-ডেফিনিশন সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ডেডিকেটেড মনিটরিং স্টাফের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কে সজ্জিত করেছে, যার অর্থ স্টেশন চত্বরের প্রতিটি কোণ এখন অবিরাম নজরদারিতে রয়েছে। নোংরা বা থুতু ফেলতে গিয়ে কেউ ধরা পড়লে এই ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে তাকে শনাক্ত করা হবে এবং ঘটনাস্থলেই জরিমানা করা হবে। এই উদ্যোগকে আরও কার্যকর করতে পূর্ব রেল যাত্রীদের নিজেদের স্টেশনের অভিভাবক হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা দিচ্ছে। কোনো যাত্রী যদি কাউকে নোংরা ফেলতে বা থুতু ফেলতে দেখেন, তবে তারা কেবল অপরাধীর একটি ছবি তুলে নির্দিষ্ট নম্বরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ছবিটি পাওয়ার পর, পূর্ব রেল সেই ছবি থেকে অপরাধীকে শনাক্ত করবে এবং তার ওপর জরিমানা আরোপ করবে। তাছাড়াও, যে যাত্রী ছবিটি পাঠিয়েছেন তাকে ক্যাপ্টেন ক্লিন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং তার এই অবদানের প্রশংসাস্বরূপ পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যটি প্রত্যেক দায়িত্বশীল যাত্রীকে সার্বজনীক স্থান পরিষ্কার রাখার মিশনে সরাসরি অংশীদারে পরিণত করবে। এই অভিযানের জমকালো সূচনা হবে আগামী ৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখে হাওড়া স্টেশনে, যেখানে জেনারেল

ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর ব্যক্তিগতভাবে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন, যা পূর্ব রেলের স্টেশনগুলির জন্য একটি নতুন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ যুগের সূচনা করবে। এই নতুন উদ্যোগের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, পরিচ্ছন্নতা একটি যৌথ দায়িত্ব, এটি কেবল একটি প্রশাসনিক কাজ নয়। 'ইস্টার্ন রেলওয়ে ইজ ওয়াচিং ইউ' অভিযানের মাধ্যমে আমরা নজরদারি এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের মধ্যে ব্যবধানটি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। আমাদের স্টেশনগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও মর্যাদাপূর্ণ রাখতে যাত্রীরা আমাদের সাথে হাত মেলাবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনি যদি কোনো অন্যায় দেখেন, তবে তা জানান- আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের রেল স্টেশনগুলিকে দেশের গৌরব হিসেবে গড়ে তুলতে একসাথে কাজ করি। পূর্ব রেল সমস্ত যাত্রীদের সহযোগিতা করার এবং সার্বজনীক স্থানের পবিত্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করার আহ্বান জানাচ্ছে, কারণ পরিচ্ছন্ন স্টেশন পরিশেষে যাত্রীদের নিজেদের হাত ধরেই শুরু হয়।

# রথযাত্রা উপলক্ষে পূর্ব রেল কলকাতা-খুরদা রোড এবং মালদা টাউন-পুরীর মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ পুরীর রথযাত্রা ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব, যা দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী ও ভক্তকে আকৃষ্ট করে। ভক্তদের যাতায়াত সহজ করতে এবং অতিরিক্ত ভিড় সুষ্ঠুভাবে সামাল দিতে পূর্ব রেল কলকাতা-খুরদা রোড এবং মালদা টাউন-পুরীর মধ্যে দুটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৩১০১ কলকাতা-খুরদা রোড স্পেশাল ট্রেনটি ১৩.০৭.২০২৬, ১৪.০৭.২০২৬, ১৫.০৭.২০২৬, ২১.০৭.২০২৬, ২২.০৭.২০২৬ ও ২৩.০৭.২০২৬ তারিখে রাত ১১.৫০-এ (২৩.৫০) কলকাতা থেকে ছেড়ে পরদিন সকাল ৯.৩৫-এ খুরদা রোড পৌঁছাবে এবং ০৩১০২ খুরদা রোড-কলকাতা স্পেশাল ট্রেনটি ১৪.০৭.২০২৬, ১৭.০৭.২০২৬, ১৮.০৭.২০২৬, ২২.০৭.২০২৬, ২৫.০৭.২০২৬ ও ২৬.০৭.২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.৪০-এ (১৫.৪০) খুরদা রোড থেকে ছেড়ে পরদিন রাত ২.০০-এ কলকাতা পৌঁছাবে। উভয় দিকে যাত্রাপথে ট্রেনটি আন্দুল, খড়গপুর, বালেশ্বর, ভদ্রক, জাজপুর কে. রোড, কটক ও ভুবনেশ্বর স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩৪০৩ মালদা টাউন-পুরী স্পেশাল ট্রেনটি দুপুর ১.১০-এ (১৩.১০) মালদা টাউন থেকে ছাড়বে। ১৪.০৭.২০২৬ ও ২২.০৭.২০২৬ তারিখে ছাড়বে এবং পরদিন ভোর ০৫.৩০-এ পুরীতে পৌঁছাবে এছাড়া ০৩৪০৪ পুরী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি ১৭.০৭.২০২৬ ও ২৫.০৭.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ১৮.০০-টায় পুরী থেকে ছেড়ে পরদিন সকাল ০৯.২০-এ মালদা টাউনে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই ট্রেনটি নিউ ফরাক্কা, পাকুর, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান, ডানকুনি, আন্দুল, খড়গপুর, বালেশ্বর, ভদ্রক, জাজপুর কে. রোড, কটক, ভুবনেশ্বর ও খুরদা রোড স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলির বুকিং শুরুর তারিখ শীঘ্রই জানানো হবে।

**Office of the councilor**
**Dhuliyan Municipality**
**P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad**
**Notice Inviting E- Quotation**
**Ref: 1 DHLYN/OHR/01/2026-2027**
**2. DHLYN/PUMP/02/2026-2027**
The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Quotation from the eligible and bonafied resourceful contractors.
Last date of Bid submission: **17.07.2026 at 6.00 PM.**
For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website www.dhuliyanmunicipality.org and Office Notice Board.
**Chairman**
**Dhuliyan Municipality**

# ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়ার আগেই আগাম সংকেত দেবে এই মডেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ২ জুলাই ঃ ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ার আগেই এবার মিলবে আগাম সতর্কতা। আবহাওয়া ও পরিবেশের নানা পরিবর্তনের ওপর নজর রেখে ডেঙ্গি সংক্রমণের ঝুঁকির কথা আগেভাগেই জানিয়ে দেবে নতুন একটি মডেল। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা আইআইটি খড়গপুরের ' ফর ওশান, রিভার, অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্সেস' (কোরাল)-এর অধ্যাপক এ. এন. ভি. সত্যনারায়ণ এবং তাঁর পিএইচডি গবেষক পি. এস. হরিপ্রসাদ যৌথভাবে তৈরি করেছেন এই বিশেষ মডেলটি। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্লাইমেড' । বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেঙ্গির বিস্তার কেবল নির্দিষ্ট কোনও মরসুম বা আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, ভূমির ব্যবহার, জনঘনত্ব এবং মশার বাস্তুতন্ত্র- এই সবকটি বিষয়ের ওপরই নির্ভর করে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব। ' ঠিক এই কাজটাই করবে। প্রতিদিনের আবহাওয়া, জমির ব্যবহার ও বাসস্থানের ধরন বিশ্লেষণ করে এই মডেলটি জানিয়ে দেবে কোন এলাকায় এবং ঠিক কোন সময়ে ডেঙ্গি ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ডেঙ্গির প্রধান দুই বাহক এডিস ইজিপ্টাই এবং এডিস অ্যালবোপিকটাস মশার জীবনচক্র ও ভৌগোলিক পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই এটি তৈরি করা হয়েছে। ফলে সংক্রমণের ঝুঁকির বিষয়টি অনেক বেশি নিখুঁতভাবে জানা যাবে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এই মডেলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা। শুধুমাত্র আক্রান্তের সংখ্যার ওপর নির্ভর না করে, পরিবেশগত পরিস্থিতি কখন ডেঙ্গির অনুকূল হয়ে উঠছে, তা আগে থেকেই চিহ্নিত করবে ক্লাইমেড। এর ফলে স্থানীয় স্তরে মশা নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারির কাজ আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে করা সম্ভব হবে। মডেলটি মূলত সম্ভাব্য আক্রান্তের সংখ্যা এবং সংক্রমণের চাপের ওপর ভিত্তি করে দু'টি সূচক প্রদান করে, যা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। পর্যাপ্ত তথ্য থাকলে জাতীয় থেকে শুরু করে জেলা বা ব্লক স্তরেও এটি ব্যবহার করা সম্ভব।

# যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য সাঁতরাগাছি-নাহরলগুন স্পেশাল ট্রেনের সময়সীমা বৃদ্ধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২ জুলাই ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি

স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক্ষেত্রে ট্রেনটির বর্তমান চলাচলের দিন, সময়সূচি, স্টপেজ এবং কোচের গঠন অপরিবর্তিত থাকবে। ট্রেন নং ০৮০৪৭ /০৮০৪৮ (সাঁতরাগাছি-নাহরলগুন-সাঁতরাগাছি) স্পেশাল ট্রেনটির সময়সীমা ৩ জুলাই থেকে ১ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত আরও ৫টি ট্রিপের জন্য উভয় দিক থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনটির সময়সীমা সম্প্রসারণের ফলে ভ্রমণের সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীরা উন্নত সংযোগ এবং অতিরিক্ত ভ্রমণের সুবিধা পাবেন। সেই অনুযায়ী, স্পেশাল ট্রেন নং ০৮০৪৭ (সাঁতরাগাছি - নাহরলগুন) ৩ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ১৮.০০ ঘন্টায় সাঁতরাগাছি থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং পরের দিন ২০.৫০ ঘন্টায় নাহরলগুন পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, স্পেশাল ট্রেন নং ০৮০৪৮ (নাহরলগুন - সাঁতরাগাছি) ৪ জুলাই থেকে ১ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শনিবার ২৩.৫৫ ঘন্টায় নাহরলগুন থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং সোমবার ০৪.১৫ ঘন্টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলোর সম্প্রসারণের ফলে এই রুটে যাত্রা করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এই ট্রেনগুলোর স্টপেজ ও সময়সূচির বিস্তারিত বিবরণ আইআরসিটিসি- এর ওয়েবসাইট এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও পাওয়া যাবে। যাত্রীদের যাত্রা শুরুর পূর্বে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

# টানা বৃষ্টিতে ধস ঃ আরও ১০ দিন বন্ধ থাকবে এনজেপি-দার্জিলিং টয় ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই ঃ লাগাতার বৃষ্টিতে ধসের জেরে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী হেরিটেজ টয় ট্রেন পরিষেবা আগামী আরও ১০ দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেললাইনের মেরামত শেষ হলেও, ধসে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার কাজ বাকি থাকার কারণেই সুরক্ষার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। ডিএইচআর -এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড- এর পক্ষ থেকে রাস্তা মেরামতের কাজ এখনও শেষ করা সম্ভব হয়নি। সড়কপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ার পরই এই রুটে পুনরায় টয় ট্রেন চালানো হবে। উল্লেখ্য, গত জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মহানদী এলাকায় এক ভয়াবহ ধস নামে। এর ফলে টয় ট্রেনের রেললাইন প্রায় পাঁচ ফুট বসে যায় এবং রেললাইনের পাশ্ববর্তী রাস্তাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার পরই তড়িঘড়ি এনজেপি-দার্জিলিং রুটে ট্রেন চলাচল স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে রেললাইন সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হলেও, রাস্তার কাজ শেষ হতে আরও অন্তত ১০ দিন সময় লাগবে। সেই কাজ শেষ হলেই এই ঐতিহ্যবাহী রুটে আবার সাইরেন বাজিয়ে ছুটবে টয় ট্রেন। এদিকে, দীর্ঘদিন পরিষেবা বন্ধ থাকায় পর্যটকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে। দূর-দূরান্ত থেকে বহু পর্যটক শিলিগুড়িতে এসেও শেষ মুহূর্তে টয় ট্রেনের সফর বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডিএইচআর-এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই অগ্রিম বুকিংয়ের টিকিটের টাকা ফেরত (রিফান্ড) দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ডিএইচআর ইন্ডিয়া সাপোর্ট গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক রাজ বসু এই বিষয়ে বলেন, ধসের কারণে ইতিমধ্যেই একটি লুপ বন্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এই ধরণের বিপর্যয় এড়াতে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখার পরিকল্পনা করা উচিত, যাতে পর্যটকদের এভাবে হয়রানির শিকার হতে না হয়। এই অচলাবস্থার মাঝেই ডিএইচআর-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে শিলিগুড়ি জংশন থেকে তিনধারিয়াগামী 'জঙ্গল সাফারি' টয় ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সময় অনুযায়ী, এই ট্রেনটি দুপুর ১২ টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে রওনা দেবে এবং তিনধরিয়া হয়ে সন্ধ্যে ৫টা ৫৫ মিনিটে পুনরায় শিলিগুড়ি জংশনে ফিরে আসবে।

# মালদহে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ জুলাই ঃ স্কুল ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হল এক স্কুল ছাত্রের। মালদহের বৈষ্ণবনগরে নিউ ফারাক্কা ব্রিজ সংলগ্ন গঙ্গা নদীর ঘাটে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল অষ্টম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রের। প্রায় ২৪ ঘণ্টার তল্লাশির পর বৃহস্পতিবার গঙ্গা নদী থেকে উদ্ধার হয় তার নিথর দেহ। শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদার বৈষ্ণবনগর থানার নিউ ফারাক্কা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে, মৃত ছাত্রের নাম সাহিন আকতার (১৪)। তার বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুরের মালেক মোড় এলাকায়। সে স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে সাহিন বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। কিন্তু স্কুলে না গিয়ে তিন বন্ধুকে নিয়ে নিউ ফারাক্কা ব্রিজ সংলগ্ন গঙ্গাঘাটে স্নান করতে যায়। স্নান করার সময় হঠাৎ সাহিনসহ চার বন্ধু নদীর গভীর জলে তলিয়ে যেতে শুরু করে। স্থানীয় জেলে ও মাঝিরা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে তিন বন্ধুকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও সাহিন স্রোতের টানে নিখোঁজ হয়ে যায়। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। টানা ২৪ ঘণ্টার অনুসন্ধানের পর বৃহস্পতিবার গঙ্গা নদী থেকে সাহিনের দেহ উদ্ধার করা হয়।

**CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS**
**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি**
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ [A] নং CE/T/15/2026-27, তারিখঃ ২৬.০৬.২০২৬। ক্রমিক নং [০১] টেন্ডার নং. Engg-17-2026-27। কাজের নামঃ (i) CLW চিত্তরঞ্জন টাউনশিপে বাজার এলাকার জোনাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য) [SSE(W)/Col-I, II, III - এর অধীনে], (ii) CLW চিত্তরঞ্জন টাউনশিপে সীমানা প্রাচীর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জোনাল কাজ (৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য) [SSE(W)/Col-I, II, III-এর অধীনে]। বিজ্ঞাপিত মূল্য (টাকা)ঃ ₹৬৫,০০,০০০.০০। আর্নেস্ট মানি বা জামানত (টাকা)ঃ ₹১,৩০,০০০.০০। কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ ১২ মাস। বন্ধ হওয়ার তারিখঃ ০৬.০৭.২০২৬, ১৬.৩০-এ। [B] নং CE/T/16/2026-27, তারিখঃ ২৬.০৬.২০২৬। ক্রমিক নং টেন্ডার নং কাজের নাম বিজ্ঞাপিত মূল্য (টাকা) আর্নেস্ট মানি বা জামানত (টাকা) কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা বন্ধ হওয়ার তারিখ নিম্নরূপঃ [01] Engg-18-2026-27 CLW, চিত্তরঞ্জনে SSE(W)/ Colony-II ও III-এর আওতাধীন কোয়ার্টারের দখলদার পরিবর্তনের জন্য বিশেষ জোনাল কাজের অধীনে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ₹৩,০৮,০৩,৩৬১.৮৫ ₹৬,১৬,১০০.০০ ১২ মাস ১৭.০৭.২০২৬,@ ১২.০০-এ। [০২] Engg-19-2026-27 CLW, চিত্তরঞ্জনে SSE(W)/ Colony-I (জোন 1/A, 1/B, 1/C-এর এলাকা অন্তর্ভুক্ত)-এর আওতাধীন কোয়ার্টারের দখলদার পরিবর্তনের জন্য বিশেষ জোনাল কাজের অধীনে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ₹২,৯১,৯৪,৩৫২.৩৮ ₹৫,৮৩,৯০০.০০ ১২ মাস ১৭.০৭.২০২৬ @ ১২.০০। দ্রষ্টব্য (বিজ্ঞপ্তি নং A ও B উভয়ের জন্য)ঃ (i) বিস্তারিত তথ্য রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং www.clw.indianrailways.gov.in-এ দেখা যাবে। (ii) যোগাযোগ নম্বর-৯১৬৩৩৪২০০১।
**PR7/407** ডিওয়াই.চিফ ইঞ্জিনিয়ার / সিএলডব্লু / চিত্তরঞ্জন
Like us on: www.facebook.com/clwrailways

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল অভিজিৎ বিশ্বাস, পিতা- মৃত সুধীর কুমার বিশ্বাস, ঠিকানা- কল্যান সংঘ ক্লাব, পোস্ট অফিস- লস্করপুর, পুলিশ স্টেশন- নরেন্দ্রপুর, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কোলকাতা ৭০০১৫৩, ইং ০৯.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ নাগাদ কালি বাজার, লস্করপুর এ একটি জেরক্স এর দোকানে জেরক্স করাতে গিয়ে তার তিনটি নোটারাইজড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি [যার তারিখ ২৯.১০.১৯৭৮] হারিয়ে ফেলেন যাহা মৌজা- লস্করপুর, জে.এল. নং- ৫৭, পুলিশ স্টেশন- সোনারপুর, আর. এস. দাগ নং- ১১৩১ সংক্রান্ত।

এমত অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত নোটারাইজড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গুলির সন্ধান বা ঐ সংক্রান্ত কোনোরূপ তথ্য পেয়ে থাকেন অথবা কোনো ব্যক্তি্র যদি নোটারাইজড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গুলির বা নোটারাইজড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গুলির অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অভিযোগ থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নং বা ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, অন্যথায় কাহারো কোনো অভিযোগ গৃহীত হইবে না।

সৌমিক সামন্ত
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নং- ৯০৯১৭৭৪৫৭৭
৪৮ /১, নস্কর পাড়া রোড, বোয়ালিয়া,
পোস্টঃ গড়িয়া, থানা-নরেন্দ্রপুর
কোলকাতা - ৭০০০৮৪

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (WS)/RWPS/GRWW, KMC** invites e-tender for the following work :
**NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-04**
Name of Work : **Testing and evaluation of transformer oil and electrical parameters of transformers at RWPS PH-I, PH-II & PH-III**; Estimated Amount : **₹ 1,94,896.00**; Earnest Money : **₹ 3,900.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of receipt : **17.07.2026 at 2 pm**; Date of opening tender : **20.07.2026 at 2 pm**; The bid forms and other details will be available on and from **07.07.2026 at 2 pm** onward the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (WS)-II, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following work :
**NIT No. : KMC/WS/HPCBPS/25-26/06/2nd Call**
Name of the work : **Supply and installation of LED light fittings with allied electrical accessories at Harishpark Panchanantala and Manasatala Capsule BPS**; Estimated Cost : **₹ 1,95,128.67**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date of submission of bid : **17.07.2026 - 2 pm**; Tender will be opened on : **20.07.2026 - 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 - 2 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply) / GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :
**(1) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/31**
Name of work : **Strengthening of 600mm dia PSC pipe by MS cleat at junction of BBT Road and Taratala Road under GRWW**; Estimated Amount : **₹ 2,68,284.49**; Earnest Money : **₹ 5,400.00**; Period of completion : **07 Days**.
**(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/01**
Name of work : **Strengthening of Two Nos. 1600mm dia PSC SS line near Zinzira Bazar Bamboo Shop, One No. Visivious Garden 900mm dia and 6 Inch service line near Majherhat Station**; Estimated Amount : **₹ 2,67,230.21**; Earnest Money : **₹ 5,400.00**; Period of completion : **10 Days**.
**(3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/04**
Name of work : **Leak repairing of Two Nos. 1500mm dia PSC, CC line betwen Indian Maritime University Campus Gate-I and SBI ATM on Taratala Road with other allied works**; Estimated Amount : **₹ 2,99,206.15**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of receipt of tender (Online) : **13.07.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Last date and time of opening of tender (Online) : **15.07.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**.
**(4) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/47**
Name of work : **Strengthening of 1500mm dia PSC. CC grid by MS cleat adjacent to Modern Food and 900mm dia PSC SS grid near WB Agro-Industries Corp. Ltd. with ancillary works on Taratala Road**; Estimated Amount : **₹ 2,98,148.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of receipt of tender (Online) : **20.07.2026 at 2 pm**; Last date and time of opening of tender (Online) : **22.07.2026 at 2 pm**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

The **Executive Engineer (Water Supply), South, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through **Online**).
**(1) NIT No. : KMC/WS/EE/S/096/2026-27/01/1st Call**
Name of work : **Maintenance of water supply network near premises No. 38 Shaktigarh, 37/1A/1 Ibrahimpur Road, 82 Narkel Bagan and other different places in Ward 96, Br.-X**; Estimate Amount : **₹ 2,56,917.96 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,200.00**; Time of Completion : **40 days**.
**(2) NIT No. : KMC/WS/EE/S/099/2026-27/01/1st Call**
Name of work : **Maintenance of water supply pipeline network near premises No. 1/62B Vidyasagar, 252/1 Raipur Road, 3/201B/1 Vidyasagar and at different places in Ward 99, Br.-X**; Estimate Amount : **₹ 2,60,105.01 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,300.00**.
**(3) NIT No. : KMC/WS/EE/S/098/2026-27/01/1st Call**
Name of work : **Maintenance of water supply pipeline network near premises No. 110E NSC Bose Road, 7/21 Netajinagar, 10/59 Netajinagar and at different places in Ward 98, Br.-X**; Estimate Amount : **₹ 2,75,522.55 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,600.00**; Time of Completion : **45 days (For Sl. No. 2 & 3)**; Last date and time of online submission of tender : **13.07.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Last date and time of opening of online tender : **15.07.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; For full and further details, please visit the websites **https://www.wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**; Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Water Supply) / BR-XII / Jadavpur Unit, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through **Online**).
**(1) NIeT No. : KMC/WS/BR-XI/104/26-27/M-2/1st Call**
Name of work : **Restoration work of water supply network by repairing leakages on water supply main, cap wash and other ancillary works at Garfa Main Road, Vivekananda Sarani and different areas in Ward No. 104, Br.-XI**; Estimate Amount : **₹ 2,96,974.28 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.
**(2) NIeT No. : KMC/WS/BR-XI/104/26-27/M-3/1st Call**
Name of work : **Restoration work of water supply main by leak repairing, cap wash and ancillary works at Vivek Nagar, Middle Road, Pratapgarh and different areas in Ward No. 104, Br.-XI**; Estimate Amount : **₹ 2,95,364.57 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Time of Completion : **45 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of online submission of tender : **16.07.2026 at 1 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of online tender Open : **18.07.2026 at 1.30 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; For full and further details, please visit the websites **https://www.wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**; Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 & 2)**.
**(3) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-01/1st Call**
Name of the work : **Mending of water supply service pipeline by repairing of leaks and other allied works at Ahalya Nagar, 5 No. Mukundapur surrounding area in Ward No. 109, Br.-XII**; Estimated Cost : **₹ 2,81,888.23**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.
**(4) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-02/1st Call**
Name of the work : **Restoration of water supply pipelines by repairing of leaks and other allied works at DPK. Nayabad and surrounding area in Ward No. 109, Br.-XII**; Estimated Cost : **₹ 2,79,128.06**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.
**(5) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-03/1st Call**
Name of the work : **Restoration of water supply pipelines by repairing of leaks and other allied works at Kalikapur, Purbalok and its surrounding area in Ward No. 109, Br.-XII**; Estimated Cost : **₹ 2,83,368.89**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.
**(6) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-04/1st Call**
Name of the work : **Mending of water supply pipelines by repairing of leaks and other allied works at Panchasayar Co-Operative, Commint Park and its surrounding area in Ward No. 109, Br.-XII**; Estimated Cost : **₹ 2,82,513.85**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **25 Days (For Sl. No. 3 to 6)**; Last date and time of online submission of bid : **18.07.2026 at 4 pm (For Sl. No. 3 to 6)**; Tender will be opened on : **20.07.2026 at 4 pm (For Sl. No. 3 to 6)**; The bid forms and other details will be available on the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 3 to 6)**; For any addendum or corrigendum, please refer to the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 3 to 6)**.
185/26-27

অফবিট

# কথা না বলেও মনের ভাব পাঠানো সম্ভব? কিভাবে মনের শক্তি আজ প্রযুক্তিতে রূপ নিচ্ছে

এস. পাল

আপনি কি কখনও ভেবেছেন, একজন মানুষের মনের ভাব অন্য এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে পারে, শব্দ বা লিখিত কোনো বার্তার প্রয়োজন ছাড়াই? এই ধারণা, যা আমরা টেলিপ্যাথি বা বাংলায় অতীনিন্দ্রয় দূরানুভূতি হিসেবে জানি, বিজ্ঞান ও কল্পকাহিনীর জগতে চমক সৃষ্টি করেছে। আজকের সময়ে মানুষ শুধু গল্পে নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯শ শতকের শেষের দিকে কিছু গবেষক বিশ্বাস করতেন যে মানুষ মনের শক্তি ব্যবহার করে অন্যের কাছে বার্তা পাঠাতে সক্ষম। টেলিপ্যাথি হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে একজন ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি বা বার্তা সরাসরি অন্য ব্যক্তির মনের কাছে পৌঁছে, কোনো শারীরিক মাধ্যমের মাধ্যমে নয়। এটি হলো এক ধরনের অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ যা আমাদের প্রচলিত ইন্দ্রিয়-চোখ, কান, স্পর্শ-এর বাইরে ঘটে। অনেকেই এটিকে তৃতীয় নয়ন বা মনের চোখ হিসেবে উল্লেখ করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি এখনো প্রমাণিত নয়, তবে পরীক্ষামূলক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু মানুষের মধ্যে অনন্য মানসিক সংযোগের চিহ্ন রয়েছে। যেমন, কেউ অন্যের ভাবনা অনুমান করতে পারে বা দূর থেকে অনুভূতি বোঝতে সক্ষম হতে পারে। টেলিপ্যাথি বা অতীন্দ্রিয় দূরানুভূতি কেবল আধুনিক কল্পকাহিনী বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে এটি মানসিক শক্তির বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হত। এই প্রতিবেদনে আমরা জানব, এই বিদ্যা কোথা থেকে এসেছে এবং কিভাবে প্রাচীন ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে এটি চর্চিত হয়েছিল। পতঞ্জলির যোগসূত্রে বলা হয়েছে যে যোগিরা মন-মনযোগের মাধ্যমে দূরের চিন্তা বা বার্তা অনুভব করতে পারে। এখানে বলা হয়েছে, শারীরিক মাধ্যম ছাড়াই মনের শক্তি ব্যবহার করে যেকোনো তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

এটি হলো প্রাচীন ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের একটি উদাহরণ, যেখানে 'মানসিক সংযোগ' বা মনোযোগের মাধ্যমে জ্ঞান আদানপ্রদান করা হত। এই ধারণার মূল বিষয় হলো মনের প্রশিক্ষণ এবং ধ্যানের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা অর্জন। যোগসূত্রে উল্লেখিত এই ক্ষমতাকে আমরা আধুনিক ভাষায় টেলিপ্যাথি বলতে পারি। শিবসূত্র ও তান্ত্রিক গ্রন্থে সাধকদের মধ্যে মনের মাধ্যমে জ্ঞান আদানপ্রদানের কথা বলা হয়েছে। গুরু-শিষ্য সংযোগে কথাবার্তার প্রয়োজন ছাড়াই মনের ভাব বোঝা যেত। এই প্রক্রিয়ায় সাধকরা তাদের মানসিক সাম্য এবং সংযম ব্যবহার করে একে অপরের মনের ভাব বোঝতেন। গোপীনাথ কবিরাজের তান্ত্রিক গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে, মনের শক্তি দিয়ে বার্তা আদানপ্রদান করা সম্ভব, যা প্রাচীন ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত। রামকৃষ্ণ শিষ্যদের মনের ভাব বুঝতে পারতেন এবং শিষ্যদের মনোজ্ঞান প্রয়োগ করে শিক্ষা দিতেন। এটি মূলত মনের শক্তি ও সংবেদনশীলতার ব্যবহার। এই উদাহরণ দেখায় যে, অতীন্দ্রিয় দূরানুভূতি কেবল কল্পকাহিনী নয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এটি ধ্যান, যোগ এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে চর্চিত হত। মহাভারতে সঞ্জয়ের দেব্যদৃষ্টির উদাহরণ আমরা পাই। সঞ্জয় দূর থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের লাইভ বর্ণনা ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছিলেন। এটি হলো টেলিপ্যাথি বা অতীন্দ্রিয় বার্তা প্রেরণের প্রাচীন উদাহরণ। এর বাইরে রামায়ণে বিভীষণ রামের সঙ্গে সীতাকে খোঁজার জন্য মানসিক বার্তা পাঠান। এইসব কাহিনী প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও টেলিপ্যাথি বিদ্যা কল্পকাহিনী নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও মনোবিজ্ঞানের অংশ। প্রাচীন ভারতীয় যোগশাস্ত্র, আশ্রম এবং সাধনা কেন্দ্র যেমন ঋষিকেশ বা হরিদ্বারের আশ্রম এ ধ্যানের মাধ্যমে মনের শক্তি বিকাশের চর্চা চলছে। তবে আজকের বিজ্ঞানের যুগে অতিপ্রাকৃত ধারণা বাদ দিয়ে টেলিপ্যাথির আধুনিক রূপকে ব্রেইন টু ব্রেইন ইন্টারফেস প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখা হচ্ছে। বর্তমান বিজ্ঞান কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তিকে স্বীকার করে না। এমআইটি-এর মতো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগারগুলিতে এখন মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে সরাসরি সিগন্যাল আদান-প্রদানের পরীক্ষা চলছে। এটিকে বলা হয় 'ব্রেইন নেট' বা মস্তিষ্ক-ভিত্তিক যোগাযোগ প্রযুক্তি। ব্রেইন টু ব্রেইন প্রযুক্তি মূলত এমন একটি ইন্টারফেস যা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল আদান-প্রদান করতে সক্ষম। এটি কাজ করে ইইজি এবং টিএমএস ডিভাইসের মাধ্যমে। ইইজি ইলেকট্রোডের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবহারকারীর চিন্তা বা মনোভাবের তরঙ্গ প্রায় ১৫ হার্জ ফ্রিকোয়েন্সিতে ধরা পড়ে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলো কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং ডিজিটাল সিগন্যাল আকারে সংরক্ষণ করা হয়। প্রক্রিয়াজাত সিগন্যাল ইন্টারনেট বা অন্য কোনো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকের বা অন্য ব্যবহারকারীর মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। টিএমএস ডিভাইস প্রাপ্ত সিগন্যালকে পুনরায় উদ্দীপনা দেয়। এটি ব্যবহারকারীর মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট অনুভূতি বা বার্তা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে সরাসরি চিন্তার আদান-প্রদান ঘটে। ভারতে এই প্রযুক্তি এখনো গবেষণা পর্যায়ে, তবে এর চর্চা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুই প্রযুক্তি প্রমাণ করে যে টেলিপ্যাথির ধারণা শুধু কল্পনা নয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে ব্রেইননেট এবং নিউরোলিংকের মতো উন্নত প্রযুক্তি মানুষের মধ্যে সরাসরি মস্তিষ্ক-ভিত্তিক যোগাযোগের নতুন পথ খুলে দেবে।

## লাগাম টানার বার্তা

...১ পাতার পর

সংযত থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সব দফতরকে তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজন ছাড়া অযথা খরচ করা যাবে না। যেখানে খরচ প্রয়োজন, সেখানে অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি খরচে নিয়ন্ত্রণ আনার মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই নির্দেশ। নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়ার সিদ্ধান্তে বহু উপভোক্তা স্বস্তি পেতে পারেন বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। পাশাপাশি নতুন সমীক্ষার নির্দেশে ভবিষ্যতে আরও বহু পরিবার সরকারি আবাসনের সুযোগ পেতে পারে বলেও আশা করা হচ্ছে।


**পূর্ব রেলওয়ে**

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া। **ক্রমিক নং. ঃ ১, ই-টেন্ডার নং ঃ ১৪৩_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/পাকুড়ের শাখায় কিমি ১৪১/৮০০-১৭২/২০০-তে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৮৬,৬৯,৩২৩.১৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৭৩,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ঃ ২, ই-টেন্ডার নং ঃ ১৪৪_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/সাঁইথিয়ার শাখায় কিমি ৪৫/৯০০-৮৮/০০০-তে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৯৬,৮৫,৭৪৭.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৯৩,৭০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ৩, ই-টেন্ডার নংঃ ১৪৫_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** খানা-কোপাই আপ লাইন কিমি ২/১৯ থেকে ৪৫/৩১ এবং এএমপি ডাউন লাইন কিমি ১/২ থেকে ৪৫/৩২ পর্যন্ত অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/বোলপুর শান্তিনিকেতনের শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,০১,১৯,১৮২.৪৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,০২,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ৪, ই-টেন্ডার নংঃ ১৪৬_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/রামপুরহাটের শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (লোকেশন রামপুরহাট- ৮৮/০ থেকে ১০৪/৫০০ (আপ, ডাউন ও রেভ)-এর মধ্যে)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৫৮,২৪,৩৬২.৫৯, টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,১৬,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ৫, ই-টেন্ডার নংঃ ১৪৭_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে রামপুরহাট-দুমকার মধ্যে এসএসই/পি.ওয়ে/রামপুরহাটের অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (কিমি ১০১/০-১৬২/২)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৯৭,৯৪,৪৭৮.৪৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৯৫,৯০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ৬, ই-টেন্ডার নংঃ ১৪৮_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/নলহাটির শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (লোকেশন নলহাটি-১০৪/৫০০ থেকে ১৪১/৮০০ (আপ ও এএমপি, ডাউন), ১০৪/৫০০ থেকে ১২৮ ৯২০ (রেভ), ৪৩/৭৪০ থেকে ৪৫/৯০০ (আপ, ডাউন ও এএমপি কমন/এল) আজিমগঞ্জ লাইন-এর মধ্যে।। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৬৩,৩৬,৮৫৫.৬৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,২৬,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমেকেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-182/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



**CHANGE OF NAME**

I, Abdul Based (Old Name) S/O–Nabiyat Sekh resident of Musalman Para, Kanakpur, Ps-Murarai, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731219 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Based to Based Sekh and henceforth I shall be known as Based Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/07/2026 . My name Based Sekh & Abdul Based both are same and one identical person

**CHANGE OF NAME**

I, Md Khodabox Sk (Old Name) S/O–Soleman Sk resident of Hasanpur, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Md Khodabox Sk to Khodabox Sk and henceforth I shall be known as Khodabox Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/07/2026 . My name Khodabox Sk & Md Khodabox Sk both are same and one identical person

**CHANGE OF NAME**

I, Noor Mahammad (Old Name) S/O–Chand Mohammad resident of Vill & Po-Talibpur , Ps-Salar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742402 do hereby declared that I have changed my name from Noor Mahammad to Noor Mohammad and henceforth I shall be known as Noor Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/07/2026 . My name Noor Mohammad & Noor Mahammad both are same and one identical person

**CHANGE OF NAME**

I, Mamataj Begam (Old Name) W/O–Hafizur Rahaman resident of Vill -Dairpara , Po-Joykrishnapur , Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Mamataj Begam to Mamataj Begum and henceforth I shall be known as Mamataj Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/07/2026 . My name Mamataj Begum & Mamataj Begam both are same and one identical person

**CHANGE OF NAME**

I, Md Aliujjaman (Old Name) S/O–Abdur Rashid resident of Jhaudanga, Rajarampur, Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742151 do hereby declared that I have changed my name from Md Aliujjaman to Aliujjaman and henceforth I shall be known as Aliujjaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/07/2026 . My name Aliujjaman & Md Aliujjaman both are same and one identical person

**CHANGE OF NAME**

I, Mst Hameda Bibi (Old name) W/o-Md Peskar Ali, Resident at Vill-Ramnagar, P.O-Bairgachi , P.S-Gazole , Dist-Malda, 732102 West Bengal. I have changed my name Mst Hameda Bibi to Hameda Bibi (New name) I shall be known as Hameda Bibi vide affidavit no. 22AC 865018 before the Notary at Berhampore on 01/07/2026 Hameda Bibi & Mst Hameda Bibi same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Salamat Sekh, S/O Murselim Sekh, গ্রাম + পো + থানাঃ ময়ূরেশ্বর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার এবং বাবার আসল নাম Salamat Sekh, S/O Murselim Sekh যা আধার, ভোটার এবং প্যান কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। Salamat Seikh, S/O Murselim Sk নথিভুক্ত রয়েছে আমার পাসপোর্টে। ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Salamat Sekh, S/O Murselim Sekh and Salamat Seikh, S/O Murselim Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**CHANGE OF NAME**

I Samir Kumar Sadhukhan, S/o-Late Manoranjan Sadhukhan, aged about 60 years, by faith-Hindu, by Profession-Business, residing at Vill & P.O.-Ichhapur, P.S- Chapra, Dist- Nadia, Pin-741164, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Somiya Sadhukhan and Samir Sadhukhan to Samir Kumar Sadhukhan, and henceforth I shall be known as Samir Kumar Sadhukhan, in all purpose, vide affidavit no 13 at Krishnanagar, Nadia on 29/12/2025. Samir Kumar Sadhukhan, Samir Sadhukhan and Somiya Sadhukhan is same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Md. Mursalim Sk (old name) S/o- Abdus Sk residing at Madhyapara Khidirpur, P.S.-Hariharpara, Dist-Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Md. Mursalim Sk to Mursalim Sk and henceforth I shall be known as Mursalim Sk (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M 1st Class at Berhampore, Murshidabad dated 24/06/2026. Md. Mursalim Sk (old name) and Mursalim Sk(new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, AMAANULLAH SOHAIL S/o Sohail Ahmad Resident of Block-E, 2nd Floor, Flat No. 09, 61/B, Golam Jilani Khan Road, P.S.-Tiljala, South 24 Parganas, Kolkata-700039 WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name SOHAIL AHMAD instead of SOHAIL AHMED, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 02/07/2026. That SOHAIL AHMAD and SOHAIL AHMED both are same one and identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, AJAY KUMAR GUPTA (old name) S/o- SHIV PRASAD SHAW residing of 129 Salkia School Road, Ps- Golabari, Howrah-711106, do hereby declare that I have changed my name from AJAY KUMAR GUPTA (old name) to AJAY KUMAR SHAW (New Name) and henceforth I shall be known as AJAY KUMAR SHAW (new name) in all purpose vide an affidavit no. K/June/339/26 sworn before the Notary public at Howrah dated 30/06/2026 AJAY KUMAR SHAW (new name/Correct name) and AJAY KUMAR GUPTA (old name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Zinnat Shekh (old name) S/o- Abul Shekh residing at Haripur, Haripur, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741189 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ZINNAT SHEKH to JINNAT SK and henceforth I shall be known as JINNAT SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 02/07/2026. ZINNAT SHEKH (old name) and JINNAT SK (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Ikramul Haque Kaji (old name) S/o- Niyat Kazi residing at Radhanagar Dakhinpara, Radhanagar Colony, Nakashi para, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from IKRAMUL HAQUE KAJI to EKRAMUL HAQUE KAZI and henceforth I shall be known as EKRAMUL HAQUE KAZI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 02/07/2026. IKRAMUL HAQUE KAJI (old name) and EKRAMUL HAQUE KAZI (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Juniara Bibi (old name) W/o- Abdul Motaleb residing at Satghoria, Dudhia, Englishbazar, Dist-Malda, Pin-732128 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JUNIARA BIBI to JUNIYARA BIBI and henceforth I shall be known as JUNIYARA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 02/07/2026. JUNIARA BIBI (old name) and JUNIYARA BIBI (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Chapura Bibi Shaikh (old name) W/o- Jamat Ali Sekh residing at Dompukur, Dompukur, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from CHAPURA BIBI SHAIKH to CHHUPUR BIBI SEKH and henceforth I shall be known as CHHUPUR BIBI SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 02/07/2026. CHAPURA BIBI SHAIKH (old name) and CHHUPUR BIBI SEKH (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, Rojdul Shaikh (old name) S/o- Jamat Ali Sekh residing at Dompukur, Dompukur, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ROJDUL SHAIKH to ROJDUL SEKH and henceforth I shall be known as ROJDUL SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 02/07/2026. ROJDUL SHAIKH (old name) and ROJDUL SEKH (new name) both are same and one identical person.


## হারাবে মন্ত্রীর পদ

...১ পাতার পর

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার না হয়, সে বিষয়ে সতর্কতামূলক সুপারিশও রিপোর্টে থাকতে পারে। ২০ জুলাই শুরু হচ্ছে বাদল অধিবেশন। সেই অধিবেশনেই বিলটি আলোচনা ও পাসের জন্য তোলা হতে পারে বলে খবর। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজি গ্রেফতার হওয়ার পরও মন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যান। এর পরই গত বছর বাদল অধিবেশনে এই সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে আসে সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বিলটি লোকসভায় পেশ করেন। সেইসময় বিরোধীদের এককাট্টা বিক্ষোভে তখন যৌথ সংসদীয় কমিটিতে বিবেচনার জন্য এই বিল পাঠাতে হয়। বিলটি খতিয়ে দেখার জন্য বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারঙ্গীর নেতৃত্বে ৩১ সদস্যের একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। যদিও, যৌথ সংসদীয় কমিটিতে যোগ দেয়নি তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস ও ডিএমকে। উল্লেখ্য, তৃণমূল থেকে বেরিয়ে ২০ জন সাংসদ ইতিমধ্যেই এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন। বলা ভালো, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ-তে সামিল হয়েছেন তাঁরা। এদিকে, ইন্ডি জোট থেকে ডিএমকে-র দূরত্ব তৈরি হয়েছে। যা সংসদীয় রাজনীতিতে সুবিধা করে দিয়েছে বিজেপিরই। এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। সেক্ষেত্রে লোকসভায় এই বিল পাস করাতে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন সরকার জোগাড় করতে পারে কিনা সেদিকেই নজর থাকবে।

## বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে!

...১ পাতার পর

বেশ কিছু জায়গায় জল জমা বা সাময়িক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ। কলকাতাবাসীর জন্য আগামী এক সপ্তাহ ছাতা ছাড়া বের না হওয়াই ভালো। প্রায় প্রতিদিনই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে ৪, ৫ এবং ৬ জুলাই তিলোত্তমায় প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। অফিস টাইমে যানজট এবং জল জমার সমস্যায় পড়তে পারেন নিত্যযাত্রীরা। ৭, ৮ এবং ৯ জুলাইতেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট পুরোপুরি কমছে না। ভারী বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত জারি থাকবে সপ্তাহজুড়েই।

## অদিতিকে জেরা

...১ পাতার পর

চেয়েছিলেন দেবরাজ। কিন্তু তৃণমূল তাঁকে টিকিট দেয়নি। ২০১৫-তেও মেলেনি টিকিট। তারপর কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। বিধাননগর পুরনিগম এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়েন তিনি। জিতেওছিলেন। পরবর্তীতে ফিরে যান তৃণমূলে। বিয়ের পর স্ত্রী অদিতি মুন্সিকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন রাজনীতিতে। ২০২১ সালে রাজারহাট-গোপালপুর আসনে বিধায়ক হন তিনি। দেবরাজের বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি, তোলাবাজি-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে। এমনকি দেবরাজ ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অর্থপাচারের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে দেবরাজ ও অদিতির বিরুদ্ধে তদন্ত করছিল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। রক্ষাকবচের আবেদন হাই কোর্ট খারিজ করে দেওয়ার পর থেকেই পুলিশ দেবরাজকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এরপরই বুধবার পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়তলি এলাকার হোটেল থেকে দেবরাজকে পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। প্রযুক্তিগত সহায়তায় তাঁরা জানতে পারেন দেবরাজ অযোধ্যা পাহাড়তলি এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। তারপরেই পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ ও বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট রীতিমতো টিম বানিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার ধৃত দেবরাজকে বারাসত আদালতে তোলা হয়। সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে আদালত চত্বরে হয় ডিমবৃষ্টি। দেবরাজকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

## বাংলায় জনবিন্যাস কমিটি

...১ পাতার পর

রুখতে তাঁর সরকার একগুচ্ছ কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বেঁধে দেওয়া নির্দেশিকা (গাইডলাইন) মেনেই কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে এই কাজ করবে। ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশ দমনের প্রথম দফার কাজ সফলভাবে শেষ হয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বিগত ৪৫ দিনে সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনী বা বিএসএফ-কে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে ১২টি বিশেষ 'হোল্ডিং স্টেশন'। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''এই হোল্ডিং স্টেশনগুলির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ হাজার অনুপ্রবেশকারীকে সীমান্ত পার করে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে আরও হাজার-দেড় হাজার মানুষ সেখানে রয়েছে।'' তিনি আরও জানান, এখন থেকে সীমান্ত এলাকার থানাগুলি বিএসএফ-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে সরাসরি জেলে পাঠানোর বদলে এই হোল্ডিং স্টেশনগুলিতে পাঠানো হচ্ছে, যেখান থেকে নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রোটোকল মেনে তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নামগুলি খতিয়ে দেখার কাজও জোরকদমে চলছে। এ রাজ্যে অনুপ্রবেশের প্রকৃত গভীরতা মাপতে আগামী ১ আগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যমে 'ডাতিগত জনগণনা' শুরু হতে চলেছে। এই প্রথম এই প্রক্রিয়ায় 'সেলফ ডিক্লারেশন' বা স্ব-ঘোষণার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। এই জনগণনার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হবে ২০২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই সেনসাসের বাস্তব চিত্র সামনে এলেই অনুপ্রবেশ রোধে আরও অকাট্য ও কার্যকরী পদক্ষেপ করা যাবে এবং সমস্ত সত্য আপামর জনতার সামনে চলে আসবে। অন্য দিকে, দেশের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে জনবিন্যাসের পরিবর্তন খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রের যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠিত হয়েছে, তারা খুব শীঘ্রই রাজ্য সফরে বেরোচ্ছে। প্রথম দফাতেই একাধিক রাজ্যের সঙ্গে এই দল পশ্চিমবঙ্গেও আসবে। এই সফরের ঠিক আগেই বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে কমিটির সদস্যরা একটি প্রস্তুতি বৈঠক সারেন। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যেই একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা তৈরি করেছে কমিটি। বিভিন্ন রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, তার বাস্তব মূল্যায়ন করবে এই প্রতিনিধি দল।

## কমিশনকে নিশানা

...১ পাতার পর

তাঁরা কমিশনের কাছে কোনও দাবি জানাতে যাননি। কারণ তাঁদের মতে, আসল দল তাঁরাই। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি দাবি করেন, তাঁদের পাশে দলের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সমর্থন রয়েছে। শুধু বিধায়কই নন, বহু পুরসভার কাউন্সিলর, জেলা পরিষদের সদস্য এবং জেলা পরিষদের সভাপতিরাও তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। ঋতব্রত আরও জানান, গত ২২ তারিখ তাঁদের বিশেষ প্রতিনিধি অধিবেশন নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়েছে। তার পরদিনই নির্বাচন কমিশনের কাছে সাক্ষাতের আবেদন জানানো হয়। কমিশন সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে বলেও জানান তিনি। একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশন তাঁদের জমা দেওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে বলেও দাবি করেন ঋতব্রত। এই ইস্যুতে আরও কড়া সুর শোনা যায় তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষের গলায়। তিনি বলেন, ''দল থেকে বহিষ্কৃত এক নেতা নিজের অনুগামীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। সাগরিকার অভিযোগ, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিরোধী দলগুলিকে ভাঙার জন্য সব ধরনের রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচন কমিশনে ঋতব্রত শিবিরের এই পদক্ষেপ তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সংঘাতকে আরও প্রকাশ্যে এনে দিল। একদিকে নিজেদের 'আসল দল' বলে দাবি করছে ঋতব্রত গোষ্ঠী, অন্যদিকে কালীঘাটপন্থী শিবির তাঁদের গুরুত্বই দিতে চাইছে না। ফলে আগামী দিনে এই সংঘাত আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন নজর রয়েছে নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয় এবং জমা পড়া নথিপত্র খতিয়ে দেখে কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানায় কি না, তার দিকে।

## ফোন করলে ৫ মিনিটেই হাজির হবে পুলিশ!

...১ পাতার পর

পরিকাঠামো ও কর্মীসংখ্যার ঘাটতি রয়েছে তা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই খামতি দ্রুত মিটিয়ে ফেলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে দিল্লি পুলিশ বা সেন্ট্রাল প্যারা মিলিটারি ফোর্সের সমতুল্য আধুনিক ও শৃঙ্খলিত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। পুলিশের স্বাধীনতায় কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হবে না আশ্বাস দিয়ে তিনি সিনিয়রিটি ও হায়ারার্কি বজায় রাখার নির্দেশ দেন। সম্প্রতি পার্ক সার্কাস ও আসানসোলে পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, নিচুতলার ফোর্সের মনোবল চাঙ্গা রাখতেই তিনি নিজে আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিধানসভায় সদ্য পাস হওয়া কড়া 'গুন্ডাদমন বিল' আগামী দিনে পুলিশের কাজের পরিবেশ আরও সুরক্ষিত করবে বলে তিনি মনে করেন। সাম্প্রতিক তারাতলার বহুতল ভাঙার দুর্ঘটনায় কলকাতা পুলিশ, দমকল, পুরসভা এবং পরবর্তীতে এনডিআরএফ ও আর্মির যৌথ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মনে করিয়ে দেন, অতীতে পোস্তা, মাঝেরহাট বা গার্ডেনরিচ বিপর্যয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে কাউকেই জীবিত উদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু এবার ১৬ জনের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও, কুইক রেসপন্স টিমের তৎপরতায় ২০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই দ্রুত সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে রাজ্যের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দিতে আগামী দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যজুড়ে পূর্ণাঙ্গ '১১২' জরুরি পরিষেবা চালুর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রে ফোন করার ৬ মিনিটের মধ্যে পুলিশ পৌঁছালেও পশ্চিমবঙ্গে এই গড় সময় প্রায় ৩ ঘণ্টা। আগামী এক বছরের মধ্যে এই সময়সীমা ৫ মিনিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজ্য পুলিশের ১২,০০০ এবং কলকাতা পুলিশের ৪,০০০ অর্থাৎ মোট ১৬,০০০ নতুন জোয়ানকে এই কাজে নামানো হচ্ছে। আগামী বাজেটে ১১২ পরিষেবার জন্য গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে যাতে আধুনিক পরিকাঠামো ও রাষ্ট্রীয় রক্ষা ইউনিভার্সিটির প্রশিক্ষণে এই পুলিশ পরিবারই রাজ্যের সুরক্ষার সেরা প্রাচীর হয়ে উঠতে পারে।


**পূর্ব রেলওয়ে**

**বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৭০২২১৮, তারিখঃ ২৩.০৬.২০২৬।** ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিএমএফ/বিজিবি, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** পণ্য পরিবহন পরিষেবা-প্রতি এমটি প্রতি কিমি ভিত্তিক পরিষেবা-বোগী ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরী,বজবজ থেকে ৫০০ কিমি পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ে ইউনিটে এলএইচবি বোগী ফ্রেম পরিবহন (প্রতি এমটি প্রতি কিমি ভিত্তিক পরিষেবা), ওপেন বডি ট্রা....। **ভারতীয় টাকায় অনুমিত বিড মূল্য (সকল কর সহ)ঃ** ৮,৭২,৫২০.৪৮ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ১৭,৪৫০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ১৫.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ১৫.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৫লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ১ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডদাতাদের বিডদাতা কর্তৃক আপলোড করা নথিপত্র আপনি কি দেখাতে চান ঃ** হ্যাঁ (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সময় স্পষ্টীকরণ বা প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসাবে জমা দেওয়া নথিপত্রাদি লগ ইন করার পরে অন্যান্য বিডদাতাদের কাছেও প্রদর্শিত হবে)। **অটোমেটিক বিড এক্সটেনশন অকার্যকর করতে ন্যূনতম বিডের সংখ্যা প্রয়োজন ঃ** ১। **দিনের সংখ্যা যার জন্য বিডের অটোএক্সটেনশন হবে ঃ** ৭। **অটোএক্সটেনশনের গণনার সংখ্যা ঃ** ১। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** সিঙ্গল প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **দর বিন্যাস উল্লেখে আর্থিক নথিপত্র প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **আরবিট্রেশন ক্লজ ঃ** না। **মিডিয়েশন ক্লজ ঃ** না। **অভিযোগ নিষ্পত্তির যোগাযোগ বিবরণ ঃ** এইচওডি ইমেল আইডিঃ yatishkr.93@gov.in, ক্রেতার ইমেল আইডিঃ dycmebgb@gmail.com।

MISC-88/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


## পাকিস্তানে ১২৫ বছরের গুরুদ্বার ভাঙলেন ব্যবসায়ী! কড়া প্রতিক্রিয়া দিল্লির

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ** পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে ১২৫ বছরের পুরনো একটি ঐতিহাসিক গুরুদ্বার ভেঙে ফেললেন সেখানকার এক ব্যবসায়ী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের মধ্যেই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত। নয়াদিল্লির অভিযোগ, এটি একটি পবিত্র শিখ ধর্মস্থানের উপর পরিকল্পিত ভাঙচুরের ঘটনা। একইসঙ্গে ইসলামাবাদকে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং গুরুদ্বারটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনর্নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ফারুকাবাদে অবস্থিত গুরুদ্বার শ্রী গুরু সিং সভা সাহিব গত ২৪ জুন রাতে ভেঙে ফেলা হয়। পাকিস্তানের প্রশাসনের দাবি, সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রয়োজনীয় নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) না নিয়েই এক স্থানীয় ব্যবসায়ী এই ভাঙার কাজ চালান। পরে বিষয়টি সামনে আসতে শিখ সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রতিবাদে সামিল হন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে বলেন, ''১২৫ বছরের ঐতিহাসিক গুরুদ্বার ধ্বংসের খবর অত্যন্ত উদ্বেগজনক।''

# নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানে বাড়ছে রেড পান্ডা!

## বর্ষা কাটলেই বড় সমীক্ষায় নামছে বনদফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই ঃ উত্তরের পাহাড় জঙ্গলের এডভেঞ্চারাস ট্রিপের প্ল্যান করছেন? তা হলে এই চমক আপনার জন্য। অর্কিডের স্বর্গে মিলছে রেড পান্ডার খোঁজ! উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চল আর ডুয়ার্স প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে বরাবরই স্বর্গরাজ্য। বর্ষার ছোঁয়ায় এই সৌন্দর্য যেন আরও মোহময় হয়ে ওঠে। তার মধ্যেই নতুন করে কৌতূহল বাড়াচ্ছে নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান। বনদফতরের প্রাথমিক অনুমান, এই অরণ্যে বাড়ছে বিরল প্রজাতির রেড পান্ডার সংখ্যা। সম্প্রতি মার্চ-এপ্রিল মাসে বন্যপ্রাণ পর্যবেক্ষণের সময় বনকর্মীরা একাধিক রেড পান্ডা দেখা পান। সেই সূত্রেই নতুন করে আশার আলো দেখছে বনদফতর। তাই বর্ষা কাটলেই শুরু হতে চলেছে বিশেষ সমীক্ষা, যেখানে খতিয়ে দেখা হবে রেড পান্ডার প্রকৃত সংখ্যা, তাদের আবাসস্থল এবং খাদ্যাভ্যাস সহ যাবতীয় সবরকমের বৈশিষ্ট্য। কীভাবে হবে এই সমীক্ষা? গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, এই সমীক্ষায় অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা মলের নমুনা ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে হায়দরাবাদের বিশেষ ল্যাবরেটরিতে। এর মাধ্যমে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে প্রাণীগুলির সংখ্যা ও বিস্তৃতি। এরই সঙ্গে, নেওড়া ভ্যালিতে দ্রুত হারিয়ে যাওয়া মালিঙ্গ প্রজাতির বাঁশ রেড পান্ডার বাসস্থানের উপর কোনও প্রভাব ফেলছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখবে সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ এই প্রজাতির বাঁশের বিস্তার ভবিষ্যতে বাস্তুতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০২১-২২ সালের সমীক্ষায় নেওড়া ভ্যালিতে প্রায় ৬২টি রেড পান্ডার অস্তিত্বের তথ্য মিলেছিল। এবার সেই সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, তা জানতেই মুখিয়ে রয়েছে বনদফতর। এই বিষয়ে পরিবেশপ্রেমী স্বরূপ মন্ডল তিনি বলেন খুবই খুশির খবর বহুদিন পরে সেই এলাকায় রেড পান্ডা দেখা যাচ্ছে অধিক পরিমাণে এতেই পর্যটকের সংখ্যা কালিম্পং আসবে বলে মনে করছে তারাও আর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

# রেলের উচ্ছেদ নোটিশে আতঙ্কঃ বিধায়িকার ভিডিও বার্তায় আশ্বস্ত বর্ধমানের লোকো বস্তিবাসীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ জুলাই ঃ বর্ধমানের লোকো এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের খালাসিপাড়া সংলগ্ন রেলের জমিতে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন বাসিন্দারা। বিষয়টি জানার পর বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা তথা শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার উদ্যোগে আপাতত উচ্ছেদ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। রেল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য কিছু সময় চেয়েছে। বৃহস্পতিবার তিনি ব্যক্তিগতভাবে এলাকায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও ভিডিও কলের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন। এদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ফাউন্ডেশনের সদস্য সুধীর রঞ্জন সাউ ওরফে জগ্গু এবং ফাউন্ডেশনের অন্যান্য সদস্যরা এলাকায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানান। পরে সুধীর রঞ্জন সাউয়ের উদ্যোগে ভিডিও কলে বিধায়িকার সঙ্গে বস্তিবাসীদের কথা বলানো হয়। ভিডিও বার্তায় মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, কেন্দ্রের সরকার এবং রাজ্যের নির্বাচিত সরকার সব সময় আপনাদের পাশে আছে। রেলের জায়গায় যেখানে আপনারা বসবাস করছেন, সেখানে রেলের পরিকাঠামো আরও বড় করা হবে। অনেক ট্রেন বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। তাই কারও প্রলোভনে পা দেবেন না। রেলের জায়গা রেল নেবে, তবে তার জন্য সময় চেয়ে নেওয়া হয়েছে। রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কোনও তর্কে জড়াবেন না। পুনর্বাসনের বিষয়ে তিনি আরও বলেন, যাতে সকলের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় এবং আপনারা আবাস যোজনার সুবিধা পান, সেই চেষ্টা আমি করছি। বিধায়িকার হস্তক্ষেপ এবং আশ্বাসের পর আপাতত কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। তিনি জানিয়েছেন, রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান এবং পুনর্বাসনের বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

# খুন ফুচকা বিক্রেতা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ জুলাই ঃ ফুচকার ঠেলা গাড়ি পার্কিং নিয়ে বিবাদে খুন মালদায়। অভিযোগ,

প্রতিবেশি দুই যুবক হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন ফুচকা বিক্রেতাকে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার পঞ্চানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর কলোনী গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত রাইজুল হোসেন (৩৫) মোথাবাড়ির সংশ্লিষ্ট গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। তিনি রাতে ফুচকা বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন। সে সময় বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে দুই দুষ্কৃতী পথ আটকে তাঁর উপরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, রাইজুলের ঠেলা গাড়ি ত্রিপল নিয়ে ঢাকলে তা ছিঁড়ে দেয় প্রতিবেশি রাকিব শেখ এবং আলকাস শেখ। এর প্রতিবাদ করা নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত। আর তার জেরেই ওই ফুচকা বিক্রেতাকে কুপিয়ে খুন করে অভিযুক্তরা বলে অভিযোগ। পরে রাইজুলকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় রাকিব শেখকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।


PWD(GOVT OF WB) TENDER NOTICE

**NOTICE INVITING e-TENDER No. 05 OF 2026-27 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.**
**Tender reference No: WBPWD/AE/SER/NIT_05/2026_27**
Name of Work: - Emergent work for Providing Strong Barricading, Stage, Dias, Watch Towers, Drop Gate and other allied works for the festival of RATHAJATRA at Mahesh under Hooghly Division PWD during the year 2026-27.
**Tender ID No: 2026_WBPWD_5016234_1.**
**Bid submission start date (online):** 03.07.2026 at 10.30 a.m.
**Bid Submission Closing Date (online):** 07.07.2026 up to 11.00 a.m.
Details may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in** or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in**
Corrigendum, if any will be published in website only.
**Sd/- Assistant Engineer, P.W.D**
**Serampore Sub Division**

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.Dte . Electrical Construction Division invites online e- Tender for the work of **"Temporary El Work incl hiring of DG Sets for Stadium Flood Lights and broadcasting in connection with the upcoming 135th Durand Cup Tournament 2026 at Kishore Bharati Krirangan, Jadavpur, Kolkata.."**
e-NIQ No.- **WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-31/2026-27**
Tender ID : **2026_WBPWD_5016275_1**
Bid submission start date(online) : 07/07/2026 from 6.00 P.M.
Bid submission closing date(online) : 17/07/2026 upto 02.00 P.M.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from : **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Electrical Construction Division

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA :: PURULIA**
**TENDER NOTICE**
Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
● NIT No.:- 01/EO/PPS of 2026-27 (Sl. No.-01 to 03)
● No. of Work:- 03 (Three) nos.
● Last Date of Application:- 10.07.2026 up to 16.00 hours.
● Date of issue of Tender paper:- 13.07.2026 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
● Last date of dropping of Tender papers 16.07.2026 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
● Date of Opening of Tender 16.07.2026 after 14:00 hours.
For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayet Samity**

**পূর্ব রেলওয়ে**

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া–৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.১, এনআইটি নংঃ ১৩৪_২০২৬–২৭, কাজের বিবরণঃ** এইএন/লিলুয়ার অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/লিলুয়ার শাখায় কিমি ৬/০–২১/০ হাওড়া–ব্যান্ডেল মেন লাইন এবং ৬/০–১০/০ হাওড়া–ডানকুনি–হাওড়া–বর্ধমান কর্ড লাইনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৬৬,৫১,৫৮৫.৩৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৩৩,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং.২, এনআইটি নংঃ ১৩৫_২০২৬–২৭, কাজের বিবরণঃ** এইএন/লিলুয়ার অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/লিলুয়ার শাখায় লিলুয়া ওয়ার্ক শপ, এলসিডি এবং বিইএসওয়াই–তে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮৮,৮৩,১৭০.৩৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৭,৭০০ টাকা। **ক্রমিক নং.৩, এনআইটি নংঃ ১৩৬_২০২৬–২৭, কাজের বিবরণঃ** খন্যান এবং পালসিট কিমি ৫৫/০০ থেকে ৯০/৮০০–এর মধ্যে এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/ পান্ডুয়ার অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৯০,১৭,৫৮৩.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৮০,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২(বারো) মাস (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান–ই–টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-184/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬২২, তারিখঃ ০১.০৭.২০২৬।** সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা–৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই–টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/১২/২৬–২৭/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** এজ কাম কন্ডিশন ভিত্তিতে নতুন আরডিএসও স্পেসিফিকেশন (২০২৩) দ্বারা পুরনো আরডিএসও স্পেসিফিকেশনের (২০০৪) আইপিএস প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭,৪৪,২৫,৯৬২.১০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ১৪,৮৮,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৬। **টেন্ডার জমা শেষের তারিখঃ** ২৮.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ২৮.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in। কারিগরী যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই টেন্ডার আহ্বানের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির যে কোনও একটি কাজ সফলভাবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে হবেঃ (১) তিনটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (২) দুটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (৩) একটি সমরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশের সমতুল হতে হবে। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার অবশ্যই ভি/এন অথবা 'ভি' যেটি কম হবে, সেটির ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে, যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য, এন = আহ্বান করা বিডের জন্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্টের" গড় অনুযায়ী গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনা করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না থাকে তবে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনার জন্য বিচার্য হবে। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে সার্টিফিকেট/চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা সার্টিফায়েড নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের কপি সহ জিসিসি ২০২২–এর অ্যানেক্সার–VIB (বর্তমান টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম–৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য টেন্ডারদাতা জমা করবেন। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজঃ** পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম (আইপিএস/ব্যাটারি চার্জার) সরবরাহ স্থাপন, চালুকরণ সমন্বিত যে কোনও এস অ্যান্ড টি কাজ। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার অফারের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী যোগ্যতামান পূরণ সাপেক্ষে তাদের দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করবেন। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা শংসাপত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট/নথিপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতা অথবা টেন্ডারিং ফার্মের অনুমোদিত প্রতিনিধির দ্বারা স্ব–প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব–প্রত্যয়িত–এর মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) থাকতে হবে। SDAH-111/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**Notice Inviting E-Quotation No-NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27**
Notice Inviting E-Quotation is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Shrabani Mela programme of 2026. Bid submission Closing Date 07.07.2026 up to 12.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.
**Sd/-**
**Executive Engineer**
**Hooghly Division, PHE Dte**

**Short Notice Inviting Tender**
SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No- WBIW/EE/MEMD/eSNIT-02/2026-27(Tender ID- 2026_IWD_1030730_1),** for "Renovation of electrical wiring of the residence of the Executive Engineer P.S. Suri, Dist. Birbhum". Last date of bid submission: **07/07/2026 up to 17:00 Hrs.** Detailed e-SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in and www.wbtenders.gov.in.**
**Sd/- Executive Engineer**
**Mayurakshi E & M Division. Birbhum-731101**
**Ph:03462-255057**

**বিজ্ঞপ্তি**
আমার মক্কেল উপেন্দ্রনাথ পাল, পিতা- স্বর্গীয় প্যারীলাল পাল, সাং- দুর্গাপুর, পোঃ -চিঙ্গিশপুর, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট থানার মৌজা দুর্গাপুর, জে.এল নং- ৩১১, এল.আর. ১০৬৪ খতিয়ানভুক্ত, ২৮৯ /৭৯৬ নং দাগে ●১২ শতক জমি ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসে গত ইং ০২.০৪.১৯৯১ তারিখে ৩৪৯৭ নং দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন যাহা এ.ডি.এস.আর. ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা অফিসে ১৯৯১ সালের ৩৯ নং আমমোক্তার বলে প্রাপ্ত। উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ দরখাস্ত দাখিল করিবেন। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা ১। বিমল কুমার মুখার্জী ২। নির্মল কুমার মুখার্জী, উভয়ের পিতা-মৃত নন্দলাল মুখার্জী, উভয়ের সাং- সৈয়দপুর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা এবং আমমোক্তার গ্রহীতা শ্রী সন্তোষ কুমার মুখার্জী, পিতা- মৃত বিনোদ লাল মুখার্জী, সাং- দুর্গাপুর, পোঃ-চিঙ্গিশপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর বা কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ যোগাযোগ করিবেন।
ধন্যবাদান্তে
**রণতোষ তোকদার**
**এ্যাডভোকেট**
**বালুরঘাট কোর্ট**

**বিজ্ঞপ্তি**
আমার মক্কেল রীতা পাল, স্বামী-উপেন্দ্রনাথ পাল, সাং- দুর্গাপুর, পোঃ- চিঙ্গিশপুর, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর মৌজা যাহার জে.এল নং- ৩১১, এল.আর. ১০৬৪ খতিয়ানভুক্ত, ১৭৫০ নং দাগে ●১২ একর জমি এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসে গত ইং ১৪.০২.২০০২ তারিখে ৭১১ নং দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন যাহা ডি.এস.আর. ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা অফিসে ইং ০৮.০২.১৯৯১ সালের ৩৯ নং আমমোক্তার বলে প্রাপ্ত। উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ দরখাস্ত দাখিল করিবেন। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা ১। বিমল কুমার মুখার্জী ২। নির্মল কুমার মুখার্জী, উভয়ের পিতা-মৃত নন্দলাল মুখার্জী, উভয়ের সাং- সৈয়দপুর, থানা-খড়দহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা এবং আমমোক্তার গ্রহীতা শ্রী সন্তোষ কুমার মুখার্জী, পিতা- মৃত বিনোদ লাল মুখার্জী, সাং-দুর্গাপুর, পোঃ- চিঙ্গিশপুর, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর বা কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে Balurghat B.L.& L.R.O. Office এ যোগাযোগ করিবেন।
ধন্যবাদান্তে
**রণতোষ তোকদার**
**এ্যাডভোকেট**
**বালুরঘাট কোর্ট**

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK**
**HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405**
**TENDER NOTICE**
The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **One (01) nos.** works vide **E-NIT No:- 02/B.D.O/HPL/2026-2027** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Haripal Development Block**

**Office of the Manguria Lalpur Gram Panchayat**
**Vill-Lalpur, PO-Daldali, Dist-Purulia (WB), Pin-723101**
Notice Inviting Tender No. 01/MLGP of 2026-27, Dated-02/07/2026 FROM MANGURIA LALPUR GP, HURA, PURULIA PUBLISHED THE FOLLOWING **NIT-01/MLGP of 2026-27.** Last date of Application-**13/07/2026 up to 3.00 pm.** Last Date of issuing tender paper-**13/07/2026 up to 3.00 pm.** Last Date of Dropping tender paper-**15/07/2026 up to 3.00 pm**. Opening of tender paper- **15/07/2025 up to 4.00 pm** onwards.
**Sd/- Pradhan/secretary**
**Manguria Lalpur Gram Panchayat**

**আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি**
গত ইংরেজীঃ ০২.০৮.২০২৪ তারিখে দেবগ্রাম A.D.S.R-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রী কৃত ১ নং বহির সি.ডি ভলিউমে 13.10.24 পেজ নং 147570 হইতে 147579 পাতার লিপিবদ্ধ 8529 একখণ্ড আমমোক্তার নামার দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, হন সুমন রায়, পিতা- শুভাশীষ রায়, সাং- মীরা, পোঃ-পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৬, ০৮ নং মীরা মৌজার ২৫৪৪ দাগের ১০৪৯ কৃষি খতিয়ানের ০.০৬৩৯ শতক সম্পত্তি (১) চিত্রা মালাকার, স্বামী- ভবতোষ মালাকার, পিতা- মৃত বিনয় মোহন চৌধুরী, (২) অমিত মালাকার, পিতা- ভবতোষ মালাকার সাং- মীরা, পোঃ- পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া। এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এরশাদ আলাম, পিতা- মোনেসাদ সেখ, সাং- শিয়ালখেলা, পোঃ- পলাশী, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৬, ব্যক্তিগণ। গত ইং 04.10.24 তারিখে 10844 দলিল A.D.S.R দেবগ্রাম অফিসে রেজিস্ট্রী করা হয়। উক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের নিজ নামে উক্ত সম্পত্তি এল. আর. রেকর্ড করতে চান। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগে থাকে তাহালে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L & L.R.O কালীগঞ্জ দেবগ্রাম অফিসে যোগাযোগ করবেন বা আপত্তি জানাইবেন।
বিনীত
Imrul Kayes Mondal

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৬-০৯, তারিখ ২৪.০৬.২০২৬;** (ক) অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পুরুলিয়া, (খ) অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব, (গ) অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/বোকারো স্টিল সিটি, (ঘ) ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব/আদ্রার অধিক্ষেত্রের অধীনে লেভেল ক্রশিং গেটে অ্যাপ্রোচ রোড ও লেভেল ক্রশিংয়ের রাবারযুক্ত উপরিতল এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও এটি সরবরাহ সহ লেভেল ক্রশিংয়ের উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ১,০৫,৬৪,৬৬৫ টাকা। **(২) ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৬-১০, তারিখ ২৪.০৬.২০২৬;** (ক) সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/সিগন্যাল/বাঁকুড়া শাখায় ৪টি লেভেল ক্রশিং গেট (বিআর-৬৭, বিআর-১০১, বিআর-১০ ও বিআর-৫৮)-এর ইন্টারলকিং, (খ) সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/সিগন্যাল/আদ্রা শাখায় ২টি লেভেল ক্রশিং গেট (আরসি-৫ এবং ডিকে-২)-এর ইন্টারলকিং-এর জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ৩৪,৮৪,৭৩০ টাকা। **(৩) ইলেক্ট- জি-এডিএ-২০২৬-১১, তারিখ ২৪.০৬.২০২৬;** আদ্রা ডিভিশনে ভাগা (২টি), মধুকুণ্ডা (২টি) এবং ওন্দাগ্রাম (৩টি) স্টেশনে ০৭টি লিফ্টের ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ১৭,১৯,৭৫৯ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায় প্রতিটির জন্য এবং **টেন্ডার খোলা হবে** ১৭.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিটের পর প্রতিটির জন্য। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। **(PR-410)**

**সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন**
**কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি নিবন্ধক, কলকাতা।-এর সামনে**
লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৩) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি ১৭-এর বিষয়ে লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮-এর ধারা ১৩ (৩)-এর বিষয়ে
এবং
**আবেদনকারী নীলামাধব মার্কেন্টাইলস এলএলপি,** যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫৬এ, লেক ভিউ রোড, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০২৯। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এলএলপি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮-এর ধারা ১৩ (৩)-এর অধীনে কলকাতার কোম্পানি নিবন্ধকের কাছে তার নিবন্ধিত কার্যালয় **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'হরিয়ানা রাজ্য'**-এ পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়ে একটি আবেদন করতে ইচ্ছুক।
এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে 'রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-১'-এর কাছে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে হলফনামা-সহ লিখিত আপত্তি জমা দিতে বা পাঠাতে (অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করতে) পারেন একই সাথে, উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় অবস্থিত আবেদনকারী এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয়েও উক্ত আপত্তির একটি প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।
**নীলামাধব মার্কেন্টাইলস এলএলপি**-এর জন্য ও পক্ষে
স্বাক্ষর/- প্রীতি খেমকা
(নির্ধারিত অংশীদার)
ডিপিআইএনঃ ০৬৪৪৪০৩৪
ঠিকানাঃ বি-৩১৬, ডিএলএফ ফেজ-১, নিচতলা, কুতুব প্লাজার কাছে, গুরগাঁও-১২২০০২, হরিয়ানা
তারিখঃ ০২.০৭.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

**পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড**
CIN-L65993WB1980PLC032908
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোনঃ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪
ওয়েবসাইটঃ www.purbasharesources.in
ই-মেলঃ corporate@purbasharesources.in

**সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি**
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র জারি করা নির্দেশিকা বা সার্কুলারসমূহ মেনে 'পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড' ('কোম্পানি')-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে ২৯ জুলাই, ২০২৬, বুধবার দুপুর ১২টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে।
প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মাবলী অনুযায়ী, যে সকল সদস্য কোম্পানি / ডিপোজিটরি/ রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেছেন, তাঁদের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হবে। উক্ত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.purbasharesources.in) এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com)-এ-ও পাওয়া যাবে।
ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা নিচে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করেন এবং তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর হালনাগাদ করেন। এর ফলে সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে পারবেন এবং বিভিন্ন প্রস্তাবের (রেজোলিউশন) ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| ভৌত ধারণ | যেসব শেয়ারহোল্ডারের কাছে ফিজিক্যাল শেয়ার (কাগজের সনদ) রয়েছে এবং যারা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষরিত 'ISR-1' ফর্মটি (যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in-এ পাওয়া যাবে) প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ 'নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ঠিকানায় (৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, সপ্তম তলা, কক্ষ নং ৭এ ও ৭বি, কলকাতা-৭০০ ০১৭) জমা দিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা হালনাগাদ করে নেন। |
| ডিমেট হোল্ডিং | অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (DP)-এর সাথে যোগাযোগ করুন। * অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, ব্যক্তিগত ডিমেট (Demat) শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ এবং এজিএম (এজিএম)-এ অংশগ্রহণের জন্য ইমেল আইডি ও মোবাইল নম্বর হালনাগাদ করা বাধ্যতামূলক। |

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেডের পক্ষে,
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN: 00012978
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২ জুলাই ২০২৬

**পুনঃনিয়োগের অধিসূচনা**

নং. **E/283/Con/Non-Gaz/Re-Engagement** তারিখঃ ২৯-০৬-২০২৬

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে/নির্মাণ-এ ঠিকাভিত্তিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনঃনিয়োগের বিজ্ঞপ্তি।

| সূচী | | |
|---|---|---|
| (i) | ওয়েবসাইটে অধিসূচনা প্রকাশনের তারিখ | ৩০ জুন, ২০২৬ |
| (ii) | অনলাইন আবেদন খোলার তারিখ | ০১ জুলাই, ২০২৬ |
| (iii) | অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ | ২০ জুলাই, ২০২৬ |

১। রেলওয়ে বোর্ডের আরবিই নং. ৯৬/২০২৪, এল/নং. ই(এনজি)II/২০২৪/আরসি-৪/৯, তারিখ ১৫-১০-২০২৪ এবং আরবিই নং. ১১৫/২০২৪, এল/নং. ই(এনজি)II/২০২৪/আরসি-৪/৯, তারিখ ৩১-১২-২০২৪ অনুসারে, **"অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনঃনিযুক্তি"** প্রকল্পের অধীনে, নিম্নলিখিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নির্মাণ সংস্থার বিভিন্ন ইউনিট-এর বিভিন্ন পদে/ শ্রেণীতে পরিষেবার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মাসিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজের জন্য আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মীদের (সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের) কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে: -
(i) বয়সঃ **২০ জুলাই, ২০২৬** তারিখে ৬৪ বছরের কম হতে হবে।
(ii) পে-লেভলে (অবসর গ্রহণের সময়)ঃ কেবলমাত্র **পে লেভেল-১ থেকে পে লেভেল-৯** পর্যন্ত থেকে অবসরপ্রাপ্ত।
২। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে পুনঃনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে:
(i) ইঞ্জিনিয়ারিং (ii) ইলেক্ট্রিক্যাল এবং (iii) এসঅ্যান্ডটি
৩। বিভাগভিত্তিক শূন্যপদ নিম্নরূপঃ

| ক্র.নং. | বিভাগ | মোট শূন্যপদের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|
| | | ক্যাটাগরি | লেভেল -১ থেকে ৯ |
| ১ | ইঞ্জিনিয়ারিং | জেই/এসএসই/ডিআরজি | ৪ |
| ২ | ইলেক্ট্রিক্যাল | এসএসই/ইলেক্ট. | ২ |
| | | জেই/ইলেক্ট. | ১ |
| | | টেক-I | ২ |
| | | টেক-II | ২ |
| | | টেক-III | ২ |
| ৩ | এসঅ্যান্ডটি | এসএসই (সিগ অ্যান্ড টেলি) | ২ |
| | | জেই (সিগ অ্যান্ড টেলি) | ৫ |
| | | মোট | ২০ |

৪. পুনঃনিযুক্তির শর্তাবলী এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি এখানে দেখা যাবেঃ **https://www.nfrlyconstruction.org/**
৫. আবেদনপত্র শুধুমাত্র সরাসরি ওয়েবসাইট লিঙ্ক- **https://www.nfrlyconstruction.org/**-এর মাধ্যমে **অনলাইনে** জমা দিতে হবে।
৬. পুনঃনিযুক্তি রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং. আরবিই নং. ৯৬/২০২৪ এল/নং. ই(এনজি)II/২০২৪/আরসি-৪/৯, তারিখ ১৫-১০-২০২৪ এবং আরবিই নং. ১১৫/২০২৪, এল/নং. ই(এনজি)II/২০২৪/আরসি-৪/৯, তারিখ ৩১-১২-২০২৪ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
নোটঃ **স্কিমটি শুধু ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ থাকবে।**

জেনারেল ম্যানেজার (পি)/কন, মালিগাঁও, গুয়াহাটি - ১১
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK**
**HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405**
**TENDER NOTICE**
The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Seventeen (17) nos.** works vide **E-NIT No:- 01/B.D.O/HPL/2026-2027** For more information visit www.wbtenders.gov.in
**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Haripal Development Block**

**Notice Inviting E-Quotation No- NIEQ/WBPHE/EE/05/HUG/26-27/BIOTOILET**
Notice Inviting E-Quotation is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Shrabani Mela programme of 2026. Bid submission Closing Date 08.07.2026 up to 12.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.
**Sd/-**
**Executive Engineer**
**Hooghly Division, PHE Dte.**

**s-N.I.T. No.- WBIW/EE/MEDM/s-N.I.T.-08/2026-27**
On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Mechanical & Electrical Division, Midnapore invites offline tender for **One (01) no. Electrical Work (Emergent Restoration Work).** Last date of application for tender is **07.07.2026 UP TO 05:00 P.M.** Detailed information is available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.in.**
**Sd/- A.K. Ghosh.**
**Executive Engineer**
**Mechanical & Electrical Division, Midnapore**
**Khasjungle, P.O-Abas, District- Paschim Medinipur.**

**আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম**

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনের মালবাজার, তুফানগঞ্জ, চাংগ্রাবান্ধা, নিউ ময়নাগুড়ি, গোসাইগাঁওহাট এবং কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

**অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৫৪-৬**

| এসইকিউ সংখ্যা. | এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড) | আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের মালবাজারে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট |
| এএ/২ | পার্কিং-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমএক্স-৪১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড) | আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের তুফানগঞ্জে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট |
| এএ/৩ | পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড) | চাংগ্রাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট |
| এএ/৪ | পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-৩৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড) | কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশ পথে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারচাকাযুক্ত বাহনের উপরের বাহনের জন্যে মিক্সড পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন |
| এএ/৫ | পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড) | আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন পরিসরের প্রবেশ পথের ডান দিকের স্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট |
| এএ/৬ | পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএক্স-১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড) | গোসাইগাঁও হাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ড |

**নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৬-০৭-২০২৬ তারিখে ১১.৩০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার সময়ঃ** ১২.৫০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Civil)/BR.-VI, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works.
**(1) NIT No.: KMC/VI/047/005/2026-2027/R**
Name of the work: **Repairing of KMC Quarter near Nalanda Park, Kapalitola Lane in Ward No. 47.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,95,274.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **45 days.**
**(2) NIT No.: KMC/VI/047/006/2026-2027/R**
Name of the work: **Improvement of collapse/damaged M.H. near 41, B.B. Ganguly Street junction of Robert Street in Ward No. 47.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,34,625.00**. Earnest Money: ₹ **2,700.00**. Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of Bid: **13.07.2026 - 3 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Tender open date and time: **15.07.2026 - 3 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2026 - 6 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

**The Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works.
**(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/002/26-27**
Name of the work: **Desilting of surface drain at Vivek Villa, B.H. Road By Lane, Sree Bardhan Pally, Jaigirhat Road and etc. in Ward No. 144.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,51,891.12**. Earnest Money: ₹ **3,500.00**. Period of Completion: **180 days.**
**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/125/005/26-27/UTTARAN**
Name of the work: **Improvement of cement concrete road at Dakshin Behala Road Bye Lane Slum Area near Pr. No. A-11/19 and others in Ward No. 125.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,51,895.42**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **11.07.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The Tender will be opened on: **13.07.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

**The Executive Engineer (Civil), BR.-VIII, KMC** invites e-quotation online percentage rate in two bid system for the following works.
**(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/125/2026-2027/WT**
Name of the work: **Operation & maintenance of one jet pump fitted vehicles converted from jet cum suction vehicle of S&D Department for watering of plantation in BR.-VIII.** Estimated Cost: **On Quotation Basis**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.
**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/Hired Lorry/2026-27**
Name of the work: **Supply of hired Lorries for P.R. Works of Ward No. 69, 70, 72, 84 and 85 under Borough No. VIII.** Estimated Cost: **On Quotation Basis**. Earnest Money: ₹ **9,960.00**.
**(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/Hired Lorry/2026-27**
Name of the work: **Supply of hired Lorries for P.R. Works of Ward No. 68, 83, 86, 87, 88 and 90 under Borough No. VIII.** Estimated Cost: **On Quotation Basis**. Earnest Money: ₹ **9,980.00**. Period of Completion: **365 days. (for Sl. No. 1 to 3).** Last date and time of submission of Bid: **17.07.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of tender: **20.07.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

**The Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:
**NIT NO: KMC/EE(C)/Br-XII/106/001/26-27**
Name of work: **Repairing of damaged cement concrete road at P.M. Sarani near Pr. No. 42/A, P.M. Sarani in Ward No. 106. Estimated Cost:** ₹ **1,82,499.90**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **40 days**. Last date and time of submission of bid: **11.07.2026 - 1 p.m.** Date and time of opening of bid: **13.07.2026 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The D.G. (Civil)** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works.
**(1) NIT No.: KMC/VI/046/006/2026-2027/D**
Name of the work: **Restoration of disturbed & damaged IPS & paver block footpath at different places like Princep Street, Metcalf Street, Grant Lane, Dacres Lane etc. in Ward No. 046.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,98,291.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **60 days.**
**(2) NIT No.: KMC/VI/061/030/2025-2026/D**
Name of the work: **Restoration of courtyard and passage at 185/1 A.J.C. Bose Labour Quarter disturbed due to drainage work in Ward No. 61.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,43,630.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **11.07.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Tender open date and time: **13.07.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2026 - 6 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**
187/26-27

# বাদ বৈভব, নির্বাচকদের তোপ শাস্ত্রী-গাভাসকরের

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২ জুলাইঃ** আয়ারল্যান্ডের কাছে চুনকামের পরেও অভিষেক হয়নি বৈভব সূর্যবংশীর। বিস্ময় প্রতিভাকে বাইরে রেখে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিল ভারতীয় দল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। প্রশ্ন উঠছে, কেন বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হচ্ছে দুরন্ত ফর্মে থাকা বৈভবকে? বিস্ময় কিশোরকে বাদ দেওয়ায় নির্বাচকদের তোপ শাস্ত্রী-গাভাসকরদের। 'দুর্বল' আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫ বছরের বিস্ময় প্রতিভাকে খেলানো হয়নি। অনেকের মতে, তাকে খেলালে ভারত সিরিজ জিততে পারত। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শ্রেয়সের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংও পোস্ট করেছেন বৈভবের সমর্থনে। সচিন তেণ্ডুলকর, সুনীল গাভাসকরের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মত, ''বৈভব ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন মুখ হওয়ার জন্য তৈরি।'' কেবল ভারত নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে বৈভবের প্রতিভার ঝলক দেখতে চাইছে গোটা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীরা। গাভাসকর বলেন, ''ও যখনই সুযোগ পাবে, তখনই ওর উপর চাপটা আরও বেশি থাকবে। তবে ১৫ বছর বয়সে চাপ নিয়ে এতটা ভাবার কথা নয়। ও জানে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ম্যাচে সুযোগ পেলে শুরু থেকেই নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।'' তবে এই অপেক্ষাকে ইতিবাচক হিসাবেই দেখছেন সানি। তাঁর কথায়, এই ভারতীয় দলে অসাধারণ সব ক্রিকেটার রয়েছে। তাদের সঙ্গে থেকে শেখার সুযোগ পাওয়াটাই ওর কাছে বিরাট প্রাপ্তি। আমি নিশ্চিত, এই সময়টা ও খুব ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছে।'' কিন্তু গম্ভীরের টিম ম্যানেজমেন্ট ভাবছে অন্যরকম। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নামার আগেই শ্রেয়স ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম ম্যাচেও বৈভবের জায়গা রিজার্ভ বেঞ্চেই। তিনি জানিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে আমাদের হাত বাঁধা। এটা দলের নিজস্ব বিষয়। যারা ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে সাহায্য করেছিল, তাঁরা অপরিহার্য ছিল। তাই, তাঁদের পাশে থাকাটা জরুরি। যদিও ঘটনাচক্রে বিশ্বকাপে দুরন্ত ফর্মে থাকা সঞ্জু স্যামসন-ঈশান কিষানরা তো লাগাতার ব্যর্থ হচ্ছেন। সেটা সম্ভবত গুরুত্ব দিচ্ছেন না ভারতীয় দলের নতুন অধিনায়ক।

## অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন!

# সেনেগালকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় বেলজিয়াম

**সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২ জুলাইঃ** ৮৬ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল সেনেগালের হাতে। দু'গোলে এগিয়ে থাকা আফ্রিকার দলটি তখন শেষ ষোলোর টিকিট প্রায় নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটে পটপরিবর্তন! নির্ধারিত সময়ে দুই গোল শোধ করে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে গেল বেলজিয়াম। তারপর ১২৫ মিনিটে ইউরি টিলেমানসের পেনাল্টিতে ৩-২ জিতে শেষ ষোলো নিশ্চিত করল রুডি গার্সিয়ার দল। এই জয়ের ফলে শেষ ষোলোয় বেলজিয়ামের প্রতিপক্ষ হবে আমেরিকা অথবা বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। অন্যদিকে, দারুণ শুরু করেও সেনেগালের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হল হতাশায়! ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক সাদিও মানেরা। ১৩ মিনিটে ইসমাইলা সারের শট পোস্টে লাগে। ফিরতি বলও জালে জড়াতে

পারেননি তিনি। ২৫ মিনিটে মানের ক্রস থেকে ফের সারের হেড পোস্টে লাগে। তবে এবার ভুল হয়নি। রিবাউন্ডের ফায়দা তুলে হাবিব দিয়ারা কাছ থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের ছয় মিনিটের মাথায় ব্যবধান দ্বিগুণ। ডিফেন্ডার মুসা নিয়াখাতের লম্বা পাস বেলজিয়ামের রক্ষণ ভেদ করে পৌঁছে যায় ইসমাইলা সারের কাছে। চেস্ট ডাউনে বল নামিয়ে দুরন্ত শটে থিবো কোর্তোয়াকে পরাস্ত করেন তিনি। ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পরও আরও কয়েকবার আক্রমণে ওঠে সেনেগাল। বেলজিয়াম দিশেহারা! কার্যত কোনও ছন্দই খুঁজে পাচ্ছিল না। ৮৬ মিনিটে আসে প্রথম ধাক্কা। বিরতির পর বদলি হিসেবে নামা রোমেলু লুকাকু টমাস মুনিয়েরের ক্রসে নিখুঁত ফ্লিকে ব্যবধান কমান। সেই গোলেই ম্যাচে ফেরে বেলজিয়াম। তিন মিনিট পরই আসে কাঙ্ক্ষিত সমতা। লিয়ন্দ্রো ট্রসারের ক্রস ধরতে ব্যর্থ হন সেনেগালের গোলরক্ষক মোরি দিয়াও। সেই সুযোগে অধিনায়ক ইউরি টিলেমানস হেড করে বল জালে পাঠান। ২-২ হয়ে যাওয়ায় খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। প্রসঙ্গত, এই ঘটনাবহুল পর্বে মাঠে তর্কে জড়ান দুই বেলজিয়ান সতীর্থ ট্রসার ও টিলেমানস। দ্বিতীয়ার্ধের হাইড্রেশন বিরতির আগে দু'জনের বাক্যবিনিময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন লুকাকু। পরে অবশ্য এই দুই বিবদমান ফুটবলারই ম্যাচ ঘোরানোর নায়ক! অতিরিক্ত সময়ের শেষ দিকে আসে ম্যাচের সবচেয়ে বিতর্কিত মুহূর্ত। ১২৫ মিনিটে ডোডি লুকেবাকিওর শট ক্রসবার ছুঁয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে বক্সের মধ্যে লামিন কামারার স্লাইডিং ট্যাকলে পড়ে যান টিলেমানস। রেফারি প্রথমে খেলা চালিয়ে দিলেও পর আসে ভিডিও পর্যবেক্ষণের নির্দেশ। প্রায় সাত মিনিট ধরে ঘটনা খতিয়ে দেখার পর পেনাল্টি পায় বেলজিয়াম। সিদ্ধান্ত ঘিরে আপত্তি জানায় সেনেগাল। কিন্তু রেফারি নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। স্পট কিক নিতে এসে টিলেমানস কোনও ভুল করেননি। বল জড়ান জালের উপরের কোণে। শেষ হয় সেনেগালের সমস্ত প্রতিরোধ। এই জয়ে বেলজিয়ামের অভিজ্ঞ ফুটবলারদের বিশ্বকাপ স্বপ্ন এখনও বেঁচে। কেভিন ডি ব্রুইনকে ৫৬ মিনিটে তুলে নেওয়া হলেও লুকাকুর গোল এবং টিলেমানসের জোড়া অবদান দলকে টুর্নামেন্টে টিকিয়ে রাখল। অন্যদিকে, আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে বিতর্কিতভাবে শিরোপা হারানোর পর বিশ্বকাপে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নও ভেঙে যাওয়ায় খালি হাতে দেশে ফিরবে সেনেগাল।

# ‘রাখে হ্যারি মারে কে!’

## দলকে জেতালেন, পেলেকে টপকালেন তবু ইংরেজ স্ট্রাইকারের পা মাটিতেই

**সংবাদ সংস্থা, আটলান্টা, ২ জুলাইঃ** মাঠে জোড়া গোল। বিশ্বকাপে মোট ১৩ গোল করে ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলের রেকর্ডও ছাপিয়ে গেলেন। উঠতে শুরু করল লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনাও। কিন্তু ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন স্তুতিবাক্যে ভেসে যাওয়ার বান্দাই নন! বরং, আবেগহীন গলায় জানালেন, আধুনিক ফুটবলে মেসি ও রোনাল্ডো-এই দুজন এখনও সর্বোচ্চ মানদণ্ড। তাঁদের মতো দীর্ঘ সময় ধরে সেরার পর্যায়ে থাকার লক্ষ্যেই তিনি প্রতিদিন নিজেকে তৈরি করে চলেছেন। শেষ বত্রিশের ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জিতে শেষ ষোলোয় উঠেছে ইংল্যান্ড। বলতে হ্যারি কেনের কাছে পরাস্ত হয়েছে আফ্রিকার লড়াকু টিম। জোড়া গোলে কঙ্গোর আশাভঙ্গের একমাত্র কারণ তিনি। দিনের শেষে কেনের বিশ্বকাপে মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১৩। সর্বকালের বিশ্বকাপ গোলদাতাদের তালিকায় পেলেকে (১২) পিছনে ফেলেন ইংরেজ অধিনায়ক। ম্যাচের পরে মিক্সড জোনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেন। তাঁকে জানানো হয়, সতীর্থ অ্যান্থনি গর্ডন তাঁর পারফরম্যান্স দেখে মেসি ও রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনা টেনেছেন! এতে বিগলিত হওয়ার বদলে ইংল্যান্ড অধিনায়কের সটান জবাব, ''পর্দার আড়ালে আমরা যে পরিশ্রম করি, আপনারা

তার অনেকটাই দেখতে পান না। অনুশীলনে, বাড়িতে ফিরে রিকভারি, আইস বাথ, চিকিৎসা-সব মিলিয়ে ছোট ছোট বিষয়গুলোই দীর্ঘ সময় ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলতে সাহায্য করে।'' এরপরই যোগ করেন, ''মেসি আর রোনাল্ডো সেই জায়গাতেই সবার শীর্ষে। ওরাই সেই মানদণ্ড। আমি আজও নিজেকে যতটা সুস্থ, সতেজ অনুভব করছি, এমনটা আগে খুব কমই করেছি। মাঠে নামার আগে জানতাম, পর্দার আড়ালে করা পরিশ্রম আমাকে বড় মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত করেছে। আজ সেটাই হয়েছে।'' ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে কেনের দ্বিতীয় গোল ম্যাচের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। একাধিক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান দিকের ওপরের কোণে জোরালো শটে বল জড়ান তিনি। এই গোল নিয়ে কেনের মন্তব্য, ''শটটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গিয়েছিলাম, বল জালে যাবে। তখনই উদযাপন শুরু করে দিই। আমি নিজের সেরা ভার্সন হওয়ার চেষ্টা করি। উদাহরণ তৈরি করে নেতৃত্ব দেওয়া আমার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। এই নীতিই মেনে চলি!'' ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ইংল্যান্ডের জন্য সহজ ছিল না। ডিআর কঙ্গো এগিয়ে যাওয়ার পর একাধিক সুযোগ নষ্ট করে টমাস টুখেলের দল। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক প্রথমার্ধে কয়েকটি দুর্দান্ত সেভে দলকে বাঁচান। শেষ পর্যন্ত কেনের জোড়া গোলই ঘুরে দাঁড়ায় ইংল্যান্ড। ম্যাচের মূল্যায়নে নায়কের বক্তব্য, ''এটা সত্যিই কঠিন ম্যাচ ছিল। ওরা খুব গোছানো দল। প্রথমার্ধে ওদের গোলরক্ষক ককেটা অবিশ্বাস্য সেভ করেছে। আমাদের শুধু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছে। জানতাম, আমাদের মুহূর্ত আসবে!'' তিনি আরও বলেন, ''আমরা কথা বলেছিলাম, নায়ক যে কেউ হতে পারে। আমি হতে পারি, পিকার্স একটা সেভ করতে পারে, ডিফেন্ডাররা গুরুত্বপূর্ণ ব্লগ করতে পারে। আজ মুহূর্তটা আমার জন্য তোলা ছিল। যেভাবে ফিরে এসেছি, তাতে দলের জন্য গর্বিত। ইংল্যান্ডের জার্সিতে এটাই আমার অন্যতম প্রিয় ম্যাচ হয়ে থাকবে। দুটো গোল করে দলকে জেতাতে পারা সত্যিই দারুণ অনুভূতি।''

# এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে সহজ গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল

**কুয়ালা লামপুর, ২ জুলাইঃ** মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের যোগ্যতা অর্জন করেছে ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার এই টুর্নামেন্টের প্রাথমিক পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 'এ' গ্রুপে রয়েছে মশাল গার্লস। সেখানে তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়েছে তারা। লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ হতে চলেছে মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, গুয়ামের ক্লাবগুলি। বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার কুয়ালা লামপুরে এএফসি হাউসে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে আইডব্লিউএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে একই গ্রুপে পড়েছে আয়োজক সাবাহ এফএ (মালয়েশিয়া), রোভার্স এফসি (গুয়াম) এবং রাজশাহী স্টার্স এফসি (বাংলাদেশ)। এশিয়ার সর্বোচ্চ স্তরের এই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বার খেলবে লাল-হলুদ। গত মরশুমে

প্রাথমিক পর্বের বাধা টপকে মূলপর্বে উঠেছিল লাল-হলুদ। সেখানে তারা খেলেছিল চিনের উহান জিয়াংদা উইমেন্স এফসি, ইরানের বাম খাতুন এফসি এবং উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। গ্রুপ পর্বে জয় তুলে এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যাচ জেতা প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসাবেও ইতিহাস গড়েছিল তারা। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের খেলা কবে? ১৭ থেকে ২৩ আগস্ট মালয়েশিয়ায় হবে ম্যাচগুলি। সিঙ্গেল রাউন্ড-রবিন লিগ পদ্ধতিতে চলবে প্রতিযোগিতা। মোট ২৪টি দলকে ছ'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দল সরাসরি মূলপর্বে উঠবে। সেখানে অপেক্ষা করছে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করা ছ'টি ক্লাব- গতবারের চ্যাম্পিয়ন নায়েগোহিয়াং উইমেন্স এফসি (উত্তর কোরিয়া), মেলবোর্ন সিটি এফসি (অস্ট্রেলিয়া), হোয়াচেওন কেএসপিও ডব্লিউএফসি (দক্ষিণ কোরিয়া), আইএনএসি কোবে লিওনেসা (জাপান), বেজিং জিংতান এফসি (চিন) এবং হো চি মিন সিটি উইমেন্স এফসি (ভিয়েতনাম)। প্রাথমিক পর্ব শেষ হওয়ার পর সেপ্টেম্বরে হবে মূলপর্বের ড্র। নভেম্বর থেকে শুরু হবে গ্রুপ পর্বের লড়াই।

# ফের পরিত্যক্ত ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচ, চেস্টার-লি-স্ট্রিটে বৃষ্টি কি অভিশাপ?

**সংবাদ সংস্থা, ডারহ্যাম, ২ জুলাইঃ** ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। বুধবার (১ জুলাই) ডারহ্যাম কাউন্টির চেস্টার-লি-স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ১৮৯ রান তোলে। তবে ইংল্যান্ডের ইনিংস শুরু হওয়ার আগেই বৃষ্টি নামে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত আম্পায়াররা ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। এর ফলে চেস্টার-লি-স্ট্রিটে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচে বৃষ্টির বাধার পুরনো ইতিহাস আরও একবার ফিরে এল। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচনা হয়েছিল বুধবার। সিরিজের প্রথম ম্যাচের ভেন্যু ছিল রিভারসাইড গ্রাউন্ড, যেখানে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের স্মৃতি খুব একটা সুখের নয়। ভারতীয় দল এই মাঠে প্রথম বারের মতো টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমেছিল। তবে এর আগে ২০০২ ও ২০১১ সালে এখানে দু'টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছিল তারা। আশ্চর্যের বিষয়, সেই দুই ম্যাচই বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। আরও মজার ব্যাপার হলো, ওই দুই ম্যাচেও ভারত প্রথমে ব্যাট করেছিল। এর পর ইংল্যান্ডের ইনিংস চলাকালীন বৃষ্টি শুরু হওয়ায় খেলা আর শেষ করা সম্ভব হয়নি। এ বারের ম্যাচ নিয়েও আগে থেকেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস খুব একটা আশার ছিল না। তাই অনেকের মনেই আশঙ্কা ছিল, আবারও বৃষ্টি ম্যাচের ফল নির্ধারণে বাধা হয়ে দাঁড়াবে কি না। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো। ভারত টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ম্যাচের শুরু থেকেই আকাশে মেঘ ছিল এবং মাঝেমধ্যেই হালকা বৃষ্টির ফোঁটা দেখা যাচ্ছিল। ভারতের পুরো ইনিংস জুড়েই কয়েক বার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। তবে খেলা থামানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কিন্তু ২০তম ওভারের দিকে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে শুরু করে। ভারতের ইনিংস শেষ হওয়ার পর ক্রিকেটাররা ড্রেসিংরুমে ফিরতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি রীতিমতো ভারী বর্ষণে পরিণত হয়। এর পর আর বৃষ্টি থামেনি। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার পর ম্যাচ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়াররা।

# গোলের পর বালোগনের লাল কার্ড, ১০ জন নিয়েও কোয়ার্টার ফাইনালে আমেরিকা

ম্যাচের তখন ৮২ মিনিট চলছে। বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পেল যুক্তরাষ্ট্র। দারুণ এক মাপা শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করলেন আসরে তাদের সেরা পারফরমারদের একজন মালিক টিলম্যান। গর্জনে ফেটে পড়ল যেন গোটা সেটডিয়াম। ধারাভাষ্যকার বললেন, এই স্টেডিয়ামের যদি ছাদ থাকত, এই গর্জনে তা এখন উড়ে যেত।

**সংবাদ সংস্থা, সান ফ্রান্সিসকো, ২ জুলাইঃ** ওই গোলের আগেও আমেরিকা এক গোলে এগিয়ে ছিল। তবে একজন কম নিয়েও খেলতে হচ্ছিল তাদের। প্রথমার্ধে গোলটি যিনি করেছিলেন, সেই ফ্লোরিয়ান বালোগন হয়ে উঠছিলেন নায়ক থেকে খলনায়ক। ৬৪তম মিনিটে বাজে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন এই বিশ্বকাপে তিন গোল করা তারকা। তবে তাকে খলনায়ক হয়ে উঠতে দেননি সতীর্থরা। বরং ১০ জনের দলও করল আরেকটি গোল। সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া স্টেডিয়ামে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেল আমেরিকা। গোটা ম্যাচে গোলে আটটি শট নিলেও স্রেফ দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। কাজ হয়ে যায় সেই দুটিতেই। আরও দুবার অবশ্য জালে বল পাঠিয়েছিল তারা। গোল হয়নি অফসাইডের কারণে। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচেই প্রথম ১১ মিনিটের মধ্যে গোলের দেখা পেয়েছিল আমেরিকা। সেই ধারায় ছেদ পড়ে এই ম্যাচে। প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রথমার্ধের শেষ পর্যন্ত। তবে ম্যাচ তারা জিতে নিয়েছে ঠিকই। বালোগনের লাল কার্ডের পর নির্ধারিত সময়ের বাকি ২৬ মিনিট ও যোগ করা সময়ের ১১ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলেও গোল হজম করেনি মৌরিসিও পচেত্তিনোর দল। সেরা তৃতীয় স্থানের দলগুলির একটি হিসেবে গ্রুপ পর্ব উতরানো বসনিয়া থেমে গেল এখানেই। বসনিয়ার কিংবদন্তি এদিন জেকোর এটি ছিল ১৫১তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। ৪০ বছর বয়সী স্ট্রাইকার হয়তো ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটে দুই দলই চেষ্টা করে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার। প্রথম গোলে শট নেয় বসনিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের টিলম্যান দ্রুতগতিতে বসনিয়ার বক্সে ঢুকলেও বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

ফেলেন। গোলরক্ষকের কাছ থেকে লম্বা কিক নিয়ে বসনিয়া আক্রমণে ওঠে। দারুণ দক্ষতায় বলটি নিয়ন্ত্রণে নেন জেকো। তার কাছ থেকে বল পেয়ে শট নেন এরমেদিন দেমিরোভিচ, তবে বল বাইরে পাঠিয়ে দেন গোলকিপার ম্যাট ফ্রিজ। পরের মিনিটে কেরিম আলাইরবেগোভিচের সুইঙ্গিং কর্নারও ঠেকান ফ্রিজ। অষ্টাদশ মিনিটে ডান দিক দিয়ে ফাঁকা জায়গায় ক্রস করেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টন ম্যাককেনি। তবে ঘুষি মেরে বল ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন বসনিয়া গোলকিপার নিকোলা ভাসিলি। অ্যান্টোরি রবিনসনের গায়ে লেগে বল বারের সামান্য উপর দিয়ে চলে যায়। বালোগন ততক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের প্রাণ হয়ে উঠেছেন বরাবরের মতোই। ৩১তম মিনিটে জালের দেখাও পান ২৪ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। তবে ডান পায়ে বল ধরে বাম পায়ে তার দারুণ ফিনিশিংয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অফসাইডের পতাকা উঠে যায়। গোল না হলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রেরই। তবে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত দুই দল মিলিয়ে লক্ষ্যে শট ছিল একটিই, সেই শুরুতে বসনিয়ার। কিন্তু এরপরই যুক্তরাষ্ট্রের গোল। কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়া ছিল গোলের প্রেক্ষাপটে। মাঝমাঠের ওপর থেকে থ্রু বল বাড়ান টিলম্যান। বসনিয়ার দুজেনর পায়ে লেগে বক্সের ভেতর বল পান বালোগন। দুই ডিফেন্ডার আর আগুয়ান গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে জড়ান মোনাকোর স্ট্রাইকার। যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে সার্জিনিও দেস্তের হেডে বল পেয়ে খুব কাছ থেকে বালোগনের শট ক্রস বারে লেগে চলে যায় বাইরে। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১৮ মিনিটে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। এরপরই বালোগনের বিদায়। বলের লড়াইয়ে পেছন মাড়িয়ে দেন তিনি তারিক মুহারেমোচের পা। রিপ্লে দেখে যদিও মনে হয়নি ইচ্ছাকৃত, তবে বেশ বাজে ফাউলই ছিল। ভিএআর দেখে সরাসরি লাল কার্ড দেন রেফারি। হতাশ বালোগন জার্সিতে মুখ ঢেকে ১৫-২০ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাঠ ছাড়েন। তাকে সান্ত্বনা দেন সতীর্থরা। একজন বেশি নিয়েও বসনিয়া পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। উল্টো ৭৮-তম মিনিটে ম্যাককেনির বাড়ানো বলে কাছ থেকে বল জালে পাঠান ক্রিস্তিয়ান পুলিসিক। তবে চোট কাটিয়ে শুরুর একাদশে ফেরা তারকা ছিলেন অফসাইড। দ্বিতীয় গোলটি ধরা দেয় এর পরপরই। টিলম্যানের ফ্রি কিকে জোর অনেক ছিল না, তবে ছিল মাপা। ডাইভ দিয়ে বলে হাত ছোঁয়ালেও বাঁচাতে পারেননি গোলকিপার ভাসিলি। ১০ জনের দলের বিপক্ষেও বক্সে ঢুকতে পারছিল না বসনিয়া। শেষ দিকে দূর থেকে কয়েকটি শট নিলেও তা বাইরে চলে যায়। শেষ বাঁশির পর গ্যালারি আর মাঠের উৎসব হয়ে ওঠে একাকার। কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সিয়াটলে আগামী মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ৫টায় আমেরিকা লড়বে বেলজিয়ামের বিপক্ষে।


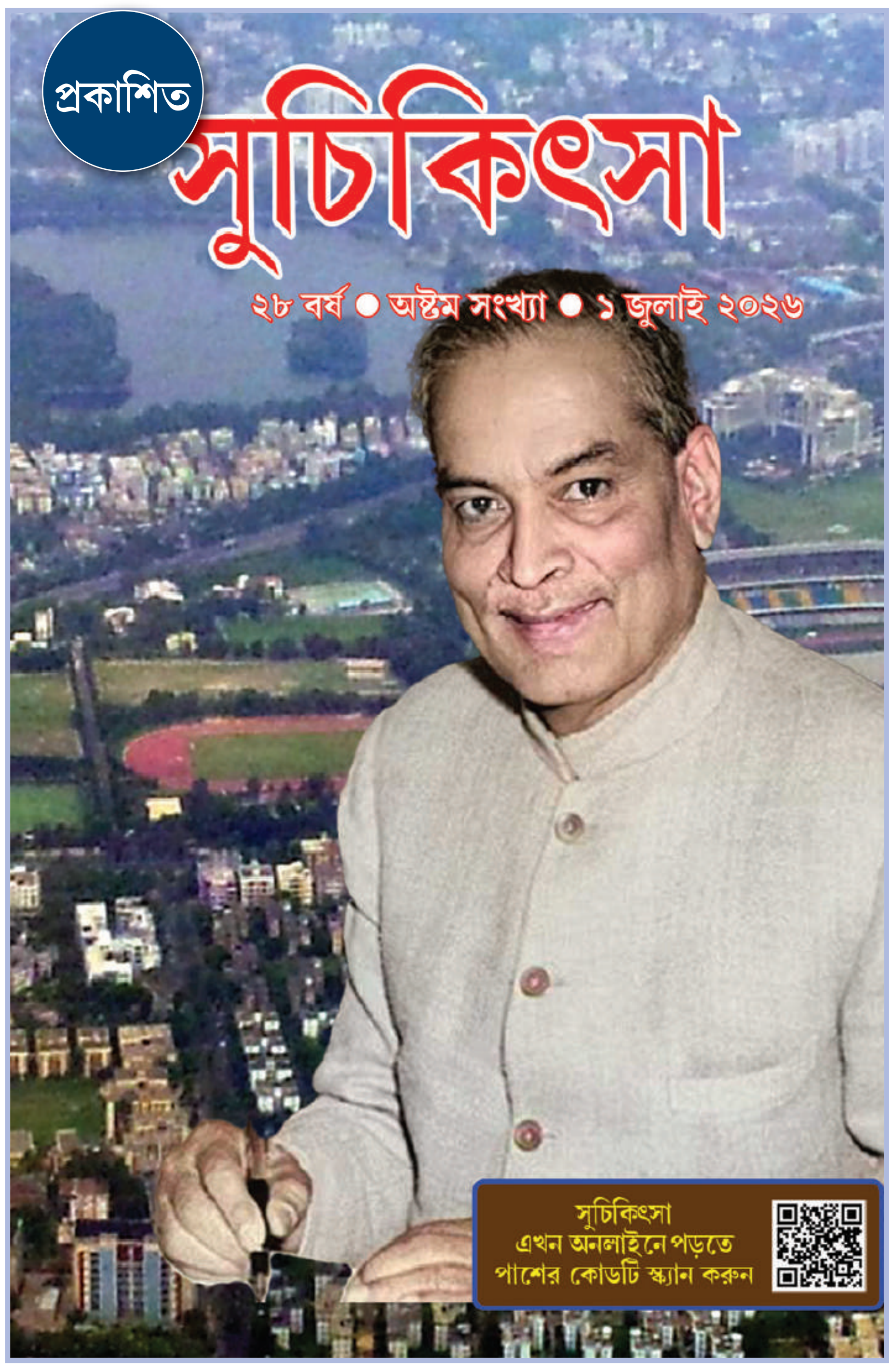



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com